

श्रिकित मिल्य



PRATIBADI KALAM ● Daily ● 13th Year, 5 Issue ● 5 January, 2022, Wednesday ● ২০ পৌষ, ১৪২৮, বুধবার ● আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা ● ৮ পৃষ্ঠা ● ৫ টাকা ● R.N.I. No. TRIBEN/2010/33397

তে মোদিপ্লবিত আগ



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জানুয়ারি।। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের আন্তরিক সাফল্যের নিরিখে মুখ্যমন্ত্রীর প্রশংসা প্রচেস্টা এবং সদিচছার ফলেই করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আইনি জটিলতা কাটিয়ে রাজ্যের এদিন মহারাজা বীরবিক্রম দেড় লক্ষাধিক মানুষ প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ঘরের সুফল টার্মিনাল ভবন, মিশন ১০০ পাচ্ছেন। বিভিন্ন প্রকল্পের সহায়তা বিদ্যাজ্যোতি বিদ্যালয় ও মুখ্যমন্ত্রী সুনিশ্চিতকরণে এক উল্লেখযোগ্য ত্রিপুরা গ্রাম সমৃদ্ধি যোজনার ভূমিকা নেবে মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরা গ্রাম আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন সমৃদ্ধি যোজনা। মঙ্গলবার স্বামী

বিবেকানন্দ ময়দানে জনসমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সার্বিক বিমানবন্দরের নতুন সমন্বিত প্রধানমন্ত্রী। বক্তব্য রাখতে গিয়ে



সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন। বিগত

ঘাটতি ছিল। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব দায়িত্বভার গ্রহণ করার পরই এই সমস্যা অনুধাবন করে কেন্দ্রীয় সরকারের সংশ্লিষ্ট দফতরের নজরে বিষয়টি এনে, এর স্থায়ী সুরাহার আপ্রাণ চেস্টা চালান। চাল থাকার কারণে, ঘরের অন্যান্য মুখ্যমন্ত্রীর দফায় দফায় প্রচেষ্টার অংশ নড়বড়ে বা ভালো না হওয়ার ফলে, সমস্যার গুরুত্ব অনুধাবনের পরেও ত্রিপুরার বহু পরিবার এই মাধ্যমে, টিনের চাল থাকা কাঁচা ঘরের ক্ষেত্রে বেশ কিছু নিয়মাবলি সরকারের এক্ষেত্রে আন্তরিকতার শীতলীকরণ করা হয়। যার

ফলশ্রুতিতে ত্রিপুরায় দেড় লক্ষের অধিক মানুষ প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ঘরের সুফল পাচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এর সম্পূর্ণ কৃতিত্বটাই এদিন মুখ্যমন্ত্ৰীকে। তিনি বলেন, সমগ্র পূর্বোত্তরের গেটওয়ে হিসেবে ত্রিপুরা যাতে আত্মপ্রকাশ করে সেই লক্ষ্যে ত্রিপুরায় দারুণ কাজ হচ্ছে। যোগাযোগ ব্যবস্থা আধুনিক করে তোলার জন্য এখন যে কাজ হচ্ছে আগে তা হয়নি।

রেল, সড়কের সঙ্গে যুক্ত একাধিক প্রকল্প নিয়ে কাজ হচেছ। আখাউ ড়া আগরতলা-রেললাইনের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের উন্নয়ন কর্মযঞ্জেও সস্তোষ ব্যক্ত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, গরিবের মাথার উপর ছাদ, সবার বাড়িতে পানীয় জলের সংযোগ সহ সমস্ত সুবিধা সুনিশ্চিতিকরণের লক্ষ্যে কাজ হচ্ছে। বিভিন্ন প্রকল্পের

সুবিধাভোগীরা তাদের সম্ভুষ্টির কথা অকপটে উল্লেখ করেছেন। কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় জায়গাতেই যখন উন্নয়নমুখী সরকার থাকে তখন উন্নয়নমূলক কাজ দ্ৰুত হয়। এক্ষেত্রে ডাবল ইঞ্জিন সরকারের কোনও বিকল্প নেই। ডাবল ইঞ্জিন মানে সেবা, সমৃদ্ধি, সামনের দিকে বিমানবন্দরে যাত্রীরা নেমেই এগিয়ে যাওয়া। তিনি বলেন, আমি ত্রিপুরার মানুষকে হীরা মডেলের আহ্বান করেছিলাম। আজ হীরা

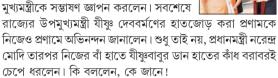
মডেলের মাধ্যমে ত্রিপুরা তার যোগাযোগ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করছে। মহারাজা বীরবিক্রম বিমানবন্দর সমগ্র পূর্বেতিরের যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্প্রসারণে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলে আশা প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরার শিল্প, সংস্কৃতি সম্পর্কে পরিচিত হবেন। রাজ্যের অপরূপ প্রাকৃতিক 🌘 এরপর দুইয়ের পাতায়



মোদি মেমোরির

। ডানে বা

প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ বিমান রাজ্যের মাটি ছুঁয়েছে। ধীরে ধীরে তিনি নিচে নামলেন। প্রধানমন্ত্রী নেমেই করজোড়ে রাজ্যের রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রীকে সম্ভাষণ জ্ঞাপন করলেন। সবশেষে



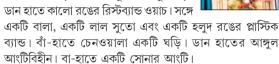
একঘেয়ে

মঞ্চে অতিথিরা বসে আছেন। গুনে গুনে ১৮ 🌉 জন। দু'জন শীর্ষ নিরাপত্তা বলয়ের উচ্চ 🛮 🌃 🎾 🌉 আধিকারিক। অতিথিদের সামনে বাহারি ফলের

নকশা। কিন্তু একঘেয়ে ডিজাইন। গেরুয়া আর সাদা রঙের কাপড়ে মার খেল গেরুয়া রঙের গাঁদা ফুলের মালা। বড় স্টিলের রডে পেঁচানো গাঁদা ফুলের নকশাও মঞ্চটিকে আরও সুন্দর দেখাতে দিল না।

দুই ঘডি

অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া মঞ্চে ভাষণ রাখছেন। পরনে সাদা পাঞ্জাবি। গলায় রাজ্যের ঐতিহ্যমণ্ডিত রিসা। কিন্তু নজর কাড়লো উনার দুই হাতে দুই ঘড়ি। ডান হাতে কালো রঙের রিস্টব্যান্ড ওয়াচ। সঙ্গে



বাসে সাইকেল!

একটি সাইকেল বাসগাড়িতে তুলছে দুই 🥞 টিএসআর জওয়ান। মঙ্গলবার দুপুরে স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানের অনতিদূরে এই চিত্রটি বেখাগ্গা লাগলেও, তাড়িয়ে তাড়িয়ে উপভোগ 🖡 করেছেন সকলে। পুলিশের সন্দেহ, চাকরি না



পাওয়া টিএসআর প্রত্যাশিরা যেকোনও সময় আস্তাবলমুখী হতে পারেন। সেই সন্দেহে বাসগাড়িতে চাকরিপ্রার্থী শুধু নয়, তাদের সাইকেলও বাসে তুলে নিয়েছে টিএসআর জওয়ানরা।

দু'জনের নীল জ্যাকেট

মঙ্গলবার স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে শাসক দলের কর্মীরা অনেকেই হাতে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ছবি নিয়ে এসেছেন। প্রত্যেকটি ছবি দেখতে একইরকম। মোদি সাহেবের মুখ এবং উনার পরনে নীল রঙের 'মোদি' জ্যাকেট। সাদা



চাপ দাঁড়িতে জ্যাকেটটি ছবিতে বেশ মানিয়েছে! আবার মাঠে এদিন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সাদা পাঞ্জাবির সঙ্গে যে জ্যাকেটটি পরে গেছেন, তার রংও নীল।

|খালি-গা

শীতের দুপুর। মাঠে যতজন কর্মী এদিন প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ শুনতে গেছেন বা কাছ থেকে উনাকে দেখতে গেছেন, তাদের সকলেরই শীতবস্ত্র পরনে ছিল। মঞ্চে অতিথিরা যারা ছিলেন, উনারাও সকলে শীতবস্ত্র পরেই



এসেছেন। একজন কর্মী তার মধ্যে খালি গায়েই অঙ্গসজ্জা করে মাঠে আসেন। গায়ে সবুজ আর গেরুয়া রং। কপালে সাদা রঙে লেখা— বিজেপি। বুকে লেখা— জয় শ্রীরাম। চোখে কালো সানগ্লাস।

হনুমানের জ্বতো

মঙ্গলবার স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে শহরের নানা প্রান্ত থেকে বহু মিছিল এসে যোগ হয়েছে। অনেকগুলো মিছিলেই আয়োজকেরা বাহারি রাপ দেখানোর চেষ্টা করেছেন। একটি মিছিলে হনুমান সেজে আছেন এক কর্মী।



ডান হাতে ধনুক, বা হাতে প্লাস্টিকের গদা। পায়ে সাদা মোজা এবং গেরুয়া রংয়ের জুতো। হনুমানের পায়ে জুতো!



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সারিতে তিন হেভিওয়েট নেতা। আগরতলা, ৪ জানুয়ারি।। রাজ্য তিনজনের মধ্যে দু'জনই নানা বিধানসভার বিধায়কেরা পেছনের সময় আইন ভঙ্গ করায় দারুণ চোস্ত।

যে মিছিল থেকে ভয়াবহ আক্রমণ ঘটেছিল, সেই মিছিলের নেতৃত্বে ছিলেন এই দু'জন। নিয়মকে তোয়াক্কা করা এনাদের স্বভাব। মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রীর সমাবেশের মাঠেও এনারা তাই করলেন। সরকারি নিয়ম উল্লঙ্ঘন করলেন। প্রশাসন ইতিমধ্যেই নির্দেশ জারি করেছে যে, মুখে মাস্ক না থাকলে ২০০ টাকা করে জরিমানা রাখা হবে। গত ৩১ ডিসেম্বর থেকে নিয়মটি রাজ্যে কার্যকর হয়ে গেছে। মঙ্গলবার স্বামী বিবেকানন্দ

আরেকজন জনাব টিশ্ব রায়! গত

ভিটি বণ্টন!

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, অমরপুর, ৪ জানুয়ারি।। তীর্থমুখের মকর সংক্রান্তি মেলায় মদ, গাঁজা, তির জুয়া তো জলভাতই। চলে আরও নানা বাটপাড়ি ব্যবসা। ধর্মপ্রাণ মানুষ জেনেবুঝেই এর শিকার হন আর ঠকেন। কিন্তু এবারের মেলায় দোকান ভিটি বণ্টন নিয়ে তীব্র অনিয়মের অভিযোগ আগে থেকেই দানা বাঁধতে শুরু করেছে। গত বছরও এই চক্রটিই পেছনের দরজা দিয়ে দোকান ভিটি বল্টন করে কয়েক লক্ষ টাকা কামিয়েছিলো। পুলিশকে বগলদাবা করে এরাই বসিয়ে দিয়েছিলো জুয়ার ঠেক। তীর্থমুখের মেলা উপলক্ষ্যে এই চক্রটি এবারও সক্রিয়। আগামী ৬ জানুয়ারি থেকে সারিতে বসে আছেন। সামনের একজন জনাব রাজীব ভট্টাচার্য! ময়দানের 🛭 এরপর দুইয়ের পাতায় ^{। দোকান} 🕒 এরপর দুইয়ের পাতায়

মঙ্গলবার আগরতলায় প্রধানমন্ত্রীর সভা ঘিরে ছিলো উপচে পড়া ভিড়। An Initiative by Joyjit Saha

শহর থেকে ঘরে

ফির্লেন মানুষ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জানুয়ারি।। নির্বাচনের সময়ে

প্রধানমন্ত্রী যখন আসে রাজ্যে তখন ইচ্ছে থাকলেও দলগত সভায়

যেতে চান না ভিন্ন রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাসী মানুষেরা। কিন্তু দেশের

প্রধানমন্ত্রী যখন আসেন সরকারি কাজে তখন দলমত নির্বিশেষে মানুষের

আকাঙ্কা জাগে এই মুহুর্তে বিশ্বের অন্যতম ক্ষমতাবান পুরুষকে একটু

কাছে গিয়ে দেখার। অন্তত চোখের দৃশ্যমানতা যতদূর যায় সেখান

থেকেও যদি দেখা যায়। আর সে কারণেই নির্বাচনের সময়ে থেকেও

§ 9774414298 / 53 Shishu Uddyan Bipani Bitan A. K. Road Agartala 799001 সতক্রতার্তা 'পারুল' নামের পরে প্রকাশনী দেখে <mark>পারুল প্রকাশনী</mark>-র বই কিনুন!

শুধু গেরুয়া দর্শনে বিশ্বাসী মানুষেরাই যে সেই ভিড়ে পা মিলিয়েছিলেন, তা কিন্তু নয়।এই ভিড়ে ছিলেন বহু বামপন্থী মতাদর্শে বিশ্বাসী মানুষেরাও। ছিলেন গান্ধিবাদে বিশ্বাসে মান্যের দলও। যারা যার যার মতো করে নিজস্ব ভাবনায় এসেছিলেন প্রধানমন্ত্রীর সভায়। কিন্তু বেশিরভাগ মানুষই বলা ভালো যারা একটু দুপুরের দিকে এসেছেন তারা সকলেই বিফল মনোরথে আবার বাড়ির পথ ধরেছেন। কারণ, ততক্ষণে বিবেকানন্দ ময়দানে তিল্পারণেরও জায়গা নেই। জায়গা নেই আকাশবাণী ভবনের সম্মুখভাগ এবং উত্তর গেট, বৌদ্ধ মন্দির সড়কও। অনেকেই ক্ষোভে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি. আগরতলা, ৪ জানুয়ারি।। কলেজে পডলেই বেলেল্লাপনায় মেতে থাকতে হবে এর কোনও যৌক্তিকতা নেই। কলেজে পড়লেই কলেজের ইউনিফর্ম পরে সহপাঠী আর সহপাঠিনী হোটেলে গিয়ে কোমর দুলিয়ে নাচবে, নানা অঙ্গভঙ্গিতে মেতে উঠবে, আবার নিজেরাই ভিডিও করে তা বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে ছড়িয়ে দেবে, এর নাম যদি উচ্চশিক্ষা হয় তবে এই শিক্ষার গুণগতমান কোন্প্রশ্ন থাকবেই। ক্ষুলের গভি জায়গায় গিয়ে ঠেকেছে তা নিয়ে



পেরোলে কিংবা কলেজে পড়লে,

শহরের কোনও রেস্তোরাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বুক ফুলিয়ে নেশা করতে

যুবক/যুবতিদের বিভ্রান্ত করছে বৈকি! সম্প্রতি শহর দক্ষিণাঞ্চলের একটি কলেজের ছাত্রদের একটি গ্রুপ থেকে একটি ৩০ সেকেন্ডের ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। সেই ভিডিওতে দেখা যাচেছ, শহর দক্ষিণাঞ্চলের একটি কলেজের ইউনিফর্ম পরিহিত জোড়ায় জোড়ায় ছাত্রছাত্রীরা একজন আরেকজনকে জড়িয়ে ফেলে একেবারে হিন্দি সিনেমার কায়দায়

এরপর দুইয়ের পাতায়

হবে — এই যদি আধনিকতা হয়

তাহলে সেই আধ্নিকতা

প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানানোর প্রচারসজ্জা

নানা

াপ্পা গানের প্রচ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জানুয়ারি।। শুধুমাত্র সাউন্ড আর লাইট-এর জন্যই আমবাসায় সাংসদ রেবতী মোহন ত্রিপুরা আয়োজিত সাম্প্রতিককালের একটি অনুষ্ঠানে খরচ গেছে প্রায় ১২ লক্ষ টাকা। গত ২৫ এবং ২৬ ডিসেম্বর মুম্বাই থেকে হিন্দি লারে লাপ্পা গান গাওয়ানোর জন্য যে শিল্পীদের আনা হয়েছিল, তাদেরকে দিতে হয়েছে লক্ষ লক্ষ টাকা। মঞ্চসজ্জায় গেছে ৭ থেকে ৮ লক্ষ। অন্য সমস্ত আনুসাঙ্গিক খরচ তো রয়েছেই। শহরের এক সাউন্ড অপারেটারের নেতৃত্বে লক্ষ লক্ষ টাকার অনুষ্ঠানটিতে শুধু শহর জুড়ে প্রচার সজ্জায় খরচ হয়েছে বহু লক্ষ টাকা। মঙ্গলবার দেশের প্রধানমন্ত্রী যখন রাজ্যে, তখন আমবাসার যে অনুষ্ঠানটি থেকে মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকেও রেগে উঠে এসেছিলেন, সেটি পুনরায় ঝামেলা সৃষ্টি করলো। অনুষ্ঠানটির বাহারি প্রচার এখনও শহরের প্রতিটি চৌমুহনিতে। এদিন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শাসক দলের কর্মীরা এসে শহরের প্রতিটি কোণে আমবাসার ওই অনুষ্ঠানের হোর্ডিং দেখে রীতিমত তাজ্জব। প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানিয়ে এদিন যত না সরকারি প্রচারসজ্জা লেগেছে, তার চেয়ে অনেক বেশি সংখ্যক প্রচারসজ্জা শহরের এক সাউন্ড অপারেটার দ্বারা লাগানো আমবাসার অনুষ্ঠানটির প্রচারসজ্জা। শহরজুড়ে



মহোৎসব'র ইয়া বড বড হোর্ডিং, ফ্র্যাক্স। বহু জায়গায় লেগেছিল ব্যানারও। গত ২৫ এবং ২৬ ডিসেম্বর ধলাই

জেলার আমবাসার দশমীঘাট মাঠে অনুষ্ঠিত হয়ে পেরিয়ে গেলেও রাজ্যের পূর্ব ত্রিপুরার সাংসদ রেবতী এনিয়ে বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠতে আরম্ভ করেছে। গেছে এক সুবিশাল লারে লাগ্গা অনুষ্ঠান। দেশের ৭৫ সমাহন ত্রিপুরার ছবি সহ শহরের কয়েক ডজন জায়গায় সম্প্রতি আগরতলা

সাদা হোর্ডিং আর ফ্ল্যাক্সের ছড়াছড়ি। মঙ্গলবার দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি রাজ্য সফরে এসেছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর ছবি সহ গত দু'দিন ধরে শহরের বহু জায়গায় উনাকে স্বাগত জানিয়ে নানা হোর্ডিং এবং ফ্ল্যাক্স লাগানো হয়েছে। রেবতী মোহন ত্রিপুরার ব্যক্তিগত উদ্যোগে আয়োজিত 'আজাদি কা অমৃত মহোৎসব' অনুষ্ঠানটিকে নিয়ে যে হোর্ডিং এখনও শহর জুড়ে রয়েছে, তার প্রত্যেকটিকে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডার ছবি। এদিন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজার হাজার মানুষ যারা স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে এসে জড়ো হয়েছেন, উনাদের অনেকেই রেবতীবাবুর আয়োজিত অনুষ্ঠানের বিজ্ঞাপনী প্রচার দেখে ভিরমি খেয়ে উঠেছেন। অনেকেরই গুলিয়ে গেছে, প্রধানমন্ত্রীর ছবি ব্যবহার করে শহর জুড়ে এত হোর্ডিং এখনও কেন রয়ে গেল? কেন্দ্রীয় ৬টি প্রতিষ্ঠান থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়ে অনুষ্ঠানটি আমবাসায় আয়োজিত হয়েছে। এখনও জ্বল জ্বল করছে 'আজাদি কা অমৃত বছরের স্বাধীনতার নাম করে হিন্দি সিনেমার গানে প্রধানমন্ত্রীর ছবি এবং নাম ব্যবহার করে যে বিজ্ঞাপনী হাজার হাজার যুবরা ওই দু'দিন নেচে আনন্দ উপভোগ প্রচার এখনও শহর জুড়ে শোভা পাচ্ছে, তা প্রধানমন্ত্রীর করেছেন অনুষ্ঠানের। অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর সাতদিন মঙ্গলবারের সফরের আগেই কেন সরানো হলো না,



সোজা সাপ্টা

যদুবংশ

এতদিন বিরোধী দলের নেতা-নেত্রী বা সদস্য-সদস্যা কিংবা সমর্থকদের উপর আক্রমণের খবর ছিল। কিন্তু ইদাণীং দেখা যাচেছ, শাসক দলের শীর্ষস্থানীয় নেতা-নেত্রী বা তাদের বাড়ির লোকজনও আক্রান্ত হচ্ছেন কিংবা লাঞ্ছিত হচ্ছেন। যারা দাবি করেন যে, সরকার বদলে এরাজ্যে আইন-শৃঙ্খলার দারুণ উন্নতি হয়েছে অথচ দেখা যাচ্ছে, খোদ এশহরের বুকেই তাদের ঘরের লোক কিংবা তাদের দলের নেতা-নেত্রীরা আক্রান্ত হচ্ছেন। কেউ রাতে তো কেউ প্রকাশ্যে দিনের বেলায়। যারা ৪৫-৪৬ মাস আগে রাজ্যে পরিবর্তনের যুদ্ধে শামিল ছিলেন এখন নাকি তারাই আক্রান্ত হচ্ছেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, তবে কি এরাজ্যে যদুবংশ ধ্বংসের সময় এসে গেছে ? নিজেরাই কি নিজেদের ধ্বংস করে দেওয়ার কাজে নেমে পড়েছে? অবশ্য এটা ঠিক যে, একটা সরকারের কার্যকাল যত লম্বা হতে থাকে ততই শাসক দলের ভেতর অপরাধী, সমাজদ্রোহীদের ভিড় বৃদ্ধি পায়। আপনাকে তো মানতেই হবে যে, বাম আমলে যারা সমাজদ্রোহী বা অপরাধী ছিল তারা কেউ রাজ্য ছেড়ে যায়নি। আর তারা কেউ উধাও হয়ে যায়নি। বাম আমলে যারা সমাজদ্রোহীর ভূমিকায় ছিল এখন তারাই তো আছে। সুতরাং রাম আমলেও ওই সমস্ত সমাজদ্রোহী জেগে আছে। আগে তারা ছিল বাম ভক্ত, এখন তারা রাম ভক্ত। মানুষ জানে আখাউড়া সীমান্ত, বাধারঘাট রেলস্টেশন, জিরানিয়া রেল ইয়ার্ড বা বাসস্ট্যান্ড, নিপকো সহ শিল্পনগরী কাদের কাদের বা কোন কোন নেতা-নেত্রীর শিষ্যরা দখল করে সন্ত্রাস চালাচ্ছে। আর এরাই যদুবংশ ধ্বংসের কারণ হবে।

প্রধানমন্ত্রীর সাথে মতবিনিময় করে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সুবিধাভোগীগণ আপ্লুত

জানুয়ারি ।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সাথে মোদি মঙ্গলবার আগরতলার স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানের মূল অনুষ্ঠান শুরুর আগে রাজ্যে রূপায়িত বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের সাথে মতবিনিময় করেন। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা-আয়ুষ্মান ভারত, জল জীবন মিশন, দীনদয়াল অস্ত্যোদয় যোজনা-জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশন, পিএম কিষান প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা-গ্রামীণ, প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনা ও সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয়ে উপকৃত হয়েছেন এমন ২৬ জন সুবিধাভোগীর সাথে মতবিনিময় করেন। প্রধানমন্ত্রীর সাথে মতবিনিময় করতে পেরে রাজ্যের বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সুবিধাভোগীগণ অত্যন্ত খুশী।

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ৪ অনেকেই আপ্লত হয়ে পড়েন। এই মতবিনিময় অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা-আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পে উপকৃত রাজ্যের গৌরী রানি দাস, নিশা রানি মজুমদার, সুধন দাস ও শিপ্রা দেবনাথ তাদের অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেন। জল জীবন মিশনে উপকৃত বুধুলক্ষ্মী দেববর্মা, সুচিত্রা দেববর্মা, পায়েল দেববর্মা ও শিল্পী দাস বাড়িতে পানীয় জলের সংযোগ পেয়ে উপকৃত হয়েছেন। তারা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে তাদের খুশির কথা ব্যক্ত করেন ও কৃতজ্ঞতা জানান। অন্ত্যোদয় যোজনা-জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশনে উপকৃত মিষ্ট্র সাহা, বিনতা

প্রধানমন্ত্রীকে কৃতজ্ঞতা জানান। মতবিনিময় অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী কিষান সম্মাননিধি যোজনায় উপকৃত জিতেন দেববর্মা, বিজয় বীন, টুলটুল দেববর্ধন ও রতন চন্দ্র দাস প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সাথে মতবিনিময় করেন। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা-গ্রামীণ প্রকল্পে উপকৃত সন্ধ্যা গৌর, রত্না শীল বিশ্বাস, সুচিত্রা দেববর্মা, মৃদুল সাহা ও চন্দন চক্রবর্তী প্রধানমন্ত্রীর সাথে মতবিনিময় করতে পেরে আপ্লুত। প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনায় উপকৃত পরমানন্দ সেন ও রতন চন্দ্র দাস মতবিনিময় অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীকে তাদের কৃতজ্ঞতা জানান। সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয়ে উপকৃত আব্দুল রহিম, আকবর হোসেন ও বিধান চন্দ্র দাস এই কর্মসূচিতে তারা কিভাবে উপকৃত হয়েছেন তা প্রধানমন্ত্রীর প্রধানমন্ত্রীকে কাছে পেয়ে তারা প্রধানমন্ত্রীকে জানান, তারা কাছে তুলে ধরেন।

তৃণমূল ক্ৰমে একা হচ্ছে গোয়ায়! ভিড় বাড়ছে কংগ্রেসের পাশে

রানি সিংহ, তাপসী দেবনাথ,

মণিকা জমাতিয়া ও আয়েশা বেগম

পানাজি, ৪ জানুয়ারি।। গোয়ায় বিজেপি ও তৃণমূলের মোকাবিলায় এবার কংগ্রেসের পাশে শিবসেনা। দলের সাংসদ সঞ্জয় রাউত গোয়ার বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। সেখানেই মহারাষ্ট্র সরকারে থাকা মহা বিকাশ আঘাধির মতো জোট তৈরির বিষয়েও আলোচনা হয়েছে বলে সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন সঞ্জয় রাউত। টুইটে সঞ্য় রাউত বলেছেন, গোয়ায় আগামী বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে কংগ্রেসের দীনেশ গুণ্ডুরাও, দীগম্বর কামাত এবং গিরিশ চোদানকারের সঙ্গে শিবসেনার জীবন কামাত এবং জীতেশ কামাতের বৈঠক হয়েছে। মহারাষ্ট্রের মহা বিকাশ আঘাধির মতোই গোয়াতেও এমন জোট তৈরি করা যায় কিনা সেই বিষয়টি আলোচনায় উঠে এসেছে বলে জানিয়েছেন তিনি। ওই বৈঠকে তিনি নিজেও উপস্থিত ছিলেন। মহারাষ্ট্রে মহা বিকাশ আঘাধির

বিরোধিতা থাকলেও আপাতদৃষ্টিতে তা প্রকাশ্যে আসেনি। তিনটি দলই মনে করে তারা সফলভাবেই সরকার পরিচালনা করেছেন। সেই একই মতের শরিক শিবসেনা চাইছে মহারাষ্ট্রের মতো সফল জোটের ফর্মুলা গোয়াতেও প্রয়োগ করা হোক। যা নিয়ে শিবসেনা সাংসদ সঞ্জয় রাউত ইতিমধ্যেই কংগ্রেস শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। বর্তমানে তিনি গোয়া সফরে রয়েছেন। গোয়ায় সাংবাদিকদের সঞ্জয় রাউত জানিয়েছেন, শিবসেনা গোয়ায় বেশ কয়েকটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। সেই কারণে জোট করে লডাই করতে চায় তারা। কংগ্রেস নেতাদের পাশাপাশি তিনি এনসিপি নেতাদের সঙ্গেও আলোচনা করবেন বলে জানিয়েছেন। সেখানে আসন সমঝোতার বিষয়টি নিয়ে কথা হবে। গোয়ায় বিধানসভা নির্বাচনের আগে নতুন জোট গড়ে জোটের তিন বড় দলের মধ্যে তোলার ব্যাপারেও তিনি

আশাবাদী বলে জানিয়েছেন সঞ্জয় রাউত। গোয়ায় নির্বাচনি লড়াইয়ে ঝাঁপিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। এখনও পর্যন্ত কোনও প্রাক ভোট সমীক্ষায় তৃণমূলের প্রভাব ফেলার কোনও সম্ভাবনা দেখতে পায়নি বিভিন্ন সমীক্ষাকারী সংস্থা।আপ জানিয়েছে, তারা গোয়ায় তৃণমূলের সঙ্গে কোনও জোট করবে না। অন্যদিকে এখনও পর্যন্ত এমজিপিকে পাশে পেয়েছে তৃণমূল। এছাড়া, এনসিপি এবং কংগ্রেসকে ভাঙিয়ে দল ভারী করেছে কংগ্রেস। যদিও লাভু মামলেদারের মতো একাধিক নেতা আবার তৃণমূলের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেওয়ার অভিযোগ করে দল ছাডার কথা জানিয়েছেন। সেই পরিস্থিতিতে গোয়ায় শিবসেনার জোট গঠনের উদ্যোগ যথেষ্টই তাৎপর্যপূর্ণ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুম্বই সফরের পরে এনসিপি এবং শিবসেনা যেমন জানিয়েছিল তারা মহারাষ্ট্রে তৃণমূলকে জমি ছাড়বে না, এবার গোয়ায় তৃণমূলের জমি পাওয়ার আগেই কার্যত সেই পরিস্থিতি তৈরি হতে যাচেছ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ।

১২ লাখের মধ্যে মাত্র ৩ জন কোভিড আক্রান্ত, গোটা শহর লকডাউন করল চিন

বেজিং, ৪ জানুয়ারি।। এযেন ঠগ বাছতে গাঁ উজাড়! শুরুটা সেদেশেই হয়েছিল। এবার সেই সংক্রমণকে নিমূলি করতে একেবারে উঠে-পড়ে লেগেছে চিন। একের পর এক শহরে লকডাউন করছে। সংক্রমণ একটু বাড়লেই স্থানীয় প্রশাসনের কর্তাদের বহিষ্কার করা হচ্ছে। এবার কোভিড ঠেকাতে আরও চরম এক পদক্ষেপ নিল চিনের প্রশাসন। একটি শহরে মাত্র তিন জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। তাও কারও কোনও উপসর্গ নেই। এজন্য আস্ত একটা শহরই

লকডাউন করে দেওয়া হল মঙ্গলবার থেকে। চিনের হেনান প্রদেশের ইউঝৌ শহর। সেখানে লোকসংখ্যা ১১ লক্ষ ৭০ হাজার। মাত্র তিন জনের কোভিড ধরা পড়েছে। তাই সোমবার রাতেই প্রশাসন জানিয়ে দিয়েছে, মঙ্গলবার থেকে সেই শহরে কেউ বাড়ির বাইরে পা রাখবে না। ইতিমধ্যেই সেখানে বাস, ট্যাক্সি পরিষেবা বন্ধ রাখা হয়েছে। শপিং মল, মিউজিয়াম, পর্যটন কেন্দ্র আগেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। আবাসনের দরজায় তালা ঝোলানো হয়েছিল। এবার নাগরিকদের বাড়ি থেকে বেরোতে বারণ করা হল। গত কয়েক সপ্তাহ ধরেই কোভিড ঠেকাতে কড়া বিধি জারি করেছে চিন। আন্তর্জাতিক সীমান্ত বন্ধ রাখা হয়েছে। কারণ এক মাস পরেই সেদেশে শীতকালীন অলিম্পিক। সেদিকে নজর রেখেই এত কড়াকড়ি। তাও লাভ খুব একটা হল না। মঙ্গলবার চিনে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ১৭৫ জন। তাঁদের মধ্যে পাঁচ জন হেনান প্রদেশে। পৃথিবীর অন্য দেশের তুলনায় নগণ্য। কিন্তু তবু এক দিনে এত জন শেষবার চিনে সংক্রামিত হয়েছিল ২০২০ সালের মার্চে।

কোভিডে আক্রান্ত দিল্লির মুখ্যমন্ত্ৰী

কেজরিওয়াল

নয়াদিল্লি, ৪ জানুয়ারি।। কোভিডে

আক্রান্ত দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। তাঁর দেহে কোভিডের মৃদু উপসর্গ ধরা পড়েছে। মঙ্গলবার সকালে টুইট করে নিজেই এ কথা জানিয়েছেন। কেজরিওয়াল লিখেছেন, 'আমি কোভিড পজিটিভ। মৃদু উপসর্গ রয়েছে। বাড়িতেই নিভূতবাসে রয়েছি। যাঁরা আমার সংস্পর্শে এসেছিলেন তাঁদের কাছে অনুরোধ, কোভিড পরীক্ষা করিয়ে নিন। নিভৃতবাসে থাকুন।' দিল্লিতে কোভিড সংক্রমণ লাফিয়ে বাড়ছে। পাল্লা দিয়ে বাডছে ওমিক্রন আক্রান্তের সংখ্যাও। সংক্রমণের পরিস্থিতি দেখে রবিবারই কেজরিওয়াল দিল্লিবাসীকে উদিগ্ন হতে বারণ করেছেন। মঙ্গলবার রাজধানীর কোভিড পরিস্থিতি নিয়ে বিপর্যয় মোকাবিলা কমিটি একটি পর্যালোচনা বৈঠক করবে বলে সূত্রের খবর। সোমবার দিল্লিতে কোভিড সংক্রমণের হার বা পজিটিভিটি রেটে ছিল ৬.৪৬ শতাংশ। প্রশাসন সূত্রে খবর, যদি সংক্রমণের হার লাগাতার দু'দিনের বেশি ৫ শতাংশের উপরে থাকে, তা হলে সরকার চুড়ান্ত সতর্কতা এবং কঠোর বিধিনিষেধ জারি করতে পারে। বর্তমানে রাজধানীতে হলুদ সতর্কতা বহাল রয়েছে। ওমিক্রনের জেরে দিল্লিতে সংক্রমণের ছবিটা আমুল বদলে গিয়েছে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী সত্যেন্দ্র জৈন জানিয়েছেন, জিন পরীক্ষার জন্য যে নমুনা পাঠানো হয়েছিল, তার মধ্যে ৮১ শতাংশের ওমিক্রন ধরা পড়েছে। সোমবার দিল্লিতে নতুন করে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ৪ হাজার ১৯ জন। রাজধানীর সংক্রমণ ঠেকাতে কী কী পদক্ষেপ করা উচিত, তা স্থির করতে মঙ্গলবার জেলা বিপর্যয় মোকাবিলা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন লেফটেন্যান্ট গভর্ন অনিল বাইজাল। এরই মধ্যে খবর এল, মুখ্যমন্ত্ৰী স্বয়ং কোভিড আক্ৰান্ত।

উল্টো পথে

নয়াদিল্লি, ৪ জানুয়ারি।। করোনা আবহের মধ্যেই দিল্লিতে পুরোদমে শুরু হচেছ মেট্রো এবং বাস পরি সেবা। মঙ্গলবার দিল্লির উপমুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসৌদিয়া এই ঘোষণা করে বলেন, "সপ্তাহের পাঁচটি কাজের দিনে ১০০ শতাংশ যাত্রী নিয়েই মেট্রো এবং বাস চলচল করবে।" তবে রাতের কার্ফু এবং শনি ও রবিবার দিল্লিতে কড়া কোভিডবিধি চালু থাকবে বলে জানিয়েছে সিসৌদিয়া। সাম্থিকভাবে গোটা দেশের পাশাপাশি দিল্লিতেও উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে কোভিড-১৯ সংক্রমণ। গত ২৪ ঘণ্টায় সেখানে নতুন আক্রান্তের সংখ্যা ৫,৪৮১। সংক্রমণের হার (পজিটিভিটি রেট) প্রায় সাড়ে ৮ শতাংশ। আক্রান্তদের মধ্যে ৩৮২ জনের শরীরে জিন বিন্যাস পরীক্ষায় ওমিক্রনের খোঁজ মিলেছে। এ পর্যন্ত দেশে ওমিক্রন সংক্রমণের নিরিখে মহারাষ্ট্রের পরেই রয়েছে দিল্লি। করোনা আক্রান্তদের মধ্যে রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালও। এই পরিস্থিতিতে পুরোদমে দিল্লি মেট্রো এবং বাস পরিষেবা চালু নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। তবে মঙ্গলবার বিশেষজ্ঞ কমিটির বৈঠকের পরে সিসৌদিয়ার দাবি, ৫০ শতাংশ যাত্রী নিয়ে যানবাহন পরিষেবা চালানো বাস্তব ক্ষেত্রে অসুবিধার। মেট্রো বা বাসের সংখ্যা কমালে তাতে ভিড় আরও বাড়ে। সংক্রমণ ছড়ানোর সম্ভাবনা বাড়ে। প্রসঙ্গত, দিল্লির স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী সত্যেন্দ্ৰ জৈন আগেই বলেছিলেন জানুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যেই দিল্লিতে কোভিড আক্রান্তের সংখ্যা সর্বোচ্চ হতে পারে। পাশাপাশি জানিয়েছেন, মাস্ক পরার বিষয়টি বাধ্যতামূলক থাকবে। মেট্রোতে থাকবে হ্যান্ড স্যানিটাইজারের বন্দোবস্তও। পাশাপাশি তিনি বলেন, "দিল্লির সরকারি কর্মী এবং অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবায় নিযুক্ত ব্যক্তিরা ছাড়া অন্যদের বাড়ি থেকে কাজ করার পরামশ দিচেছ কেজরিওয়াল বেসর কারি সরকার। অফিসগুলিকে ৫০ শতাংশ কর্মী

নিয়ে কাজ করতে হবে।"

ডিওয়াইএফআই'র ডেপুটেশন

হবে বলে আশা করেছিলেন নগর এলাকার বাসিন্দারা কিন্তু কাকষ্য পরিবেদনা অবশেষে প্রধান বিরোধী দল সিপিআই(এম)'র যুব সংগঠন ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন মাঠে নামলো। মঙ্গলবার দুপরে ডিওয়াইএফআই'র পানিসাগর অঞ্চল কমিটির ৫ সদস্যক এক প্রতিনিধিদল ৩ দফা দাবির ভিত্তিতে পানিসাগর থানার ওসি বরাবর ডেপুটেশন প্রদান করেছে বলে জানা গিয়েছে। দাবিগুলি হচ্ছে— পানিসাগর নগর এলাকার রেগুলেটেড মার্কেট, ব্লক রোড (ট্রাফিক পয়েন্টের সন্নিকটে) সহ নতুন বাজার রোডের আশেপাশে অবৈধ মদের দোকানগুলি বন্ধ করে স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে আরক্ষা দফতরকে যথোপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। নগর এলাকায় ক্রমবর্ধমান চুরি-চামারি বন্ধে পুলিশকে রাত্রিকালিন টহলদারি জারি রাখতে হবে। জাতীয় সড়কের উপর দাঁড়িয়ে থাকা পণ্যবাহী গাড়িগুলির কারণে পথ চলতি মানুষ ও ছাত্রছাত্রীদের চলাফেরায় নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। অবিলম্বে এসব পণ্যবাহী ট্রাকগুলিকে নির্দিষ্ট পার্কিং জোনে স্থানান্তরের যথোপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। আলোচনা চলাকালে পানিসাগর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের আশ্বাস দেন প্রতিনিধি দলকে। আজকের ডেপুটেশনের নেতৃত্বে ছিলেন নির্মলেন্দু দাস (অঞ্চল সম্পাদক) বিমলেন্দু দাস, জয় দেবনাথ, প্রদীপ কুমার দাস এবং করণী মণি দাস প্রমুখ।

টাটার কিটকে ছাড়পত্র দিলো আইসিএমআর

 ছয়ের পাতার পর

ফিশার'-এর পাশাপাশি দেশীয় কিট 'ওমিসিওর'-ও ব্যবহার হবে। দেশে জিন পরীক্ষার বিষয়টি পুরোপুরিভাবে কেন্দ্র নিয়ন্ত্রিত। বাংলায় কেউ ওমিক্রন আক্রান্ত হয়েছেন কি না জানতে, তাঁর নমুনা পাঠাতে হয় কল্যাণীর পরীক্ষাগারে। কিন্তু টাটার কিট আইসিএমআর-এর ছাড়পত্র পাওয়ার পর সেই সমস্যা খানিক কাটিয়ে ওঠা যাবে বলে মনে করছেন চিকিৎসকদের একটি অংশ। জরুরি পরিস্থিতিতে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের কাজেও সুবিধা হবে বলে মনে করছেন তাঁরা।

সীমান্ত বন্ধের চিন্তা বাংলাদেশের

• **ছয়ের পাতার পর** আমি বলবো — বিদেশ মন্ত্রকের কোনো আধিকারিকের বিরুদ্ধে যদি দুর্নীতির প্রমাণ হয় আমরা তাদের স্ট্রেইট বের করে দেব। এখানে দুর্নীতিবাজদের কোনো স্থান হবে না।

রাজ্যে একদিনে করোনা আক্রান্ত ৪৮

 তিনের পাতার পর কোথায় গিয়ে দাঁডায় তা ভবিষ্যৎ বলবে। পঞ্চায়েতরাজ ট্রেনিং ইনস্টিটিউশনে ১৭ জন কোভিড পজিটিভ রাখা হয়েছে। তারা যাত্রী হিসেবে আগরতলায় এসেছেন। পুরুষ ১০ জন, মহিলা ৭ জন, মোট ১৭ জন। তার মধ্যে পশ্চিম ত্রিপুরা থেকে ২ জন, খোয়াই থেকে ১ জন, গোমতী জেলা থেকে ৩ জন, দক্ষিণ ত্রিপুরা থেকে ১ জন এবং রাজ্যের বাইরে থেকে আছেন ৯ জন। ১ জন দেশের বাইরে থেকেও আছেন।

ভরসা এবার বিবেকানন্দ বিচার মঞ্চ

 তিনের পাতার পর

এটাকে কার্যনির্বাহী কমিটিতে পাশ করিয়ে নিতে আর এটা করতে পারলেই সমগ্র শিক্ষায় অশিক্ষক কর্মচারীরা বেতন বঞ্চনার শিকার হয়ে যাবেন। জানা গেছে, বাম আমলে সমগ্র শিক্ষার শিক্ষকরা টানা আন্দোলন করে সিনিয়রিটি এবং জুনিয়রিটি মেনে বেতনের বিষয়টি আদায় করতে পেরেছিলেন। তাদের লক্ষ্য ছিলো আগামীদিনে যদি চাকরি নিয়মিতকরণ হয় তাহলে যেন তাদের বেতন ভাতায় কোনও বৈষম্যের সষ্টি না হয়। কিন্তু এবার ফিনান্স কন্ট্রোলারের দৌলতে সেটাও শেষ হতে যাচ্ছে। হাইকোর্টের রায়ে সর্বশিক্ষার শিক্ষকদের চাকরি জীবনে যে সোনালী রোদের আভা দেখা গিয়েছিলো রাজ্য সরকার কায়দা করে প্রকল্প ঘোষণা করে সেই সমস্ত সোনালী সম্ভাবনায় কার্যত জল ঢেলে দেয়।

রাহুল-মায়াঙ্কের উইকেট খুইয়ে চাপে ভারত

 সাতের পাতার পর
 উঠেছে। ফলে ১০০ গণ্ডি পেরনোর আগেই ভারত দুই উইকেট খোয়ানোয় যে রাহুল দ্রাবিড়ের কপালের ভাঁজ গভীর হল, তা বলাই বাহুল্য। এবার হনুমা বিহারী, পন্থ, অশ্বিনরা ক্রিজে টিকতে না পারলে ওয়ান্ডারার্সে দক্ষিণ আফ্রিকার পাল্লা ভারী হয়ে যেতেই পারে।

একের পর এক উইকেট তুলে নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটিং লাইন আপে ধস নামিয়েছিলেন শার্দুল ঠাকুর। জোহানেসবার্গে প্রথমবার টেস্টে পাঁচ উইকেট তুলে নেওয়ার নজির গড়েন তিনি। দলে সুযোগ পেয়েই তার সদ্ব্যবহার করেন তিনি। অধিনায়ক এলগার, পিটারসেন, ডুসেন, কেইল ভেরিনে, বাভুমা, জ্যানসেন এবং এনগিডির উইকেট তুলে নেন শার্দুল। তাঁর বিধ্বংসী বোলিংয়ের সামনে ঢাল হয়ে দাঁড়াতে পারেননি কোনও ব্যাটার। জোড়া উইকেট নেন মহম্মদ শামি। আর তাতে ভারতের প্রথম ইনিংসের ২০২ রানের গণ্ডি টপকে। গেলেও খুব বেশি দুর এগোতে পারেনি হোম ফেভারিটরা। ২৭ রানে এগিয়ে থাকতেই শেষ হন ইনিংস। কিন্তু ছেড়ে কথা বলছেন না প্রোটিয়া বোলাররাও। তাই এই ম্যাচ কোন দিকে গড়ায়, সেটাই বড় প্রশ্ন।

লারেলাপ্পা গানের প্রচারে

 প্রথম পাতার পর পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার একটি সরকারি জমি দখলদারদের কাছ থেকে 'ছিনিয়ে' নিয়ে দারুণ সাহসের পরিচয় দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর প্রশংসাও কুড়িয়েছেন। কিন্তু এই মেয়র-ই প্রধানমন্ত্রীর সফরের আগে শহর জুড়ে শতাধিক, তারিখ পেরিয়ে যাওয়া অনুষ্ঠানের হোর্ডিংগুলো খোলাতে পারেনি। দেশের প্রধানমন্ত্রীর ছবি সহ বহু হোর্ডিং শহরে ঝুলছে, যার অনুষ্ঠান তারিখ পেরিয়ে গেছে। একজন কাউন্সিলারের চোখেও এসব পড়ে না? আগরতলা পুর নিগমের প্রধান কার্যালয় থেকে বেরোলেই আইজিএম হাসপাতালের দেওয়াল জুড়ে, এমনকি সিটি সেন্টারের দেওয়ালেও লাগানো রয়েছে 'আজাদি কা অমৃত মহোৎসব'র তারিখ পেরিয়ে যাওয়া অনুষ্ঠানের প্রচারসজ্জা। এদিন হাজারো মানুষ এসবে বিভ্রান্ত হয়েছেন। অনেকে মিছিল থেকে বলেছেন, আবার একটা অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী আসবেন। ইংরেজি পড়তে পারেন না এমন কেউ কেউ বলেছেন, সাংসদ রেবতী মোহন ত্রিপরার ছবি দিয়ে তিনি নিজে প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানিয়ে হোর্ডিংগুলে লাগিয়েছেন। শহরের প্রতিটি কোণে আমবাসার ওই অনুষ্ঠানটির প্রচারসজ্জা ইংরেজিতে লেখা। এদিন অনায়াসেই শহরটিকে বেআইনি হোর্ডিং মুক্ত করা যেত। তাতে দেশের প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানিয়ে যে হোর্ডিংগুলো লাগানো হয়েছে. সেগুলো আরও প্রাধান্য পেতো।

শহর থেকে ঘরে ফিরলেন মানুষ

 প্রথম পাতার পর এসেও দেশের প্রধানমন্ত্রীকে একটু দেখার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারেননি তারা। এদিন সকালবেলা থেকেই দুরদুরান্তের গাড়ি এসে জমতে শুরু করেছে আগরতলার বিভিন্ন পার্কিং জোনে। সকাল আটটা থেকেই তিল তিল করে মান্য ঢকছে বিবেকানন্দ ময়দানে। ফলে বারোটার পর থেকে যারা শহরে ঢ়কেছেন তারা কেউ মাঠের কাছাকাছিই আসতে পারেননি। তাদের অভিযোগ, জেনেবঝে বিবেকানন্দ ময়দানে প্রধানমন্ত্রীর সভা করা হলেও কোনু অনিশ্চয়তা থেকে এমনিতেই আসাম রাইফেলস ময়দানের চেয়ে কয়েক গুণ ছোট বিবেকানন্দ ময়দান। তার উপর আবার প্রধানমন্ত্রীর জন্য মঞ্চ তৈরি করা হলো মূল মঞ্চ থেকে অনেকটা এগিয়ে। এতে করে বিবেকানন্দ ময়দানের প্রায় অর্ধেক জায়গা পেলো জনসভা। সাধারণত সভায় লোক সমাগম নিয়ে কোনও ধরনের সংশয় থাকলে রাজনৈতিক দলগুলো সভা মঞ্চ এগিয়ে নিয়ে আসে, এটাই বিগত দিনের পরম্পরা। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর সভা কোন যক্তিতে এগিয়ে এনেছে রাজ্য প্রশাসন তা নিয়ে কোনও মহলেই কোনও ব্যাখ্যা নেই। কারণ প্রধানমন্ত্রীর সভায় উপচে পড়বে ভিড়, এটা জানাই ছিলো। তার পরেও আয়োজকদের কাছে কোনু আতঙ্ক ছিলো, কেনই বা মঞ্চ এগিয়ে আনা হলো এর উত্তর একমাত্র তারাই দিতে পারেন যারা এই কাজের সঙ্গে যুক্ত। অনেকেরই বক্তব্য, আগে যখন রেলের নাম-গন্ধও ছিলো না, তখনও প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন ইন্দিরা গান্ধি কিংবা রাজীব গান্ধির সভা হয়েছে আসাম রাইফেলস ময়দানে। এবারও প্রধানমন্ত্রীর সফরের জন্য আসাম রাইফেল মাঠ চাইলে পাওয়া যাবে না, এটা শুনলে ঘোড়াও হাসবে। প্রধানমন্ত্রীর সভা যদি আসাম রাইফেলস ময়দানে করা হতো, তাহলে আশা অপূর্ণ রেখে যেসব মানুষেরা এদিন বহু দুর থেকে এসে ফিরে গিয়েছেন, তারা ফিরে না গিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে দেখতে পারতেন, অন্তত মাঠ থেকেই। কিন্তু ঠিক কি কারণে আসাম রাইফেলস মাঠকে নিতে চাইলো না রাজ্য প্রশাসন তা নিয়ে নানা জনের নানা মত রয়েছে। নিদেনপক্ষে বাধারঘাটের দশরথ দেব স্টেডিয়ামও যদি নেওয়া হতো তাহলে এর চেয়ে দ্বিগুণ লোক জায়গা দেওয়া যেতো বলে অনেকেরই অনুমান। কিন্তু সেই মাঠও নেওয়া হয়নি। তবে কি কারণে বিবেকানন্দ ময়দান নেওয়া হয়েছে এবং কি কারণেই বা মূল মঞ্চ থেকে অনেকটা এগিয়ে প্রায় অর্ধেক করে ফেলে মঞ্চের তা নিয়েও নানা জল্পনার সৃষ্টি হয়েছে। এমন বহু মানুষ ফিরে গিয়েছেন যারা হয়তো আর কোনওদিনই প্রধানমন্ত্রীকে দেখার মতো সুযোগ পাবেন না। তাদের ইচ্ছা অপূর্ণ রেখেই ফিরে গিয়েছেন বাড়ি।

আশীর্বাণীতে মোদিপ্লাবিত আগরতলা

• প্রথম পাতার পর সৌন্দর্য সম্পর্কে একটা ধারণা তারা বিমান থেকে নেমেই পেয়ে যাবেন। যখন সব গরিবের কাছে বিমা সুরক্ষা থাকবে, পড়ার সুযোগ থাকবে, কৃষকের কাছে কেসিসি থাকবে তখন গরিবদের আত্মবিশ্বাস বাড়বে। গরিব অংশের মানুষের এই আত্মবিশ্বাসই হচ্ছে একটি রাজ্যের সমৃদ্ধির মূল ভিত্তি। তিনি বলেন,রাজ্যের বর্তমান সরকার গরিবদের দুঃখ বুঝে এবং তাদের প্রতি সংবেদনশীল। নতুন বছরের শুরুতেই ত্রিপুরার জনগণ তিনটি বড় বিষয় উপহার হিসেবে পেয়েছেন। একুশ শতকের ভারত সবাইকে সাথে নিয়ে সবার বিকাশের লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছে। অসামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশে ইতি টেনে সবার বিকাশের লক্ষ্যে কাজ চলছে। ত্রিপুরার উন্নয়ন নিয়ে এক সময়ে পূর্বতন সরকারগুলির সদিচ্ছা ছিলো না। গরিবি ও অনুন্নয়ন ত্রিপুরার নামের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে ছিলো। তিনি বলেন, একুশ শতকের ভারতকে আরও আধুনিক করে তুলতে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। নতুন শিক্ষানীতি চালু করা হচ্ছে। করোনা অতিমারী পর্বের দরুণ যাতে শিক্ষার্থীদের বিশেষ ক্ষতি না হয় সেদিকে নজর দেওয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যেই ১৫ থেকে ১৮ বছর বয়সীদের জন্য কোভিডের টিকা দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। টিকা নেওয়া থাকলে তারা আত্মবিশ্বাস নিয়ে লেখাপড়া চালিয়ে যেতে পারবে। প্রধানমন্ত্রী কোভিডের টিকাকরণের ক্ষেত্রে ত্রিপুরা দারুণ কাজ করেছে বলে রাজ্য সরকারের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন ১৫ থেকে ১৮ বছর বয়সীদের টিকাকরণের ক্ষেত্রেও ত্রিপুরা সফলতা দেখাবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, গ্রাম ও শহর উভয় অংশের বিকাশের লক্ষ্যে কাজ করা হচ্ছে। রাজ্যের বাঁশজাত সামগ্রীর প্রশংসা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই সমস্ত সামগ্রীর জন্য দেশে বড় বড় বাজার গড়ে উঠছে। অর্গানিক ফার্মিং নিয়েও ত্রিপুরায় দারুণ কাজ হচ্ছে বলে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের উৎপাদিত আদা, হলুদ, মরিচের জন্যও বাজার গড়ে তোলা হচ্ছে। আগরতলা থেকে দিল্লিতে অনেক কম ভাড়ায় জিনিস পৌঁছে যাচ্ছে। উন্নয়নের প্রতিটি ক্ষেত্রে ছাপ রাখার যে উদ্যোগ ত্রিপুরা নিয়েছে তা বজায় রেখে আরও অনেক উৎসাহ নিয়ে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান করেন। তিনি বলেন, ত্রিপুরার মানুষের আস্থা ও ভালোবাসার বিনিময়ে ডাবল ইঞ্জিনের, ডাবল বিকাশ হিসেবে ফিরিয়ে দিতে চান। এদিনের বক্তব্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার ও মুখ্যমন্ত্রীর কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেন প্রধানমন্ত্রী।

কোভিডের কবলে লক্ষ্মীরতন শুক্লা

• সাতের পাতার পর বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধায়ের শরীরে থাবা বসিয়েছিল করোনার ডেল্টা প্লাস স্ট্রেন। দিন তিনেক তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। পরে বাডি ফিরে আইসোলেশনে রয়েছেন। রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসও কোভিড আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। হাসপাতাল থেকে এদিনই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে

ভিটি বণ্টন!

 প্রথম পাতার পর ভিটির দরখাস্ত জমা রাখার কথা থাকলেও এর আগেই পেছনের দরজা দিয়ে একেবারে সামনের দিকের স্টলগুলো বন্টনের নামের তালিকা সুসম্পন্ন হয়ে গিয়েছে বলেই খবর। শুধু নামকাওয়াস্তে এদেরকে রাখা হবে সবার সঙ্গে। সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে আগে এলে আগে পাওয়া যাবে ভিত্তিতে স্টল বণ্টন করা হবে। তথ্যভিজ্ঞ মহল বলছে, এখানেই মূল ফাঁক রেখে দিয়েছে মেলা কমিটি। জানা গেছে, মেলা কমিটির এক সিনিয়র সদস্য গৌরাঙ্গবাবু যাবতীয় দু'নম্বরী কর্মকাণ্ডের নায়ক। মূলত তাকে ভাড়া করেই ও তাকে হাতিয়ার করেই দুর্নীতিবাজেরা ভিটি বণ্টনের মাধ্যমে গত বছরও টাকা কমিয়েছেন। এবছরও টাকা কামানোর ধান্দায় নেমে গেছেন বলে জানা গেছে। বিষয়ট জানাজানি হতেই সাধারণ ব্যবসায়ীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ দেখা দিয়েছে।

ছাত্রছাত্রীরা

 প্রথম পাতার পর অঙ্গভঙ্গি করে নাচছে। ভিডিও দেখলে মনে হতেই পারে হিন্দি কোনও উত্তেজক ছায়াছবির দৃশ্য। কলেজের ইউনিফর্ম পরে শহরের অভিজাত কোনও এক হোটেলে ছাত্রছাত্রীরা যখন নিজেদের মধ্যে অন্তরঙ্গ নাচনকোঁদনে ব্যস্ত, তখন তাদেরই কোনও সহপাঠী বন্ধু এর ভিডিও দৃশ্য ধারণ করেছে আর তা নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে প্রচার করে দিয়েছে। যা এখন আর নিজেদের বন্ধু মহলেই আবদ্ধ নেই, তা এখন সামাজিক মাধ্যমে হাজার লক্ষ মানুষের দৃষ্টিগোচর। এটাই যদি উচ্চশিক্ষার মর্মার্থ হয় তাহলে আগামীদিনে এদের জীবনশৈলী কিংবা শালীনতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে বাধ্য। কারণ, ছাত্রাবস্থায় কলেজের ইউনিফর্ম পরিহিত হয়ে সহপাঠী কিংবা সহপাঠিনীর সঙ্গে এমন অন্তরঙ্গভাবে নাচনকোদন নিশ্চিতভাবেই যথার্থ শিক্ষাকে মান্যতা দেয় না। বরং (तरनङ्गा थनारक है अपर र्थ জাহির করে।

রাজীব, টিঙ্কু

 প্রথম পাতার পর মূল মঞ্জে দেশের প্রধানমন্ত্রী সহ অন্যান্য অতিথিরা সারাক্ষণ মাস্ক পরে থাকলেও, এদিন রাজীব এবং টিঙ্কুবাবুরা মাস্ক পরার প্রয়োজন বোধ করেননি। প্রধানমন্ত্রীর সামনে সরকারি নিয়ম উল্লঙ্ঘন করে পায়ের উপর পা তুলে শ্রী মোদির ভাষণ শুনেছেন এনারা। মঞ্চে দেশের প্রধানমন্ত্রী মাক্ষ পরে বসে থাকলেও, মঞ্চের নিচে রাজ্য শাসক দলের সহ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য, সাধারণ সম্পাদক টিঙ্কু রায় এবং বিজেপির উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সংগঠন মন্ত্রী ফণীন্দ্র নাথ শর্মার মাস্ক না পরে থাকার বিষয়টি এদিন সংশ্লিষ্ট মহলে ব্যাপক নিন্দিত হয়েছে। অথচ উনাদের ঠিক পেছনেই বিধায়ক ডা. দিলীপ দাস মাস্ক পরে বসেছিলেন। এমনকি এই তিনজনের হাতে বা জ্যাকেটের পকেটেও মাস্ক দেখা যায়নি। এই না হলে নেতা! রাজীব এবং টিঙ্কুবাবুর পেছনের সারিতে বসেছিলেন নলছড়ের বিধায়ক সুভাষ দাস, কল্যাণপুরের বিধায়ক পিনাকি দাস চৌধুরী এবং পানিসাগরের বিধায়ক বিনয় ভূষণ দাস। তারও পেছনের সারিতে ছিলেন ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান তথা বিজিত বিজেপি প্রার্থী বাহারুল ইসলাম মজুমদার এবং ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ও রাজ্য বিজেপির মুখপাতা সূৱত চক্ৰবতী। যত জনের নাম উল্লেখিত হলো, কারোর মুখেই মাস্ক ছিল না মাঠ চত্বরে। সামনে রাজীব আর টিঙ্কুবাবু আছেন বলে ভরসা!

সবার বিকাশের লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছে: প্রধান

জানয়ারি ।। কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় জায়গাতেই যখন উন্নয়নমুখী সরকার থাকে তখন উন্নয়নমূলক কাজ দ্রুত হয়।এক্ষেত্রে ডাবল ইঞ্জিন সরকারের কোনও বিকল্প নেই। ডাবল ইঞ্জিন মানে সেবা, সমৃদ্ধি, সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া। মঙ্গলবার স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে মহারাজা সমন্বিত টার্মিনাল ভবনের উদ্বোধন পেয়েছেন তাদের মধ্যে খুশির সীমা বিদ্যালয় ও মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরা গ্রাম সমৃদ্ধি যোজনার আনুষ্ঠানিক সূচনা করে এক সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি শুরুতেই ত্রিপুরার জনগণ মাতা ত্রিপুরাসুন্দরীর আশীর্বাদ হিসেবে তিনটি বড় বিষয় উপহার হিসেবে পেয়েছেন। একুশ শতকের ভারত সবাইকে সাথে নিয়ে সবার বিকাশের লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, সমগ্র দেশ সামনের দিকে এগিয়ে যাবে, অথচ কিছু রাজ্য পিছিয়ে থাকবে এটা বেমানান। এই অসামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশ দেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে মানানসই নয়। ত্রিপরার মান্য কয়েক দশক ধরে এই চিত্রই দেখেছেন। ত্রিপুরার উন্নয়ন

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ৪ আগরতলা- আখাউড়া রেললাইনের রাজ্যের বাঁশজাত সামগ্রীর প্রশংসা কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের উন্নয়ন কর্মযজ্ঞেও সম্ভোষ ব্যক্ত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, যখন গরিবের মাথার উপর ছাদ থাকবে, সবার বাড়িতে পানীয় জলের সংযোগ থাকবে তখন খুশির সীমা থাকবে না। এই লক্ষ্যে কাজ হচ্ছে। উন্নয়নের এই বীরবিক্রম বিমানবন্দরের নতুন সমস্ত সুফল ইতিমধ্যেই যারা এবং মিশন ১০০ বিদ্যাজ্যোতি নেই। বিভিন্ন প্রকল্পের বেনিফিসিয়ারিরা তাদের সস্তুষ্টির কথা অকপটে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, যখন সব গরিবের কাছে বিমা সুরক্ষা থাকবে, পড়ার একথা বলেন। তিনি বলেন, বছরের সুযোগ থাকবে, কৃষকের কাছে কেসিসি থাকবে তখন গরিবদের আত্মবিশ্বাস বাডবে। গরিব অংশের মানুষের এই আত্মবিশ্বাসই হচ্ছে একটি রাজ্যের সমদ্ধির মল ভিত্তি। তিনি বলেন, আমি খুশি ত্রিপুরা এই লক্ষ্যে যথাযথ পদক্ষেপ নিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের বর্তমান সরকার গরিবদের দুঃখ বুঝে এবং তাদের প্রতি সংবেদনশীল। তাদের সংবেদনশীল মানসিকতার জন্যই প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা গ্রামীণ প্রকল্পের শর্তাবলী কেন্দ্রীয় সরকার পরিবর্তন করেছে। এতে গরিব নিয়ে এক সময়ে পূর্বতন অংশের বহু মানুষ দারুণভাবে উপকৃত

করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই সমস্ত সামগ্রীর জন্য দেশে বড বড বাজার গড়ে উঠছে। অর্গানিক ফার্মিং নিয়েও ত্রিপুরায় দারুণ কাজ হচ্ছে বলে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন. রাজ্যের উৎপাদিত আদা, হলুদ, মরিচের জন্যও বাজার গড়ে তোলা অনেক কম ভাড়ায় জিনিস পৌঁছে যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, উন্নয়নের প্রতিটি ক্ষেত্রে ছাপ রাখার যে উদ্যোগ হবে। আরও অনেক উৎসাহ নিয়ে

পরিবহণমন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য এম সিন্ধিয়া বলেন, এদিনের এই ঐতিহাসিক দিনটি ত্রিপরাবাসীর জন্য উৎসবের দিন। ত্রিপুরার ইতিহাসে আজকের দিনটি স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। ত্রিপুরা এমন একটি রাজ্য যার সঙ্গে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর হচ্ছে। আগরতলা থেকে দিল্লিতে মাণিক্যের মতো রাজার সমৃদ্ধ ইতিহাস জড়িয়ে রয়েছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও ঐতিহ্যময় সংস্কৃতির ইতিহাস সমৃদ্ধ রাজ্য হলো ত্রিপুরা। ত্রিপুরা নিয়েছে তা বজায় রাখতে ত্রিপুরায় এখন চারিদিকে যোগাযোগের মাধ্যম তৈরি হয়েছে। আমরা কাজে ঝাঁপিয়ে পড়বো। ফলে বিকাশের নতুন দুয়ার খুলে

রূপে গড়ে উঠা ত্রিপুরার জন্য বিকাশের এক নতুন অধ্যায় রচিত হয়েছে। এই বিমানবন্দরে স্থানীয় শিল্প সংস্কৃতির সঙ্গম দেখা যাবে। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যে আজকের দিনকে ঐতিহাসিক ও স্মরণীয় বলে উল্লেখ করেন উপমুখ্যমন্ত্রী যীষু দেববর্মা। তিনি বলেন, আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রীর হাত ধরে আজকের দিনে আগরতলার মহারাজা বীরবিক্রম বিমানবন্দরের নতুন সমন্বিত টার্মিনাল ভবনের উদ্বোধন হয়েছে। সেই সাথে মিশন ১০০ বিদ্যাজ্যোতি বিদ্যালয় এবং মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরা গ্রাম সমৃদ্ধি যোজনারও সূচনা হয়েছে।

সাথে একই ছাদের তলায় ছাত্রছাত্রীরা খেলাধুলা, গান-বাজনা, অঙ্কন সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে জ্ঞান অর্জনের সুযোগ পাবে। এরজন্য প্রতিটি ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা শিক্ষক শিক্ষিকা নিযুক্ত থাকবেন। গরিব মা-বাবারাও তাদের সন্তানকে এখন থেকে সিবিএসই প্যাটার্নের এই বিদ্যাজ্যোতি বিদ্যালয়ে পড়ানোর সুযোগ পাবেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রীর ঐকান্তিক উদ্যোগে ত্রিপুরাতে এখন জাতীয় সড়ক বিস্তৃতি লাভ করছে। ত্রিপুরার জন্য ৬টি জাতীয় সড়ক প্রকল্পে মোট ৬৬৭

পড়াশোনার সুযোগ পাবে। সেই প্রধানমন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে কোভিডের বিরুদ্ধে লড়াইয়েও ত্রিপুরা সারা দেশে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন আগামীদিনে মহারাজা বীরবিক্রম বিমানবন্দর উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে অন্যতম একটি অন্যতম বিমানবন্দর হিসেবে পরিচিতি পাবে। অনুষ্ঠানে জনজাতি কল্যাণ দফতরের মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া বলেন, বর্তমানে ত্রিপুরা উন্নয়নের ক্ষেত্রে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। এক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাসের স্বপ্ন সফল হতে চলেছে। অনুষ্ঠানে তপশিলী জাতি কল্যাণ মন্ত্ৰী ভগবান চন্দ্র দাস ত্রিপুরার সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রধানমন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রীর প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানান। তিনি বলেন, আগে বাইরের মানুষ ত্রিপুরা সম্পর্কে এতো বেশি অবগত ছিলেন না। কিন্তু এখন দেশ বিদেশের মানুষ ত্রিপুরাকে জানেন, ত্রিপুরাকে চেনেন। বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার ক্ষমতায় আসার পরে গ্রামের গরিব মানুষ, শ্রমিক ও খেটে খাওয়া মানুষ অনেক ধরনের সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন। বিনামূল্যে এখন তারা মাথা গোঁজার জন্য

ঘরের ব্যবস্থাও পাচ্ছেন। অনুষ্ঠানে

২টা ১০ মিনিটে ভারতীয় বায়ুসেনার বিশেষ বিমানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মহারাজা বীরবিক্রম বিমানবন্দরে এসে পৌঁছান। সেখানে তাঁকে স্বাগত জানান রাজ্যপাল সত্যদেও নারাইন আর্য, মখমেন্ত্রী বিপ্লব কমার দেব. কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য এম সিন্ধিয়া, উপমুখ্যমন্ত্রী যীষু দেববর্মা, মুখ্যসচিব কুমার অলক, পুলিশ মহানির্দেশক ভি এস যাদব, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক দেবপ্রিয় বর্ধন, বিশিষ্ট সমাজসেবী ডা. মানিক সাহা প্রমখ। পরে প্রধানমন্ত্রী নবনির্মিত বিমানবন্দরটি ঘুরে দেখেন এবং বিমানবন্দরের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে অবগত হন। সন্ধ্যায় বিমানবন্দরে প্রধানমন্ত্রীকে আন্ষ্ঠানিক বিদায় জানান রাজ্যপাল সত্যদেও নারাইন আর্য, মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব, কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য এম সিন্ধিয়া, উপমুখ্যমন্ত্রী যীযুও দেববর্মা, মখ্যসচিব কমার অলক, প্লিশ মহানির্দেশক ভি এস যাদব, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক দেবপ্রিয় বর্ধন, বিশিষ্ট সমাজসেবী





সরকারগুলির কোনও চিন্তাভাবনা হয়েছেন। এই নিয়মাবলী ছিলো না। গরিবি ও অনুন্ময়ন পরিবর্তনের ফলেই ১ লক্ষ ৮০ ত্রিপুরার নামের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে হাজারের বেশি মানুষ পাকা ঘর জড়িয়ে ছিলো। প্রধানমন্ত্রী বলেন, পাচেছন। দেড় লক্ষের বেশি এই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার পরিবারের অ্যাকাউন্টে এই যোজনার কিস্তির টাকা সম্প্রতি দেওয়া হয়েছে। জন্যই আমি ত্রিপুরার মানুষকে হীরা অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমোদি আরও মডেলের জন্য ডাক দিয়েছিলাম। আজ হীরা মডেলের মাধ্যমে ত্রিপুরা বলেন, একুশ শতকের ভারতকে তার যোগাযোগ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী আরও আধুনিক করে তুলতে উদ্যোগ করছে। মহারাজা বীরবিক্রম নেওয়া হয়েছে। নতুন শিক্ষানীতি বিমানবন্দর সমগ্র পুরোত্তরের চালু করা হচ্ছে। করোনা আতমারী যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্প্রসারণে এক পর্বের দরুণ যাতে শিক্ষার্থীদের বিশেষ ক্ষতি না হয় সেদিকে নজর দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলে আশা প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, হচ্ছে। ইতিমধ্যেই ১৫ থেকে ১৮ বিমানবন্দরে যাত্রীরা নেমেই ত্রিপুরার বছর বয়সীদের জন্য কোভিডের শিল্প, সংস্কৃতি সম্পর্কে পরিচিত টিকা দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। টিকা নেওয়া থাকলে তারা হবেন। রাজ্যের অপরূপ প্রাকৃতিক আত্মবিশ্বাস নিয়ে লেখাপডা চালিয়ে সৌন্দর্য সম্পর্কে একটা ধারণা তারা বিমান থেকে নেমেই পেয়ে যাবেন। যেতে পারবে। প্রধানমন্ত্রী কোভিডের প্রধানমন্ত্রী বলেন, সমগ্র পূর্বোত্তরের টিকাকরণের ক্ষেত্রে ত্রিপুরা দারুণ গেটওয়ে হিসেবে ত্রিপুরা যাতে কাজ করেছে বলে রাজ্য সরকারের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি আশা আত্মপ্রকাশ করে সেই লক্ষ্যে ত্রিপুরায় দারুণ কাজ হচ্ছে। যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রকাশ করেন, ১৫ থেকে ১৮ বছর বয়সীদের টিকাকরণের ক্ষেত্রেও আধুনিক করে তোলার জন্য এখন ত্রিপুরা সফলতা দেখাবে। প্রধানমন্ত্রী যে কাজ হচ্ছে আগে তা কখনও হয়নি। রেল, সড়কের সঙ্গে যুক্ত বলেন, গ্রাম ও শহর উভয় অংশের একাধিক প্রকল্প নিয়ে কাজ হচ্ছে। বিকা**শে**র লক্ষ্যে কাজ করা হচ্ছে।



ডাবল ইঞ্জিনের মাধ্যমে, ডাবল বিকাশের মাধ্যমে প্রতিফলিত হবে। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, ২০১৮ সালে রাজ্যের শাসন ক্ষমতা পরিবর্তনের পর রাজ্যের মানুষের মধ্যেও ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। বর্তমানে রাজ্যের মান্য আত্মনির্ভর ও স্বাভিমানী হয়েছেন। বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্প যেমন প্রধানমন্ত্রী মাস্কবন্দনা যোজনা. জলজীবন মিশন, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, সৌভাগ্য যোজনা, উজ্জ্বলা যোজনা ইত্যাদির মাধ্যমে রাজ্যের মানুষ নতুন দিশা পেয়েছেন। বর্তমানে রাজ্যের প্রান্তিক এলাকার মানুষও কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের সুফল পাচ্ছেন। আজকের এই ঐতিহাসিক দিনে রাজ্যের মানুষের কল্যাণে ৩টি উপহার দেওয়ার জন্য রাজ্যবাসীর পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন মুখ্যমন্ত্রী। অনষ্ঠানে কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান

গণ্য করা হতো। গত ৭০ বছরে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে মাত্র ৬টি বিমানবন্দর ছিলো। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ৭ বছর সময়কালে উত্তর-পর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে ১৫টি বিমানবন্দর এবং ্র ৭টি হেলিপ্যাড় তৈরি করা হয়েছে। তিনি বলেন, ৭০ বছরে সারা দেশে মাত্র ৭৪টি বিমানবন্দর ছিলো। কিন্তু বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর সাত বছর সময়কালের মধ্যে সারা দেশে এখন ১৪০টির মতো বিমানবন্দর রয়েছে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর লক্ষ্য হলো বিকাশের প্রতিটি ক্ষেত্রকে ত্রিপুরার সর্বত্র পৌঁছে দেওয়া। প্রধানমন্ত্রী দেশবাসীর প্রতি লোকাল ফর ভোকালের আহ্বান জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর সংকল্প হলো কৃষকের উন্নতির সাথে বিমান পরিবহণকে জুড়ে দেওয়া। আজ ত্রিপুরার বিখ্যাত আনারস, কাঁঠাল বিমানে করে বিদেশেও পাঠানো হচ্ছে। মহারাজা বীরবিক্রম বিমানবন্দরের আধনিক



দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। প্রধানমন্ত্রীর আশীর্বাদে ১ বছরে ১ লক্ষ ৭০ হাজার ঘর প্রেছেন এছাড়াও রেল পরিষেবার সুযোগ রাজ্যের গরিব অংশের মানুষ। অথচ পাচ্ছেন রাজ্যের জনসাধারণ। বিগত দিনে ৫ বছরে মাত্র ৪৪ হাজার দেওঘর এক্সপ্রেস, হামসফর এক্সপ্রেস সহ বিভিন্ন এক্সপ্রেস টেন দিয়ে এখন ঘর পাওয়া গিয়েছিলো। অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন ত্রিপুরা থেকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক যাতায়াত করা খুবই সহজ হয়েছে। বলেন, আজ আমরা ইতিহাসের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি উত্তর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে রয়েছি। ডাবল পর্বাঞ্চলকে অস্টলক্ষীর মর্যাদা দিয়েছেন। এটা ডাবল হাঞ্জনেরহ রাজ্যের আপামর জনসাধারণ। সুফল। ২০২২ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে জল জীবন মিশনে রাজ্যের ২০১৬ সালের ৩০ আগস্ট কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণমন্ত্রী প্রতিটি বাড়িতে পরিশ্রত পানীয় জল পৌঁছানোর উদ্যোগ নেওয়া জয়ন্ত সিনহা রাজ্য সফরে এসে ত্রিপুরার জন্য একটি অত্যাধুনিক হয়েছে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে বিমানবন্দর নির্মাণের আশ্বাস গিয়ে তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্ৰী সুশান্ত দিয়েছিলেন। যার ফল আজকের চৌধুরী রাজ্যের জন্য প্রধানমন্ত্রী দিনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হাত নরেন্দ্র মোদির বিভিন্ন উদ্যোগের ধরে আগরতলার মহারাজা কথা উল্লেখ করে বলেন, রাজ্যে ও বীরবিক্রম বিমানবন্দরের নতুন কেন্দ্রে ডাবল ইঞ্জিন সরকারের সমন্বিত টার্মিনাল ভবনের উদ্বোধন সুফল পাচ্ছেন রাজ্যের প্রত্যেকটি হয়েছে। কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা জনসাধারণ। বিগত প্রায় ৪ বছরে ভৌমিক বলেন, মিশন ১০০ প্রধানমন্ত্রীর আশীর্বাদে এবং বিদ্যাজ্যোতি বিদ্যালয় প্রকল্পে মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে ত্রিপুরা এগিয়ে চলেছে। উন্নয়নের নিরিখে এই চার উপকৃত হবে রাজ্যের ছাত্রছাত্রীরা। এক একটি স্কুলে ১২০০ ছাত্রছাত্রী বছরে রাজ্য অনেক এগিয়েছে।

সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা বলেন, অনেকদিন ধরেই আমাদের স্বপ্ন ছিলো ত্রিপরায় এমন একটা বিমানবন্দর হোক যেটা হবে আন্তর্জাতিক মানের। আজ সেই স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। এক উন্নত ও আধুনিক ত্রিপুরার যে স্বপ্ন মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য বাস্তবায়িত হচ্ছে। এজন্য প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান তিনি। সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা বলেন, নির্বাচনের আগে হীরা মডেলের রাজ্য উপহার দেওয়ার যে প্রতিশ্রুতি প্রধানমন্ত্রী দিয়েছিলেন সেটা পুরণ হতে চলেছে। ত্রিপুরাতে এখন জাতীয় সড়ক, রেল পরিষেবা, ইন্টারনেট পরিষেবা এবং উন্নতমানের বিমানবন্দরের পরিষেবা পাচ্ছেন রাজ্যবাসী। স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে আয়োজিত অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল সত্যদেও নারাইন আর্য-সহ রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্যগণ ও প্রশাসনের পদস্থ আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন। সোমবার দুপুর

ডা. মানিক সাহা প্রমুখ। উল্লেখ্য, মহারাজা বীরবিক্রম বিমানবন্দরের নবনির্মিত টার্মিনাল ভবনের নক্সা এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপনা করেছে এসজিএস (ইন্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড এবং ক্রিয়েটিভ গ্রুপ। ২০১৭ সালে এর কাজ শুরু হয়। বিমানবন্দরের নতুন সমন্বিত দেখেছিলেন সেই স্বপ্ন আজ টার্মিনাল ভবনের মোট আয়তন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হাত ধরে ৩০ হাজার বর্গমিটার। পিক আওয়ারে একসাথে ১২০০ যাত্রার ধারণ করার ক্ষমতা রয়েছে এই টার্মিনাল ভবনের। কুড়িটি চেক-ইন কাউন্টার, ইনলাইন ব্যাগেজ হ্যান্ডেলিং সিস্টেম, ৪টি প্যাসেঞ্জার বোর্ডিং বেইজেস, ৪টি ব্যাগেজ কনভেয়র বেল্ট সহ ৬টি বিমান রাখার জায়গা রয়েছে নতন এই টার্মিনালে। এসজিএস (ইন্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড এবং ক্রিয়েটিভ গ্রুপ-এর মুখ্য নির্মাণ প্রকৌশলী হৃদেশ শর্মা জানান, গ্রিন বিল্ডিং বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী টার্মিনাল ভবনটি নির্মাণ করা হয়েছে। এ বছর এপ্রিল মাসের মধ্যে এই টার্মিনাল ভবনের সমস্ত কাজ সম্পূর্ণ সৌরশক্তিতে পরিচালিত করার পরিকল্পনা রয়েছে।



জনসেবায় জলসেবা, নিয়মিতকরণের ভরসা এবার বিবেকানন্দ বিচার মঞ্চ

আগরতলা,৪ জানুয়ারি।। হাইকোর্ট নিয়মিতকরণ সহ পেনশন এবং নোশেন্যাল ফিক্সেশন সহ ছয় মাসের এরিয়ার যুক্ত করে সর্বশিক্ষার শিক্ষকদের পক্ষে রায় দিয়েছিলো। রাজ্য সরকার নানা টালবাহানায় সেই রায়কে এড়িয়ে গিয়ে লাগু করে নয়া প্রকল্প। যে প্রকল্পের বাস্তবায়ন এখনও বিশবাঁও জলের তলায়। নিয়মিতকরণ আর পেনশনের স্বপ্ন দুরে থাক বাম আমলে সর্বশিক্ষার শিক্ষকদের বার্ষিক তিন শতাংশ হারে ইনক্রিমেন্টের মতো বিষয়টিও একটি মহলের নির্দেশে নাকি সর্বশিক্ষার শিক্ষকদের বড় একটি অংশ এদিন বিবেকানন্দ ময়দানে আগত মানুষদেরকে জলপান করিয়ে সমাজসেবা করেছেন। এই সূত্রটি নাকি এদেরকে জানিয়েছে, সর্বশিক্ষার শিক্ষকরা প্রধানমন্ত্রীর

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, হবেন। আর মুখ্যমন্ত্রী সদয় হলে নাকি ভরসা দিচ্ছেন বিবেকানন্দ এদের জীবনে কিছু না কিছু একটা প্রাপ্তি যোগ হতে পারে। দায়িত্ব অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন সর্বশিক্ষার শিক্ষকরা। এই আবহেই বুধবার আগরতলায় বসছে সর্বশিক্ষা তথা সমগ্র শিক্ষার কার্যনির্বাহী কমিটির বৈঠক। তবে এই বৈঠকে নিয়মিতকরণ, বেতন বৃদ্ধি কিংবা সরকারের নয়া প্রকল্প নিয়ে কোনও কথাবার্তা নেই — এমনটাই খবর। উল্টো অশিক্ষক কর্মচারীদের মধ্যে সিনিয়রিটি ও জুনিয়রিটি প্রথা তুলে দিয়ে বেতনের ক্ষেত্রে এক নয়া এখন অধরা। এর মাঝেই কোনও সমস্যার সৃষ্টি করতে চলেছে বলেও খবর। জানা গেছে, সব দিক থেকে প্রায় ধাক্কা খেয়ে হাইকোর্টের রায় কার্যকর করার দাবি জানিয়ে শেষ পর্যন্ত সর্বশিক্ষার শিক্ষকরা বিবেকানন্দ বিচার মঞ্চের দ্বারস্থ হয়েছেন। শিক্ষামন্ত্রী কথা দিয়েও কথা রাখেনি। সরকারের বিভিন্ন জনসেবা করলে তা মুখ্যমন্ত্রীর মন্ত্রী, বিজেপি সভাপতি, কেন্দ্রীয় নজরে আসবে। আর মুখ্যমন্ত্রীর মন্ত্রী প্রত্যেকের কাছেই কড়া নেড়ে নজরে এলে তিনি এদের প্রতি সদয় ব্যর্থ হয়েছেন তারা। এবার তাদের

বিচার মঞ্চের নেতারা। তবে বেশ কিছু প্রাথমিক শর্তও নাকি তারা বেঁধে দিয়েছেন। সেই সমস্ত শর্ত মেনেই এদিন তারা বিবেকানন্দ ময়দানে জমায়েতে আগত লোকজনদেরকে জল খাইয়ে তৃষ্ণা নিবারণ করিয়েছেন। এরকমভাবে এদেরকে আরও বেশ কিছু হোম ওয়ার্ক নাকি দেওয়া হয়েছে। এই সমস্ত হোম ওয়ার্কে সর্বশিক্ষার শিক্ষকরা সম্মানে উত্তীর্ণ হলে এরপরই নাকি কিছু একটা হওয়ার আশা দেখিয়েছেন বিবেকানন্দ বিচার মঞ্চের নেতৃত্ব। সেদিক থেকে ৫ জানুয়ারি সমগ্র শিক্ষার কার্যনির্বাহী কমিটির বৈঠক বসলেও এবার আর এ নিয়ে তেমন কোনও আগ্রহ নেই। আদালতের রায়ের পরেও শিক্ষা সচিব সৌম্যা গুপ্তার পরামর্শে রাজ্য সরকার এমন একটি প্রকল্প প্রণয়ন করেছে যে, যেখানে একজন শিক্ষকও নিয়মিত হতে পারেনি। এই প্রকল্পে উল্লেখ রয়েছে নোশেন্যাল ফিক্সেশন অনুযায়ী

বেতন দেবে সরকার। তবে হাইকোর্টের দেওয়া সময়সীমা পেরিয়ে যাওয়ার পর এক বছর অতিক্রান্ত হলেও এখনও পর্যন্ত সর্বশিক্ষায় এক টাকাও বেতন বৃদ্ধি হয়নি বলে কর্মচারীদের তরফে জানানো হয়েছে। এদের বক্তব্য, বাম আমলে প্রতি বছর তিন শতাংশ হারে ইনক্রিমেন্ট হতো। কিন্তু রাম আমলের চার বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও এক টাকাও বেতন বৃদ্ধি হয়নি। উল্টো শিক্ষা সচিব সৌম্যা গুপ্তার পরামর্শে এমন একটি প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়েছে যে প্রকল্পে সর্বশিক্ষার শিক্ষকদের নিয়মিতকরণ প্রায় এই জীবনের জন্যই ঝুলে গিয়েছে। অপরদিকে এতদিন যাবৎ সমথ শিক্ষা প্রকল্পে অশিক্ষক কর্মচারীদের বেতন ভাতা সিনিযরিটি মেনে দেওয়া হতো। কিন্তু রজত রায় নামক এক ব্যক্তি ফিনান্স কন্ট্রোলার হিসেবে কাজে যোগ দিয়ে সেই প্রথা তুলে দেওয়ার জন্য উঠে-পড়ে লেগে যান। তিনি চাইছেন 🌘 **এরপর দুই**য়ের পাতায়

রাজ্যে একদিনে করোনা আক্রান্ত ৪৮

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, **আগরতলা, ৪ জানুয়ারি।।** মঙ্গলবার কয়েক হাজার মানুষ শহরের স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে ভিড় জমিয়েছেন। উপস্থিত জনতার করোনা পরীক্ষা কোথাও করা হয়নি। কিন্তু স্বাস্থ্য দফতরের তরফে গত ২৪ ঘণ্টায, অর্থাৎ গত সোমবার যত জনের করোনা নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছিল, তার মধ্যে মোট ৪৮ জনকে করোনা শনাক্ত করা হয়েছে। এদিন ৫৬৫ জনের আরটিপিসিআর পরীক্ষা এবং ২৩১৪ জনের অ্যান্টিজেন পরীক্ষা করানো হয়। আরটিপিসিআর-এ ৮ জন এবং অ্যান্টিজেন পরীক্ষায় ৪০ জন করোনা শনাক্ত হয়। তাতে পজিটিভিটির রেট গিয়ে দাঁড়ায় ১.৬৭ শতাংশে। যে ৪৮ জন করোনা শনাক্ত হয়েছেন, তাদের মধ্যে পশ্চিম জেলার ৩০ জন, উত্তর ত্রিপুরার ৫ জন, দক্ষিণ জেলার ৪ জন, গোমতী-ধলাই ও উনকোটি জেলার ২ জন করে এবং খোয়াই জেলার ১ জন।মঙ্গলবারের সভার পরে রাজ্যে করোনার পরিস্থিতি 🔹 এরপর দুইয়ের পাতায়

মদ নিয়ে রক্তারাক্ত

বিলোনিয়া, ৪ জানুয়ারি।। মদ কেনা বেচাকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটে যায় রাজনগরে। যার জেরে আহত হয় উভয়পক্ষই। আগুন দেওয়া হয় বাড়িঘরে। আহতদের হাসপাতালে এনে ভর্তি করা হয়েছে। জানা গেছে, রাজনগর ব্লকের অন্তর্গত পূর্ব পিপাড়িয়াখলার আশ্রমপাড়ায় মদ কেনাবেচা নিয়ে বচসা বাঁধে। বিশ্বজিৎ ত্রিপুরা ও কমল ত্রিপুরার সঙ্গে আদম আলি মিঞার বচসা একসময় হাতাহাতির পর্যায়ে চলে যায়। বিশ্বজিৎ ত্রিপুরা এবং কমল ত্রিপুরা দু'জনে মিলে আদম আলি মিঞাকে কয়েক ঘা লাগিয়ে দিলে আদম আলি নাকি দৌড়ে গিয়ে কুড়াল নিয়ে আসে এবং বিশ্বজিৎ ও কমলকে কুড়াল দিয়ে আঘাত করতে থাকে। এতে দু'জনই রক্তাক্ত হয়ে যায়। এদের রাজনগর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে সেখান থেকে বিলোনিয়া হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এই

বিশ্বজিৎ ও কমল ত্রিপুরার উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। দুই পরিজনেরা আদম আলি মিঞাকে গিয়ে বেধম মারধর শুরু করে। এমনকী তার ঘরেও আগুন উপক্রম হয়ে যায়। পরে দুই জ্বালিয়ে দেয়। তাকেও প্রায় জনগোষ্ঠীর মানুষই বিষয়টিকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে স্থানীয়

জনগোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে জাতিগত বিদ্বেষ শুরু হওয়ার একটি সাধারণ দুর্ঘটনা বলে



মানুষেরা। এরপর বড়পাথড়ি হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা সঙ্গে সঙ্গেই তাকে বিলোনিয়া মহকুমা হাসপাতালে রেফার করে দেন। এই মদ বিক্রির ঘটনাকে কেন্দ্র করে রক্তারক্তির জানিয়ে দেয় এবং দুটি ঘটনারই নিন্দা জানায়। ফলে ঘটনাটি আর বেশি দুর এগোয়নি। তবে আহত দুই পক্ষের আত্মীয়পরিজনেরাই প্রতিশোধস্পহায় নিজেদের শক্তি বাড়াচ্ছেন বলে জানা গেছে।

অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা গায়েব

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৪ জানুয়ারি।। স্টেট ব্যাঙ্কের সেভিংস অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা গায়েবের ঘটনায় রীতিমতো ক্ষুব্ধ এক মহিলা গ্রাহক। গ্রাহকের বাড়ি চড়িলাম আর ডি ব্লকের অন্তর্গত আড়ালিয়া থাম পঞ্চায়েতের রাজীব কলোনি এলাকায়। জানা যায়, মহিলার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বিশ্রামগঞ্জ স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় রয়েছে। মহিলার নাম রিনা আক্তার, স্বামীর নাম বাপন মিয়া। মহিলার স্বামী বিদেশ অর্থাৎ কুয়েতে থাকে। স্বামী २०७०१४०৫४१७ নম্বর অ্যাকাউ ন্টেটাকা পাঠায়।



কয়েকদিন আগে স্বামী বাপন মিয়া ৫৯ হাজার টাকা পাঠিয়েছিল। মহিলা তিন ভাগে ৪৫০০০ টাকা তুলেছেন। আর ৫০০০ টাকা অ্যাকাউন্ট থেকে গায়েব হয়ে যায় বলে অভিযোগ। মঙ্গলবার এটিএম দিয়ে টাকা তুলতে গিয়েছিলেন এটিএম কাউন্টারে। কিন্তু টাকা নেই। তখন মহিলা বিশ্রামগঞ্জ স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া শাখায় গিয়ে টাকা গায়েবের বিষয়টি কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়। কর্তৃপক্ষ তখন মহিলাকে একটি নম্বর দিয়ে সেই নম্বরে কথা বলতে বলেন। কিন্তু মহিলার অভিযোগ এই নম্বরে কিছুই বলেনা। একেবারেই হতাশ হয়ে পড়েন তিনি। সংবাদমাধ্যমের কাছে ক্ষোভ ব্যক্ত করেছেন স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইভিয়ার বিরুদ্ধে। তিনি বলেন এভাবে গরিব মানুষদের অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা গায়েব হয়ে গেলে দায়ভার কে নেবে? গ্রাহক রিনা আক্তার ৫০০০ টাকা যাতে ফিরে পায় সেই আবেদন করেছেন ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের কাছে।

কংগ্রেসের শ্রদ্ধাঞ্জলি



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জানুয়ারি।। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত সমীর রঞ্জন মজুমদারের মৃত্যুদিবসে শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানের আয়োজন ছিল প্রদেশ কংগ্রেস কার্যালয় প্রাঙ্গণে। এই পর্বে উপস্থিত ছিলেন, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বীরজিৎ সিনহা, প্রশান্ত সেন চৌধুরী, হরেকৃষ্ণ ভৌমিক সহ অন্যান্যরা। আগরতলার পাশাপাশি রাজ্যের অন্যান্য জায়গাতেও এই কর্মসূচি পালন করা হয়।

মোদির অনুষ্ঠান, দলীয়করণের অভিযোগ

নরেন্দ্র মোদির অনুষ্ঠানকে দলীয়করণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ সিপিআইএমএল'র। দলের রাজ্য সম্পাদক পার্থ কর্মকার প্রতিক্রিয়ায় জানান, প্রধানমন্ত্রী সরকারি সফরে রাজ্যে এসেছিলেন। সরকারি অনুষ্ঠানে তিনি অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু এই অনুষ্ঠানকে যেভাবে দলীয়করণ করা হয়েছে তার তীব্র নিন্দা করছে সিপিআইএমএল। তিনি আরও বলেন, বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্প সূচনার মধ্য দিয়ে রাজ্যে শিক্ষাকে বেসরকারিকরণ করা হয়েছে। তার মতে অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া রাজ্যে শিক্ষার বেসরকারিকর ণের বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্প আনা হয়েছে। এই প্রকল্পে সরকারি ব্যবস্থাপনাকে বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। তারা এরও তীব্র বিরোধিতা করেছেন। প্রধানমন্ত্রী নিজেই এই প্রকল্পের উদ্বোধন করেছেন। তারা এর নিন্দা করেছেন। এ রাজ্যে শিক্ষা অবৈতনিক। শিক্ষা সব অংশের জনসাধারণের জন্য। এই

■ খোঁজ। কর্মকেত্রে

সহকর্মীদের থেও সাবধান। ব্যবসায়ীদের

তুলা: শরীর স্বাস্থ্যের ব্যাপারে মিশ্র

ফল লক্ষ্য করা যায়। তবে চিত্তের

প্রসন্নতা বজায় থাকবে। কর্মস্থলে

শান্তি থাকবে। আর্থিক দিক অশুভ

ফল নির্দেশ করছে এই দিনটিতে।

শক্ররা মাথা তুলতে পারবে না। গৃহ

বৃশ্চিক: স্বাস্থ্য খুব একটা ভাল যাবে

সমাধান সত্র ও আপনার হাতেই

থাকবে। শত্রুরা অশান্তি সৃষ্টি করবে

শক্র জয়ী আপর্নিই হবেন। আয় ভাব

ধনু : শরীর স্বাস্থ্য মিশ্র চলবে।

দিনটিতে মানসিক অবসাদ দেখা

মকর: স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় ফল মোটামুটি

সন্তোষজনক। তবে মানসিক উদ্বেগ

ঠি তারে। অর্থভাগ্য মধ্যম

প্রকার। গৃহ পরিবেশে শুভ বাতাবরণ

কুম্ভ: কর্মস্থলের পরিবেশ অনুকুল

থাকবে। ঊধ্বতন পক্ষে থাকবে

সাবধানে থাকা দরকার। অপরাপর

মীন: শরীর স্বাস্থ্য ভালোই থাকবে

দিনটিতে। স্পষ্ট কথা বলার জন্য

লোকের সঙ্গে ঝামেলা সৃষ্টি হতে

ব্যবসা সূত্রে উপার্জন বৃদ্ধি পাবে।

পেশায় সাফল্য আসবে।

বজায় থাকবে।

দিতে পারে।কর্মে মধ্যম

প্রকার ফল নির্দেশ

করছে। আর্থিক ক্ষেত্রে

ণরিলক্ষিত হয়।শত্রুরা মাথা

দেখা দিতে পারে।কর্মস্থলে

অর্থভাগ্য ভালো। ব্যবসা

স্থান শুভ। তবে

প্রতিবেশীদের থেকে

পারে।উপার্জন ভাগ্য শুভ।

পরিশ্রম করার মানসিকতা

থাকবে। অর্থ ভাগ্য শুভ।

কিছুটা ঝামেলা সৃষ্টি হতে

শুভ।ব্যবসায়েও শুভ।

পারে। কর্মস্থলে নানান

ঝামেলার সম্মুখীন হতে

হবে। তবে সব কিছুর

পরিবেশ অনুকূল থাকবে।

শিক্ষাকে পণ্যে পরিণত করা. আজ রাতের ওযুধের দোকান সাহা মেডিসিন সেন্টার

আজকের দিনটি কেমন যাবে

৯০৮৯৭৬৮৪৫৭

মেষ: সপ্তাহের শেষ দিনটি এই রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য শুভ। শরীর স্বাস্থ্য ভালো **।** মানসিক । দিনটি ভালো যাবে। আয় মন্দ হবে যাবে।

অবসাদের ক্ষেত্রেই উন্নতি । দেখা যায়। কর্মস্থলে কোনরকমের ঝামেলার সম্ভাবনা নেই। সাফল্যের পথে কোন বাধা থাকবে না। আর্থিকভাবে শুভ। তবে শত্রু পক্ষ একটু অশান্তি সৃষ্টি করতে চাইবে। গৃহ পরিবেশে শান্তি বজায় রাখার ^I

: এই রাশির 🏻 জাতক-জাতিকাদের শরীর স্বাস্থ্যের | না। মানসিক উদ্বেগ দেখা দিতে ব্যাপারে শুভাশুভ মিশ্র ভাব লক্ষ্য করা যায়।মানসিক উদ্বেগ

চেষ্টা করতে হবে।

থাকবে। কর্মের ব্যাপারে | থাকবে। সক্তন্ত ... কিছু না কিছু বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হবার সম্ভাবনা আছে। i দিনটিতে আর্থিক ভাব ও অশুভ

ফল নির্দেশ করছে। শত্রুতা বদ্ধি পাবে। সচেষ্ট হলে গৃহ পরিবেশে শান্তি থাকবে। **মিথুন :** দিনটিতে বিশেষ শুভ নয়। হতাশায় না ভোগে মন

মানসিকতা দিয়ে অশুভত্বকে জয় করতে হবে। অযথা ভুল বোঝাবুঝি। গুপ্ত শক্র | তুলতে পারবে না। হতে সাবধান। গুরুজনের স্বাস্থ্য । চিন্তা। প্ৰেম-প্ৰীতিতে গৃহগত i সমস্যা দেখা যাবে।

কর্কট : দিনটিতে পেটের সমস্যা বিচলিত করতে পারে। পারিবারিক 🛮 ক্ষেত্রে অশান্তির সম্ভাবনা।

🗽 প্রেমের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হতে পারে। I কর্মোদ্যোগে অর্থ বিনিয়োগ করলে 👃 লাভবান হবেন। পেশাজীবীদের 🛘 ক্ষেত্রে সময়টা অনুকূল চাকরিজীবীদের ক্ষেত্রেও শুভ। সিংহ: দিনটিতে শুভ দিক নির্দেশ 📗

িত্য নেয়েও অহেতুক চিন্তা কেটে যাবে।। পারিবারিক প্রতিত অনুকৃলে দিকে চলে আসবে। বন্ধুদের সঙ্গে মিশে আনন্দ লাভ করবেন। আয় বেশি হলেও ব্যয়ের আধিক্য রয়েছে। কর্ম পরিবেশ

কন্যা: শরীর কন্ট দেবে। । স্ত্রী'র অহংকারী মনোভাব দাম্পত্য দাস্পত্য জীবনে সুখের | শাস্তি বিঘ্নিত করতে পারে।



না। শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য সরকারিভাবে না রাখলে সরকার থাকার কোনো

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিদ্যাকে পণ্যে পরিণত করা মানে থাকে না। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় <mark>উদয়পুর, ৪ জানুয়ারি।।</mark> প্রধানমন্ত্রী কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যাচ্ছে সরকারের কোনো অর্থ হয় না। দ্বিতীয়ত মুখ্যমন্ত্রী গ্রাম সমৃদ্ধি যোজনা নিয়ে তিনি বলেন, গ্রামের অর্থনৈতিক অবস্থা একেবারে ভেঙে পড়েছে। কাজের দেখা নেই। রেগা প্রকল্পে মজুরি দেওয়া হচ্ছে না। জিআরএস'রা সঠিক সময়ে বেতন পাচ্ছেন না। বিনা বেতনে তাদের কাজ করতে বাধ্য করা হচ্ছে। ঠিক একইভাবে রেগা শ্রমিকদের মজুরি বকেয়া পড়ে আছে। এই পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রী থাম সমৃদ্ধি যোজনা প্রকল্পের উদ্বোধনের কি মানে আছে? যেখানে রেগায় টাকা নেই, সেই জায়গায় সেই প্রকল্পেরও কোনো অর্থ থাকে না বলে তার বক্তব্য।

জমির জল বন্ধ করে দিয়েছে

বলতে যান তাহলে উল্টো হুমকির

মুখে পড়তে হয়। তারা নাকি পাস্প

অপারেটরকেও হুমকি দিয়েছে যদি

তাদের নির্দেশ ছাড়া অন্য কারোর

জমিতে জল দেয় তাহলে তার

চাকরি খেয়ে নেবে। স্বাভাবিক

কারণে এখন দুই নেতার যন্ত্রণায়

অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে করবুক মন্ডলের

৩ নং বুথের নাগরিকরা।

নেতারা প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি. করবুক, ৪ জানুয়ারি।। কৃষকের জমিতে জল না থাকায় ৭০ থেকে ৮০ হাজার টাকার ক্ষতি হয়েছে। ২ থেকে ৩ কানি জমি জলের অভাবে এখন কৃষি কাজের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। অভিযোগ, করবুক এলাকার দু'জন নেতার কারণে কৃষকদের জমিতে জল দিচ্ছেন না দায়িত্বপ্রাপ্ত অপারেটর। স্থানীয় এক যুবক সামাজিক মাধ্যমে অভিযোগ করেছেন, করবুক মন্ডলের ৩নং বুথে দুই নেতা সবকিছুতেই নাক গলাচ্ছেন। তারা নিজেদের পছন্দের বাইরের লোকজনকে কোনো ধরনের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করছেন না। এক কথায় সব ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রেখেছেন তারা দুইজন। কান্তি এবং সুশীল মিলে কৃষকদের জমিতে জল সরবরাহও বন্ধ করে রেখে দিয়েছে। ওই যুবকের সরকারের উদ্দেশে প্রশ্ন আচ্ছে দিনের কথা বলে তাদেরকে এই ধরনের নির্যাতন করার পেছনে কি কারণ লুকিয়ে আছে? সরকার এই ধরনের কাজের জন্যই কি মানুষের কাছে ভোট চেয়েছিল? তার আরও অভিযোগ, যদি কান্তি এবং সুশীলের কাছে কেউ কিছু

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ভৌমিক বলেন, কিছুদিন আগে ভৌমিকের। তিনি কটাক্ষ করে প্রধানমন্ত্রীর রাজ্য সফরের প্রাক্কালে সরব হলেন তৃণমূল স্টিয়ারিং কমিটির রাজ্য আহায়ক সুবল ভৌমিক। তিনি বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোতে প্রধানমন্ত্রী কোনও রাজ্যে যত বেশি আসবেন সে রাজ্যের তত বেশি উন্নয়ন হবে। কিন্তু ত্রিপুরায় আজ থেকে চার বছর আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এসে যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেছেন, সেই প্রতিশ্রুতির ধারেকাছেও নেই বিজেপি সরকার। এই অভিযোগ তুলে সুবল ভৌমিক আরও বলেন, বিজেপি যে প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে ক্ষমতায় এসেছে তা রক্ষা করতে পারছে না। প্রধানমন্ত্রী রাজ্যে এসে প্রতিশ্রুতি দিলেও তার কতটা বাস্তবায়িত হবে তা সময়েই বোঝা যাবে। তবে সুবল ভৌমিকের আশঙ্কা, বিজেপি মুখে প্রতিশ্রুতি দিলেও তা রক্ষা করে না, এবারও করবে না। তিনি আরও অভিযোগ করেন, গালভরা ভাষণ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী রাজ্যের মানুষকে বিভ্রান্ত করলেও মানুষ বিজেপিকে চিনে গেছে। কটাক্ষ করে সুবল

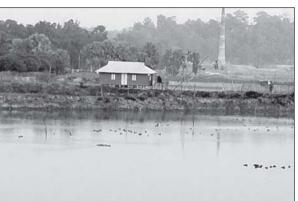
<mark>আগরতলা, ৪ জানুয়ারি।।</mark> পুর সংস্থার নির্বাচনে ৯০ বলেন, সাধারণ মানুষ এখন আর শতাংশেরও বেশি আসনে জয়ী বিজেপির কর্মসূচিতে আসতে হয়েছে বিজেপি। তারপরও এত চাইছে না। তাই স্কুল কলেজের ভয় কেন? প্রধানমন্ত্রী এসেছেন, পড়ুয়া, সরকারি কর্মচারীদের স্বামী



তার পর আসবেন দলের সর্বভারতীয় সভাপতি। সুবল ভৌমিকের দাবি, তুণমূল যখন এ সুবল ভৌমিক সহ অন্যান্য তুণমূল রাজ্যে শক্তি বাড়িয়েছে তখন বিজেপি তৃণমূলকে ভয় পেয়েছে। তাই তৃণমূলের আতঙ্কে বিজেপি আনেক আগেই ময়দানে নামলো। সরকারি অনুষ্ঠান হলেও এদিনের স্থায়েছে। প্রধানমন্ত্রীর রাজ্য সফরের আয়োজনকে দলীয়করণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ সুবল

বিবেকানন্দ ময়দানে আসতে হুলিয়া জারি করা হয়েছে। তবে নেতৃত্ব প্রধানমন্ত্রীর এই সফরকে রাজনৈতিকভাবেই ব্যাখ্যা করতে চান। তারা মনে করেন, সরকারি আয়োজনকেই দলীয়করণ করা পর তাকে ইস্যু করেই এবার ময়দানে তৃণমূল।

জাঁকিয়ে শীতের আগমনে সাইবেরিয়ান পাখিদের ভিড়



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কাঁঠালিয়া, ৪ জানুয়ারি।। শীত পড়লেই সুদূর পাশ্চাত্য দেশ থেকে সাইবেরিয়ান পাখি রাজ্যে প্রবেশ করে। এ বছরও এর ব্যতিক্রম হয়নি। যদিও অন্যান্য বছরের তুলনায় সংখ্যাটা এবার মাত্রাতিরিক্ত বেড়েছে। শীতের মরশুমে সিপাহিজলা, রুদ্রসাগর এমনকি পার্শ্বর্তী সোনামুড়ার বেজিমারা রবীন্দ্রনগর জলাশয়গুলোতে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখিগুলি এসে বিচরণ করছে। এই পরিযায়ী পাখিদের বিচরণ প্রত্যক্ষ করতে কৌতৃহলী বহু মানুষ পৌষের কয়াশার চাদরে ঢাকা আকাশে প্রাতঃভ্রমণকারীরা নীরবে ভিড় করছে জলাশয়ের পাশে। তবে সোনামুড়ার রুদ্রসাগর বা সিপাহিজলায় বিগত বছরগুলোতে

পাখির বিচরণ ছিল। কিন্তু বেজিমারা বা রবীন্দ্রনগরের ইটভাটা জলাশয় গুলোতে সুদূর পাশ্চাত্য থেকে নানা প্রজাতির এদের বিচরণ বলে অনেকের ধারণা।

ভিনদেশের পরিযায়ী পাখির বিচরণ কম ছিল। এবার দেখা যাচেছ, সাইবেরিয়ান পাখি ঝাঁকে ঝাঁকে এসে এসব স্থানে বিচরণ করছে। মঙ্গলবার বন দফতরের রেঞ্জ অফিসার বিকাশ ঘোষ জানান, বন দফতর থেকে একটি টিম এইসব জলাশয়ে এসে সাইবেরিয়ান পাখির সংখ্যা কত গণনা করে তথ্য সংগ্রহ করার কথা রয়েছে। তবে একাংশ বিশেষজ্ঞ মহলের ধারণা, এইসব জলাশয়গুলিতে কোনদিন পাশ্চাত্য সাইবেরিয়ান পাখি এভাবে ঝাঁকে ঝাঁকে দেখা যায়নি। ভূপুষ্ঠের উপরে জলাশয় কমে যাওয়ায় দূর-দূরান্ত থেকে খাদ্য সংগ্রহ করতেই বলে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জান্য়ারি।। অল ত্রিপুরা ব্লাইন্ড অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন কেন্দ্র প্রেক্ষাগুহে অনুষ্ঠিত হয় বিশ্ব ব্রেইল দিবসের আলোচনা সভা। এই আয়োজনের শুরুতেই লুই ব্রেইলের জন্মদিনে তার প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজনও। এই পর্বে উপস্থিত। ছিলেন ত্রিপুরা উচ্চ আদালতের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি উৎপলেন্দু বিকাশ সাহা, রাজ্যের বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের কমিশনার ওয়াই কুমার, পশ্চিম জেলা প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন কেন্দ্রের সচিব দীপ্তি বিকাশ রায়, সলিল দেববর্মা সহ অন্যান্যরা। গোটা আয়োজনে এই

দিনটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বক্তব্য রাখেন বক্তারা। স্বাগত ভাষণ রাখেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মিঠন সাহা। ধন্যবাদ সূচক বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সভাপতি সনাতন দেবনাথ। এদিকে, অল ত্রিপুরা ব্লাইন্ড কমিটির উদ্যোগে এই দিনটি পালন করা হয়। এদিন দষ্টিহীন দিব্যাঙ্গজনদের ভাষা শিক্ষার আবিষ্কর্তা লুই ব্রেলের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সহদেব সাহা. উপদেস্টা কমিটির চেয়ারম্যান শ্যামল চৌধুরী, সুস্মিতা দত্ত রায় চৌধুরী, সুজিত দাস সহ অন্যান্যরা। আলোচনায় বক্তারা এ দিনটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। আগরতলার পাশাপাশি রাজ্যের অন্যান্য জায়গাতেও এ দিনটি উদযাপন করা হয়।

সরব বামপন্থীরা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জানুয়ারি।। এমবিবি বিমানবন্দরে অত্যাধুনিক টার্মিনালের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। কিন্তু সিপিআই সদর বিভাগীয় পরিষদ দাবি করেছে, কেন্দ্রীয় সরকার বীর বিক্রম আগরতলা বিমানবন্দরকে আদানি গোষ্ঠীর

হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবি করেছে সিপিএম। দলের তরফে বলা হয়েছে, এই টার্মিনাল ভবনটির কাজ এবং বিমানবন্দরের সম্প্রসারণের জন্য যে উদ্যোগ শুরু হয়েছিল তারই উদবোধন হল এদিন। বিগত বামফ্রন্ট সরকারের সময়ে এর কাজ শুরু হয়েছে। সিপিআই'র তরফে বলা হয়েছে, পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকারের সময়ে এই উদ্যোগ যখন শুরু হয়, তখন জমি প্রদানের জন্য তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার ৭৮ পরিবারকে পুনর্বাসন দিয়েছিল। তৎকালীন সময়ে ৩৫ কোটি টাকারও বেশি ব্যয় করা হয়েছে। অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রণালয় সেই সময় পিপিপি মডেলে কাজ করার কথা বললেও তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার তাতে রাজি হয়নি। পরবর্তী সময়ে এর উদ্যোগ শুরু হয়েছে বামফ্রন্ট সরকারের সময়েই। এ বিষয়গুলো উল্লেখ করে সিপিআই'র তরফে বলা হয়েছে, মোদি সরকার বর্তমানে আদানি গোষ্ঠীকে এই বিমানবন্দর দিচেছ। কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে এ বিষয়গুলো তলে ধরে সদর বিভাগীয় পরিষদ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারেরও দাবি জানানো হয়। সিপিআই বলেছে, আগরতলা বিমানবন্দরের গুরুত্ব বাড়ছে কারণ, প্রতিবেশী বাংলাদেশের যাত্রীরা যারা ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে চিকিৎসার জন্য আগরতলা হয়ে অন্য রাজ্যে যায়। এক্ষেত্রে বেসরকারি সংস্থার হাতে এই বিমানবন্দরটি চলে গেলে সাধারণ মানুষের জন্যও ব্যয় সাপেক্ষ হবে। বিমানবন্দরকে বেসরকারিকরণের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সকলের সহযোগিতা চেয়েছেন। তবে এ বিষয়টি নিয়ে সরকার পক্ষের কেউই মুখ খুলছে না। প্রধানমন্ত্রীর হাত ধরে এই প্রকল্পের উদ্বোধনের দিনেই সরব হলো সিপিআই।

অভিযুক্তের কঠোর শাস্তি চেয়ে ডেপুটেশন



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, প্রাণেশ রন্দ্রপাল এবং তাকে নিকট এক ডেপুটেশন প্রদান করে তেলিয়ামুড়া, ৪ জানুয়ারি।। সহায়তা করেছিল এলাকার অপর ধর্ষণকারীর কঠোর শাস্তির দাবিতে মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের এসএফ আই

নিকিট ডেপুটেশন প্রদান করল বামপন্থী ছাত্র যুব সংগঠন। মঙ্গলবার এবং ডিওয়াইএফআই-এর তরফে এক প্রতিনিধি দল ধর্ষণের অভিযোগে অভিযুক্ত'কে কঠোর শাস্তির দাবিতে ডেপুটেশন প্রদান করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, চলতি মাসের ১ তারিখ অর্থাৎ ১ জানুয়ারি তেলিয়ামুড়া থানা এলাকার তুইসিন্দ্রাই করকড়ি এলাকায় ধর্ষণের শিকার হয়েছিল সেই নাবালিকাকে ধর্ষণ করেছিল একই এলাকার শাসকদলীয় নেতা

আরেক যুবক প্রসেনজিৎ মালাকার এমনটাই অভিযোগ এলাকাবাসীদের।পরবর্তীতে তেলিয়ামূড়া থানার পুলিশ সোমবার রাতে অভিযক্ত তথা ধর্ষক প্রাণেশ রুদ্রপাল'কে গ্রেফতার করে তেলিয়ামুড়া থানায় নিয়ে আসে। ধর্যকের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়ে এবং ধর্ষকের সঙ্গে সহায়তাকারী প্রসেনজিৎ মালাকার'কে গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে তেলিয়ামুড়া থানা ঘেরাও করে এলাকাবাসীরা মঙ্গলবার সকালে। এক ১৩ বছর বয়সি নাবালিকা। অপরদিকে ধর্ষক প্রাণেশ রুদ্রপালের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে এসএফআই এবং ডিওয়াইএফআই'র তথা তুইসিন্দ্রাই শক্তি কেন্দ্রের এক পক্ষ থেকে মহকুমা পুলিশ

এবং দাবি জানানো হয় যেন ধর্ষকের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করা হয়। এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে ডিওয়াইএফআই মহকুমা কমিটির সম্পাদক রঞ্জু দাস বলেন, আমরা দেখেছি বিগত দিনে তেলিয়ামুড়া মহকুমায় মহারানিপুর এলাকায় ধর্য পের শিকার হয়েছিল এক নাবালিকা এবং উত্তর মহারানি এলাকায় উপজাতি এক কন্যা ধর্য পের শিকার হয়েছিল। এ বিষয়গুলি নিয়ে আমরা আজকে মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের সঙ্গে কথা বলেছি এবং করকড়ি এলাকায় যে ১৩ বছর বয়সি নাবালিকা ধর্ষণের শিকার হয়েছে ওই নাবালিকার পরিবার যেন আইনিভাবে সাহায্য-সহযোগিতা পায় তার জন্য

নেতৃত্ব সুভাষ রুদ্রপালের ভ্রাতৃষ্পুত্র আধিকারিক সোনা চরণ জমাতিয়ার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, অস্বস্তিতে দিন্যাপন করতে বাধ্য **ধর্মনগর, ৪ জানুয়ারি।।** পানিসাগর হচ্ছেন বলে খবর। নগর এলাকার বিশেষ করে নগর পঞ্চায়েত বাড়িতে নানা কায়দায় চুরি-চামারি এলাকায় আইন-শৃঙ্খলার চরম মাত্রাতিরিক্তবৃদ্ধি পাওয়ায় নগরবাসী অবনতিতে সুশীল সমাজ দারুণ

এই কনকনে শীতের মরসুমে বিনিদ্র

রজনী উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার মধ্য দিয়ে কাটাচেছন--- এমনই মতামত থানার অন্তর্গত বিভিন্ন এলাকায় ১৩টি ওয়ার্ড এলাকায় গৃহস্থের নগরবাসীর। নগরবাসীর ভোটে নির্বাচিত হয়ে বিজেপির নবগঠিত বোর্ড গঠন হওয়ার পরে অবস্থার পরিবর্তন

চারের পাতার পর

দাবি জানানো হয়েছে।



8 5 2 3 1 4 6 9 7

ক্রমিক সংখ্যা — ৩৯৬									
3	3	8	2	6	5	4	9	7	
5	5	1		7	3		8		
7	7							3	
		2	8	9	6			4	7
					7	8			
9)		5				2	8	6
2	2		1	5	8	7		9	4
					9	6	1	2	
8	3					2		5	3

বেতন কেটে নিল ডাবল ইঞ্জিন সরকার তবাদে কর্মবিরতিতে শাসক সমর্থি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, পর্যন্তপুরো বেতন মিটিয়ে না দেওয়া সপ্তাহে দু'দিন করে ছুটি নিতে। যাতে নিয়োগ করার চেস্টা করা হবে। আনন্দনগর, ৪ জানুয়ারি।। অন্যান্য কর্মচারীদের মত টিএফডিপিসি'র শ্রমিকরা বিভিন্ন ধরনের ছটি ভোগ করে আসছেন। কর্মচারীদের মত তারাও সবেতন ছুটি পান। কিন্তু আচমকা টিএফডিপিসি কর্তৃপক্ষ ছুটি নেওয়ার কারণ দেখিয়ে শ্রমিকদের বেতন কেটে রেখে দিয়েছে বলে অভিযোগ। চলতি মাসে তারা যখন বেতন পেয়েছেন তা দেখে হতবাক হয়ে পড়েন। কারণ, যাদের বেতন ৮ হাজার টাকা তাদের অ্যাকাউন্টে দেওয়া হয়েছে মাত্র ৫ হাজার টাকা। যাদের বেতন ১২ হাজার টাকা তারা পেয়েছেন ৮ হাজার টাকার মত। স্বাভাবিকভাবে শ্রমিকদের মধ্যে এ নিয়ে চরম ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। যার বহির্প্রকাশ ঘটে মঙ্গলবার।এদিন শ্রমিকরা বেতন কেটে নেওয়ার প্রতিবাদে কর্মবিরতি শুরু করেন। তারা জানিয়ে দিয়েছেন, যতক্ষণ না

ম্যানেজারের সাথে কথা বলেছেন। করার উদ্দেশ্যেই কি এই ধরনের

হচ্ছে, আন্দোলন চালিয়ে যাবেন। করে বেতন আরও কমে যায়।এখন প্রমিকদের যদি কম বেতন দেওয়া তারা এ বিষয়ে টিএফডিপিসি'র প্রশ্ন উঠছে, আগের শ্রমিকদের ছাঁটাই হয় তাহলে তারা নিজে থেকেই বিকল্প

কোনো কাজ খুঁজে নেবেন। সেই

পরিকল্পনাতেই তাদের বেতন কেটে

নেওয়া হচেছ বলে অনেকের

আশঙ্কা। অথচ যারা এদিন কর্মবিরতি

আসছেন। এখন হয়তো শুরু করেছেন তারা সবাই শাসক

শাসকপক্ষের ঘনিষ্ঠদের সেখানে সমর্থিত। সেই শ্রমিক সংগঠনের



সাথে এ ধরনের বঞ্চনা করা হচ্ছে? এখনও পর্যস্ত টিএফডিপিসি কর্তৃপক্ষ গোটা বিষয়টি নিয়ে মুখ খুলেনি। যদি এভাবেই প্রশাসনিক কর্তারা নিজেদের সিদ্ধান্ত শ্রমিকদের উপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন, তাহলে আগামী দিনে আন্দোলন আরও বৃহত্তর রূপ নিতে পারে। শ্রমিকরা জানিয়েছেন, আধিকারিকদের সাথে কথা বললে তারা বার বার দাবি করেন সংস্থা লোকসানে চলছে। সেই জায়গায় শ্রমিকদের প্রশ্ন, কর্মচারীদের বেতন দেওয়ার ক্ষেত্রে সংস্থার লোকসানের বিষয়টি তাদের মনে থাকে না কেন? শ্রমিকদের আরও অভিযোগ, কর্তৃপক্ষ নাকি বার বার অভিযোগ করে তারা সঠিকভাবে কাজ করেন না। কিন্তু শ্রমিকদের দাবি এই অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা।

আছে। তাহলে কেন ওই শ্রমিকদের

অসম পুলিশের হাতে আটক গাঁজা ও সুপারি

জানুয়ারি।। ত্রিপুরা থেকে অসমে যাওয়া দুটি লরি তল্লাশি করে উদ্ধার হয় প্রচুর পরিমাণ গাঁজা এবং বার্মিজ সুপারি। এই ঘটনায় আবারও ত্রিপুরা পুলিশের ব্যর্থতা প্রমাণিত হয়েছে। প্রশ্ন উঠছে ত্রিপুরা পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে কিভাবে দুটি গাড়ি অসম পর্যন্ত গেল? এর আগেও ত্রিপুরা পুলিশের ব্যর্থতা সামনে উঠে এসছেল। কিন্তু একটি ঘটনারও সঠিকভাবে তদন্ত হয়নি। নিন্দুকেরা বলেন, পুলিশের একাংশ পাচারকার্যের সাথে জড়িত। তাই ইচ্ছাকৃতভাবে সব যানবাহন ভালোভাবে তল্লাশি করা হয় না। দুটি ঘটনায় অসম পুলিশ পৃথক পৃথক মামলা নিয়ে দুই চালককে আটক করেছে। মঙ্গলবার দুপুর ২টা নাগাদ জেএইচ১০সিই৫৮১৫ নম্বরের ১৪ চাকার একটি লরি ত্রিপরা সীমান্ত পেরিয়ে অসমে প্রবেশ করতেই ধরা পড়ে। অসম পুলিশ রুটিন তল্লাশির সময় লরি আটক করে। তারা লরিতে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার করেন ২৫,২০০ কেজি বার্মিজ সুপারি। যার বাজার মূল্য কমপক্ষে ১ কোটি ৮০ হাজার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, টাকা হবে। জানা গেছে গাড়িতে আটককৃত গাঁজার বাজার মূল্য প্রায় সহচালক মুজাহিদ শেখকে (২০) আটক করা হয়। তাদের বাড়ি পশ্চিমবঙ্গের মালদা জেলায়। অসম পুলিশের জেরায় তারা জানিয়েছে কুমারঘাট থেকে

চুরাইবাড়ি / কদমতলা, ৪ ৩১৫টি সুপারির বস্তা ছিল। সঙ্গে ৩১ লক্ষ টাকা হবে বলে পুলিশ চালক নাসারুল শেখ (৪৫) এবং জানিয়েছে। সঙ্গে চালক শিবনাথ চৌধুরী (৪০) এবং সহচালক বাবাই গুসাইটকে (২৪) আটক করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে অসম পলিশ নির্দিষ্ট ধারায় মামলা নিয়েছে। ধৃত চালক জানায়, গাঁজার প্যাকেট সঠিক



সুপারির বস্তা লোড করা হয়েছে। সুপারির বস্তা গুয়াহাটি নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল। অপরদিকে একই সময়ে আগরতলা থেকে কলকাতাগামী ডব্লিউবি১১ডি৬৬৬৭ নম্বরের লরি ত্রিপুরা সীমান্ত দিয়ে অসমে প্রবেশ করতেই অসম-চুরাইবাড়ি ওয়াচ পোস্টের পুলিশ আটক করে। গাড়ির গোপন ক্যাবিনে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল ৩১ প্যাকেট গাঁজা।

জায়গায় পৌছে দিলে তাদের ২ লক্ষ টাকা দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছিল। ধৃতদের বাড়ি পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলায়। দুটি ক্ষেত্রেই পুলিশ পৃথক পৃথকভাবে মামলা নিয়ে ধৃতদের জেরা চালিয়ে যাচ্ছে।বুধবার তাদের করিমগঞ্জ আদালতে পেশ করা হবে। এই ঘটনায় ত্রিপুরা পুলিশের তল্লাশি ব্যবস্থা আবারও প্রশ্নের মুখে দাঁড়িয়েছে।

পর পর দুটি দুর্ঘটনায় আহত চার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৪ জানুয়ারি।। বিশালগড় থানা এলাকায় দুর্ঘটনা ছাড়া এমন কোনো দিন বাদ যাচ্ছে না। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ফের পর পর দুটি দুর্ঘটনা ঘটে। প্রথমটি বিশালগড় ২নং গেট সংলগ্ন জাতীয় সড়কে। বাইক এবং অটোর সংঘর্ষে আহত হন এক বৃদ্ধা। সন্ধ্যা ৫টা ১৫ মিনিট নাগাদ বিশালগড় ২নং গেট সংলগ্ন জাতীয় সড়কে বাইক এবং অটোর সংঘর্ষে আহত হন পূর্ণিমা দেব। ঘটনার পর বাইক চালক সেখান থেকে গা-ঢাকা দেয়। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে বৃদ্ধার পরিবারের লোকজন ছুটে আসেন। তারা পূর্ণিমা দেব'কে উদ্ধার করে নিয়ে আসেন বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে। কর্তব্যরত চিকিৎসক মহিলাকে দেখে আগরতলার হাঁপানিয়া হাসপাতালে রেফার করে দেন। অন্যদিকে, চেলিখলা এলাকায় বাইক দুৰ্ঘটনায় আহত হন তিনজন। যাদের মধ্যে দু'জন বাইক চালক এবং একজন আরোহী। প্রত্যক্ষদর্শীরা আহতদের উদ্ধার করে বিশালগড় হাসপাতালে নিয়ে আসেন। আহত দুই বাইক চালক মদন দেববর্মা এবং আকাশ দেববর্মা। আহতদের বাড়ি চেলিখলা এলাকাতেই। তবে দুর্ঘটনা কিভাবে ঘটেছে তা

জেলহাজতে দুহ

স্পষ্টভাবে জানা যায়নি।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি. গভাছড়া, ৪ জানুয়ারি।। ধলাই জেলায় ধৃত দুই জঙ্গি সহযোগীকে মঙ্গলবার গভাছড়া আদালতে পেশ করে পুলিশ। তাদেরকে আগামী ৭



জানুয়ারি পর্যন্ত জেলহাজতে পাঠায় আদালত। সোমবার সন্ধ্যা রাতে আমবাসা বাজার থেকে জঙ্গি সহযোগী মিঠুন ত্রিপুরাকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। তাকে জেরা করে পরবর্তী সময় গভাছডা মহকুমার দাঙ্গাবাড়ি থেকে গ্রেফতার করা হয় তার সহযোগী রামকৃষ্ণ ত্রিপুরাকে। ধৃত দু'জনকে সোমবার মধ্যরাতে আমবাসা থেকে গভাছড়া থানায় নিয়ে আসা হয়েছিল। মঙ্গলবার তাদের আদালতে পেশ করা হয়।

ICA-C-3249-21

কোনোকালেই শেষ হচ্ছে না প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ব্লকের অধীন নোনাছড়া, রমণী জাইনার[ু]ং রিয়াং। এই

শ্রমিকরা বাম আমল থেকেই

টিএফডিপিসিতে কাজ করে

কিন্তু তিনিও স্পষ্টভাবে কোনো কারসাজি চলছে? কারণ, ওই সব

তেলিয়ামুড়া, ৪ জানুয়ারি।। রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনজাতিদের দুঃ খ-দুর্দশা কোনকালেই শেষ হওয়ার নয়। বাম আমল হোক কিংবা রাম আমল উন্নয়নের ছোঁয়া থেকে বঞ্চিত এ সকল অঞ্চলের জনজাতিরা। জীবন সংগ্রামে কোনরকমভাবে জীবনের সাথে যুদ্ধ করে বেঁচে র্য়েছে প্রত্যক্ত অঞ্চলের জনজাতিরা। তাই এবার বেঁচে থাকার তাগিদে আয়ের উৎসের জন্য জনজাতিরা ভিন্ন পথ অবলম্বন করল। এরকমই দৃশ্য দেখা গেল তেলিয়ামুড়া মহকুমার মুঙ্গিয়াকামি

জবাব দেননি। বরং শ্রমিকদের ভুল

পথে চলার পরামর্শ দিয়েছেন বলে

তারা অভিযোগ করেন। শ্রমিকরা

জানান, তাদেরকে বলা হচ্ছে প্রতি

বিলাইহাম, কাঁকড়াছড়া এডিসি ভিলেজ-সহ আরো বেশ কয়েকটি গ্রামে। এই অঞ্চলে বিরাট একটা অংশ রিয়াং জনজাতিদের বসবাস। সেই সুপ্রাচীন কাল থেকে তারা জুম চাষকেই প্রধান আয়ের মাধ্যম হিসেবে বেছে নেয়। কিন্ত বর্তমান সময়ে শুধুমাত্র জুম চাষ করে সংসার প্রতিপালন করা যায় না বলে জানান রিয়াং জনজাতিরা। তাই এবার সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে বিকল্প আয়ের উৎস হিসেবে শিমুল তুলা চাষকে বেছে নিয়েছেন বলে জানান জনজাতি

প্রচেষ্টার প্রথম বছরেই সফলতা এসেছে। এমনিতেই শীত মরসুম চলছে। এখন তারা শিমুল তুলা চাষ নিয়েই চরম ব্যস্ত। এই শিমুল তুলা চাষ করে বিকল্প অর্থনীতির রাস্তা যে করা যায় বিষয়টা তাদের কাছে পরিষ্কার। প্রথম বছরই মোটামুটি ভালো আয় হয়েছে। এখন আগামী দিনে যদি সরকার সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় তাহলে নিজেদের আর্থসামাজিক ব্যবস্থার কিছুটা হলেও পরিবর্তন করতে পারবে বলে দৃঢ় আশাবাদী রিয়াং জনজাতি মহিলারা।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, অস্পি, ৪ জানুয়ারি।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হাত ধরে শুরু হওয়া স্বচ্ছ ভারত অভিযান একটা সময় এ রাজ্যেও যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছিল। লোক-দেখানোর জন্য হলেও নেতা-মন্ত্রীরা হাতে ঝাড়ু নিয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজে লেগে পড়েছিলেন। কিন্তু সময় যত গডিয়ে যাচেছে স্বচ্ছ ভারতের এখন আর কারোর মুখে স্বচ্ছ ভারতের কথা যেমন শোনা যায় না, ঠিক তেমনি বিভিন্ন জায়গায় স্বচ্ছতা বজায় রাখার উদ্যোগও দেখা যাচ্ছে না। তারই প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে অম্পি বাজারে। বাম আমলে

বাজারে একটি টয়লেট গডে তোলা হয়েছিল। বাজারের ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে ক্রেতারাও তা ব্যবহার করতেন। কিন্তু এখন সেই টয়লেট ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। শুধু তাই নয়, টয়লেটের গেটে তালা ঝুলিয়ে দেয় বর্তমান সময়ের ক্ষমতাসীনরা। যেন তারাই স্বচ্ছ ভারতের স্লোগানকে কালিমালিপ্ত হারিয়ে বসেছে এ রাজ্যে। কারণ দেওয়ার সুফল (!) এটাই হয়েছে যে, বাজারের আশপাশ এখন নোংরায় পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। সেই নোংরায় দাঁড়িয়ে প্রাকৃতিক কাজ সারছেন ব্যবসায়ী থেকে ক্রেতারা। যার ফলে বাজার এলাকায় হাঁটাচলার মত পরিস্থিতি

নেই বলে স্থানীয়দের অভিযোগ সবাই প্রশ্ন তুলছেন যেহেতু বাজারে শৌচাগার আছে, তাহলে সেখানে তালা ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে কেন? শৌচাগার বন্ধ থাকার কারণে যে যার খশি মতো জায়গায় প্রাকৃতিক কাজ সারছেন। এতে করে স্বচ্ছ ভারত অভিযান কতটা কাজে এল তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। করার জন্য এই উদ্যোগ স্থানীয়দের প্রশ্ন, যে দলের নেতারা স্লোগান এবং তার উদ্দেশ্য যেন নিয়েছেন। শৌচালয় বন্ধ করে স্বচ্ছ ভারতের স্লোগান দিয়ে আগে ঝাড়ু নিয়ে রাস্তায় নেমে পড়তেন তারা এখন কোথায় অম্পি বাজারের এই অব্যবস্থার চিত্র তারা কি দেখতে পাচেছন না? নাকি ইচ্ছাকৃতভাবেই স্বচ্ছ ভারত

অভিযানকে ব্যাহত করার জন্য শৌচাগারে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছেন ?

সিপিএমের মেম্বার হওয়ায় সেদিন

আর জায়গা ফিরিয়ে দেওয়ার বদলে

উল্টো পুলিশের উপর আক্রমণ

চালায় জাকির হোসেন বলে

অভিযোগ। দা নিয়ে তৎকালীন

মধুপুর থানার ওসিকে আক্রমণ

করেছিল বলে অভিযোগ। তারপর

পুলিশও অভিযুক্ত জাকিরের বিরুদ্ধে

মামলা গ্রহণ করে সেই মামলা

এখনো আদালতে ঝুলছে। মঙ্গলবার

আদালতের কর্মী ও মধুপুর থানার

ভারপ্রাপ্ত ওসি পার্থনাথ ভৌমিকের

উপস্থিতিতে জায়গায় গড়ে উঠা

ঘরগুলিকে ভেঙে মহিলার জায়গা

মহিলার হাতে তুলে দেয়। ৪৫ বছর

পর এই জায়গা পেয়ে কিছুটা হলেও

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে রাহেলা।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আদালতে মহিলা জায়গা ফিরে **বিশালগড়, ৪ জানুয়ারি।।** ৪৫ বছর পর দখলকৃত জমি ফিরে পেলেন এক মহিলা। ঘটনা মধুপুর থানাধীন অরবিন্দনগর এলাকায়। অভিযোগ, জামাল মিয়ার এক ভাই জাকির হোসেন বলপূর্বক জামালের ২ কানি পাঁচ গন্ডা জায়গা দখল করে ঘর তুলে বসে। বহুদিন ধরে জায়গাটি ছেড়ে দেওয়ার কথা বললেও আক্রমণের মুখে পড়েন জায়গার আসল মালিক। তারপর জামাল মিয়ার মৃত্যু হবার পর তার স্ত্রী রাহেলা বেগম জায়গার মালিক হয়। ১১ সালে আগরতলায়

MEMORANDUM

The date for submission of bid for supply of home cooked food by SGH/VO/CLFs under TRLM vide No.F.5(30)RD/TRLM/2021/6226-29 dated 11/11/2021 has been extended for 22

৪৫ বছর পর জাম

পাওয়ার জন্য মামলা করেন। পরে জেলা ভাগ হওয়ার পর মামলাটি আসে সোনামুডা কোর্টে। ১৭ সালে রাহেলা বেগমের পক্ষে আদালতের রায় আসলে আদালতের কর্মীরা



মধপর থানার পলিশকে নিয়ে আসেন জায়গাটি মহিলার হাতে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য। কিন্তু ওই সময় সিপিএম আমল থাকায় ও জামির হোসেনের এক ভাই

(Twenty two) more days till 25/01/2022 upto 3.00 PM under TRLM. The detailed NIQ may be seen in the website www.rural.tripura.gov.in/www.trlm.tripura.gov.in/www.tripura.gov.in All other terms and conditions of the NIQ are remaining same. Sd/- Illegible

(S.C Saha, TCS, SSG) Addl. Chief Executive Officer (Addl. Secretary, RD Deptt.) Tripura Rural Livelihood Mission

NOTICE INVITING e-TENDER

TENDER REF. NO. F.6(1-22)-AGMC/Purchase/PG/Machinery items/2021-22 Dt. 3/12/2021 TENDER FOR "Procurement of Equipments for the Dept. of Forensic Medicine & Toxicology in the Agartala Government Medical College & G.B.P. Hospital, Agartala". A Tender hereby invited on behalf of the Medical Superintendent & HOD, A.G.M.C & G.B.P. Hospital, Agartala, Tripura from resourceful, experienced and bonafide licensed manufacture or their authorized local supplier/dealer/distributor in the state of Tripura for "Procurement of Equipments for the Dept. of Forensic Medicine & Toxicology in the Agartala Government Medical College & G.B.P. Hospital, Agartala.'

The details of tender, list of items with indicative quantity and Tender Documents are made available on website (http://tripuratenders.gov.in). The last date/time of submission of the tender documents by online is 22/01/2022 up to 4:00 pm. All future modification/ corrigendum shall be made available in the e procurement portal, So bidders are requested to get the update themselves from the e procurement web portal only.

ICA-C-3231-21

Sd/- Illegible Medical Superintendent & Head of Department A.G.M.C & G.B.P. Hospital, Agartala.

ছাগল চুরির অভিযোগে

বৃদ্ধকে মারধর প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৪ জানুয়ারি।। ছাগল চুরির অভিযোগে এক বৃদ্ধকে মারধরের অভিযোগ। ঘটনা মঙ্গলবার উদয়পুর গকুলপুর

বাজারে। আক্রান্ত ব্যক্তির নাম



বাজারে ছাগল নিয়ে যাওয়ার সময় রতন দেবনাথ তাকে মারধর করে বলে অভিযোগ। যাত্রামোহন দাসকে ছাগল চোর বলে আখ্যায়িত করে রতন। তাই পরবর্তী সময় রতন দেবনাথের বিরুদ্ধে আরকেপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন যাত্রামোহন দাস। এর আগেও নাকি অভিযুক্ত ব্যক্তির হাতে যাত্রামোহন দাস আক্রান্ত হয়েছিলেন। তাই তিনি এই ঘটনার বিচার চাইছেন। আক্রান্ত ব্যক্তির ছেলে সংবাদমাধ্যমকে জানান, বিগত দিনের ঘটনাগুলি রতন দেবনাথের ভাইয়ের কাছে নালিশ জানানো হয়েছিল। রতন দেবনাথের ভাই অবশ্য ঘটনা জানতে পেরে এড়িয়ে যান। এদিন বাজারে অনেক মানুষের উপস্থিতিতেই যাত্রামোহন দাসকে মারধর করা হয়েছে। ঘটনাটি দেখেও কেউ এগিয়ে আসেনি রতন দেবনাথকে বাধা দেবার জন্য। আক্রান্ত ব্যক্তির পরিবার চাইছে এবার যেন অভিযুক্তের শাস্তি হয়। প্রকাশ্য দিবালোকে নিরীহ ব্যক্তিকে মারধরের ঘটনায় নিরাপতা ব্যবস্থা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। পুলাশি এখন রতন দেবনাথের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করে সেটাই দেখার। তবে কি কারণে রতন দেবনাথের সাথে যাত্রামোহন দাসের বার বার ঝামেলা হচ্ছে তা জানা যায়নি।

CODE:-DH&FWS-GOMATI/IPPI/JAN22/01

Gomati District Health & Family Welfare Society (Office of the CMO, Gomati District) Tepania, Udaipur, Tripura -799114 No. F.17(2-1) / DH&FWS / CMO / G / 2006 / V-II

Date:- 04/01/2022

NOTICE INVITING QUOTATION

Sealed Quotation is hereby invited for 01 year from the undersigned Firm / Agencies / Cooperative Societies of Tripura for supply of Posters and Banners for IPPI 2022 which is to be submitted to the Office of the Undersigned within 11/01/2022 at 11.00 AM. The tender is likely to be opened on 11/01/2022 at 3.00 pm. The details of the tender will be available in the NHM Website:- www.tripuranrhm.gov.in or in the NOTICE BOARD of DH&FWS (CMO Office), Gomati Dist, Tepania, Udaipur, Tripura -799114.

CMO (Exe. Secretary, DH&FWS), Gomati District, Tepania, Udaipur, Tripura - 799114

Sd-Illegible

শতবর্ষ পোরিয়েও ঘর বঞ্চিত জগবন্ধ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৪ জানুয়ারি।। কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থানুকুল্যে ১ লক্ষ ৭০ হাজার ঘর প্রদান করা হয়েছে। আগামী দিনে আরও পরিবারকে এই ধরনের সুযোগ-সুবিধার আওতায় নিয়ে আসা হবে বলে সরকার জানিয়েছে। কিন্তু যাদের এবারই ঘর পাওয়ার কথা ছিল অনেকেই তা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন বলে অভিযোগ। শুধু ঘরের ক্ষেত্রেই নয় অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রেও বহু মানুষ এখনও বঞ্চিত। বৃদ্ধ ভাতা পাওয়ার নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে গেলেও এখনও বহু মানুষ সরকারি সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। এমনই এক বৃদ্ধ ব্যক্তির দেখা মিললো তেলিয়ামুড়া মহকুমার তুইকই এলাকায়। তার বয়স ১০২ বছর। এমনই দাবি করেছেন জগবন্ধু রাঙ্খল। কিছুদিন পরেই নাকি তিনি ১০৩ বছরে পা রাখবেন। সেই ব্যক্তি সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে জানান, এখনও পর্যন্ত সরকারিভাবে কোনো ঘর তার কপালে জুটেনি। বিপিএল কার্ড এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা তিনি পেলেও এখনও তাকে জরাজীর্ণ ঘরে বসবাস করতে হচ্ছে। তেলিয়ামুড়া মহকুমার সর্দকরকরি এডিসি ভিলেজের অন্তর্গত তুইকই এলাকার ওই নাগরিক জানান, ডান-বাম সব আমলের সরকার তিনি দেখেছেন। কিন্তু কেউই তাকে একটি ঘরের ব্যবস্থা করে দেননি। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে তিনি আক্ষেপের সুরে এমনটাই জানালেন। জরাজীর্ণ ঘরে আজও কোনোরকমভাবে বসবাস করছেন তিনি। তবে সরকারি ঘর পাওয়ার আশা এখনও ছাড়েননি। তার বিশ্বাস একদিন হয়তো তাকেও ঘর দেওয়া হবে। তুইকই এলাকায় বেশিরভাগ রাঙ্খল জনগোষ্ঠীর বসবাস। জগবন্ধু রাঙ্খলের মত এমন বহু পরিবার আছে যারা সরকারি সব সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছেন না। তাই দাবি উঠছে সরকার যাতে সব অংশের মানুষকে সমানভাবে সুযোগ-সুবিধাগুলো প্রদান করে।

যান দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত দুহ যুবক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ফটিকরায়, ৪ জানুয়ারি।। কুমারঘাট থানাধীন সিদংছড়া এলাকায় যান দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হন দুই যুবক। মঙ্গলবার বিকেল তিনটা নাগাদ বাইক এবং গাড়ির সংঘর্ষে আহত হন



ইশিন্দ্র নাথ এবং সুশান্ত নাথ। দুর্ঘটনা দেখে স্থানীয় লোকজন কুমারঘাট থানা এবং ফায়ার স্টেশনে খবর পাঠায়। ফায়ার স্টেশনের কর্মীরা ঘটনাস্থলে এসে দুই যুবককে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসেন। তাদের শারীরিক

অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে রেফার করা হয় ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে বাইক এবং গাড়ি আটক করে থানায় নিয়ে আসে। দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে ওই এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। 📗 হাসপাতালে ছুটে আসেন।

লাগানহীন যান সন্ত্ৰাস

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৪ জানুয়ারি।। তেলিয়ামুড়ায় লাগামহীন যান সম্ভ্রাস চলছে। মঙ্গলবার ফের টমটম এবং গাড়ির সংঘর্ষে আহত হন দু'জন যাত্রী। তেলিয়ামুড়া থানাধীন জাতীয় সড়কের থ্রাংনাইবাজার এলাকায় সন্ধ্যা নাগাদ এই দুর্ঘটনা। আহতদের ঘটনার পর তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। কয়েকজন যাত্রী টমটমে চেপে



হাওয়াইবাড়ি থেকে তুইসিন্দ্রাই বাজারের দিকে আসছিলেন। তখনই পেছন দিক থেকে একটি গাডি ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে যায়। গাডির ধাকায় টমটমের দু'জন যাত্রী জাতীয় সড়কে ছিটকে পড়েন। পথচারী এবং এলাকাবাসী ছুটে এসে আহতদের উদ্ধার করেন। খবর পেয়ে দমকল বাহিনীও ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। তারা আহতদের হাসপাতালে নিয়ে আসেন। আহতদের নাম চন্দনা দেবনাথ (৩২) এবং ফটিক চন্দ্র ভৌমিক (৪২)। দু'জনের চিকিৎসা চলছে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে। তবে গাড়িটির এখনও হদিশ মেলেনি। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে আহতদের পরিজনরা

SHORT NOTICE INVITING TENDER

On behalf of the Governor of Tripura, the undersigned invited (SNIT) separates sealed tender for Procurement of Dustbins for CMMVS Villages for the financial Year 2021-22 under Dasda R.D. Block North Tripura from Registered traders/Cooperatives dealing in the items. For details office of the undersigned may be communicated.

The rate should be quoted both in figures & words as per prescribed pro-forma enclosed The bidder has to attach D-Call amounting Rs.5,000/- (Rupees five thousand) in favour of the Block Development Officer, Dasda RD. Block, North Tripura from any Nationalized Bank of India payable at Kanchanpur along with the tender. The undersigned having the right to reject any tender or contract at any time without assigning any reason.

The stated sealed quotation should be dropped in the Tender Box kept in the Chamber of the Block Development Officer, Dasda RD. Block on and from 29/12/2021 to 11/01/2022 up to 3:00 PM (office hours and days only).

The tender will be Opened on 11/01/2022 at 3.30 PM in the presence of the bidders/ authorized representatives who are willing to remain present at the time of opening of the

SL.	Particulars	EMD	Enclosures		
1	2	3	4		
	Procurement of Dustbins for CMMVS Villages for the financial Year 2021-22. (Enclosed in Annexure-A. with SNIT)	Rs.5,000/- (Rupees five thousand) only.	Attested photo copy of Valid Shop/ Store Registration Certificate, GST Registration, PAN Card, Trade License, Adhaar Card, Voter ID Card, Bank Pass Book. (Without enclosures bid will not be accepted).		
			Sd/-Illegible		

ICA/C-3245-22

(Saikat Saha, TCS) **Block Development Officer** Dasda R.D Block, North Tripura.

The Executive Engineer, Water Resource Division no-II, Khadya Bhawan (Third Floor), Pandit Neheru Complex. Gurkhabasti, Po-Kunjaban, Agartala, PIN-799006, invites e-RFP against press NIEOI No. 04/EE/WRD-II/2021-22 * Dated 01/01/2022 on behalf of the "GOVERNOR OF TRIPURA" for appointment of consultants of national repute, to execute Consultancy Services of the proposed project consisting of preparation of Detailed Project Report (DPR) for "Construction of Sluice Gate with vertical steel shutter at Battali in Sonamura-Agartala N.H. over Kachicherra under Melaghar MC during the year 2020-21" (4th Call).

This is an invitation for **e-Request For Proposal (RFP)** open to Consultancy firms who have experience in the consultancy work of similar nature of works including water front Development and consider themselves capable to undertake consultancy work for the projects.

Last date of e-bidding document downloading & Uploading is 29-01-2022 upto 3.00 P.M. in website https://tripuratenders.gov.in

For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in vide tender I.D :or contact with the O/o the bid inviting authority Ph No: 7005447625 / 9436121525. Sd/- Illegible

(Er. Gautam Sen) Executive Engineer, Water Resource Division no-II Khadya Bhawan (Third Floor). Pandit Neheru Complex, Gurkhabasti PO-Kunjaban, Agartala, PIN-799006

ICA-C-3237-21

জানা এজানা

জীবাণু যখন

বিশ্বাস হয়, আমাদের শরীরে আমাদের নিজস্ব যত না কোষ আছে, তার চেয়ে ১০ গুণ বেশি আছে ব্যাকটেরিয়া? বিজ্ঞানীরা বলছেন, আমাদের একেকজনের শরীরে ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা ৭.৫x১০১৩। সবচেয়ে বেশি ব্যাকটেরিয়া রয়েছে ত্বক, দাঁত ও মুখগহুর এবং পরিপাকতন্ত্র। এই ব্যাকটেরিয়াগুলোর নাম হলো কমেনসাল। কমেনসাল শব্দটা আবার এসেছে ল্যাটিন শব্দ মেনসা থেকে, যার অর্থ হলো টেবিল। এই জীবাণুগুলো একই টেবিলে খাদ্যগ্রহণ করে কি না, আর সেই টেবিলের নাম হলো মানবশরীর! অনেকেই বলেন. ব্যাকটেরিয়ামাত্রই ভিলেন। এ ধারণাটি মোটেও ঠিক নয়। যেমন শরীরে বাসা বাঁধা এই কমেনসাল ব্যাকটেরিয়াগুলো আসলে উপকারী ব্যাকটেরিয়া। কেউ আমাদের মরা ত্বক-কোষ পরিষ্কার করছে, কেউ দাঁতের ফাঁকে খাদ্যকণাকে দূর করছে, কেউ পেটের মধ্যে খাবার হজমে সাহায্য করছে। বিখ্যাত বিজ্ঞানী লুই পাস্তুর বলেছিলেন, কমেনসাল ছাড়া জগতে কোনো প্রাণীই নেই। আর একালের বিজ্ঞানীরা বলছেন, এই ব্যাকটেরিয়াগুলো ছাড়া আমাদের ইমিউন সিস্টেম ঠিকমতো কাজই করতে পারবে না। আমাদের শরীরে এই পরজীবীগুলো কোখেকে এল? জন্মের আগে আমরা যখন মাতৃগর্ভে থাকি, তখন অ্যামনিওটিক ফ্রুইড আর প্লাসেন্টা বাইরের পরিবেশ থেকে আমাদের সুরক্ষিত রাখে, কোনো জীবাণু প্রবেশ করতে দেয় না। জন্মের পর পরই পরিবেশের নানা জীবাণু ও পরজীবীদের সঙ্গে আমাদের আলাপ-পরিচয় হয়। এরা কেউ কেউ শরীরে প্রবেশ করে, কেউ ত্বকের ওপর, চুল বা হ্রুর মধ্যে এসে গড়াগড়ি খায়। কেউ কেউ ঢুকে পড়ে নাক—মুখ দিয়ে শরীরের ভেতর। এভাবেই ওদের সঙ্গে শুরু হয় সখ্য ও বন্ধুত্ব। তারপর ধীরে।

জীবাণুর বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিরোধ গড়ে তোলে এরাই। ডেমোডেক্স ব্রেভিস ও ডেমোনেক্স ফলিকুলোরাম এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। এরা মরা ত্বককোষ, ঘাম ও তৈলাক্ত পদার্থ খেয়ে বেঁচে থাকে। ওদিকে বাইরের কোনো ক্ষতিকর জীবাণু এলে রুখে চোখের পানিতে আছে করাইনো ব্যাকটেরিয়া, এরা কর্নিয়াকে রক্ষা করার জন্য কাজ করে যায়। পরিপাকতন্ত্রে আছে ই কোলাই, এরা খাদ্যকণা ভেঙে ভিটামিন কে তৈরিতে সাহায্য করে। ল্যাকটোব্যাসিলাস আছে বলেই শিশু জন্মের পর এত সহজে দধ

হজম করতে পারে। আবার পরিপাকতন্ত্রের ব্যাকটেরিয়াগুলো অ্যাসিড ও টক্সিন তৈরি করে অন্য ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়ার বংশবৃদ্ধিকে বাধা দেয়, এভাবে আমাদের রোগ প্রতিরোধে সাহায্য করে। এ কারণেই ক্ষমতাধর অ্যান্টিবায়োটিক বেশি ব্যবহার করে অন্তের সব কমেনসালকে মেরে ফেলার পর অন্ত্রে বাইরের জীবাণু দিয়ে মারাত্মক সংক্রমণ ঘটে যেতে পারে। চিকিৎসা বিজ্ঞানে এই সমস্যার একটা বিশেষ নামও আছে সিউডোমেমব্রেনাস কলাইটিস।

ঠিক একইভাবে জীবাণুরোধী ও অ্যান্টিসেপটিক সাবান বেশি ব্যবহার করলে ত্বকের উপকারী ব্যাকটেরিয়াগুলো যায় মরে, ফলে ক্ষতিকর সংক্রমণের ঝুঁকি বেড়ে যায়। আজকাল তাই বিজ্ঞানীরা শরীরের উপকারী জীবাণুগুলোকে ডিস্টার্ব না করে এদের সঙ্গে সহাবস্থানে থাকতেই বেশি আগ্রহ পোষণ করছেন। বিখ্যাত হাইজিন হাইপোথিসিস বলছে যে, শিশুরা জন্মের পর খুব

বেশি জীবাণুমুক্ত পরিবেশে বড় হয় এবং পরিবেশের জীবাণু বা পরজীবীদের সঙ্গে সখ্য তৈরি হয় না-পরবর্তী জীবনে তাদের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়ে। এমনকি এই হাইপোথিসিসে এ ধরনের শিশুদের পরবর্তী সময়ে হাঁপানি. অ্যালার্জি, টাইপ ১ ডায়াবেটিস, মাল্টিপল স্ক্রেরসিস ও লিমফোব্লাসটিক লিউকেমিয়ায়



একটা দীর্ঘমেয়াদি, লাগসই ও নির্ভরযোগ্য সম্পর্ক পাতিয়ে ফেলে। এ সম্পর্কটি পারস্পরিক নির্ভরতার। তারা বেঁচে থাকার রসদ এই শরীর থেকেই গ্রহণ করে, বিনিময়ে এর কোনো ক্ষতি করে না; বরং উপকার করারই চেষ্টা করে। এ জন্য এদের আরেক নাম মিউচুয়াল অরগানিজম, মানে এদের সঙ্গে মানুষের একটা মিউচুয়াল আভারস্ট্যান্ডিং বা বোঝাপড়া হয়ে যায়। তবে রক্ত, সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুইড বা সলিড অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেমন যকৃৎ বা কিডনি ইত্যাদি কিন্তু জীবাণুমুক্ত। কোনোভাবে এসব ব্যাকটেরিয়া ওই সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ঢুকে পড়লে সমস্যা হতে পারে। এ জন্য এসব জীবাণুকে বলা হয় অপরচুনিস্টিক মাইক্রো অরগানিজম বা সুবিধাবাদী জীবাণু। এরা সুযোগের অভাবে ভালো মানুষ, কিন্তু সুযোগ পেলেই, যেমন রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে গেলেই মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে। তো এই ব্যাকটেরিয়াগুলোকে আমরা যে পুষি, তার কিছু উপকারিতাও আছে। যেমন আমাদের সারা দেহের ত্বকে আছে মিলিয়ন মিলিয়ন জীবাণু, বিশেষ করে শরীরের ভাঁজগুলোয়। বাইরের ক্ষতিকর

থিওরির প্রবক্তা গ্রাহাম রুক তাই এই জীবাণুদের নাম দেন 'ওল্ড ফ্রেন্ডস' বা মানবজাতির পুরোনো বন্ধু। তিনি বলেন, মানব শরীরে ভাইরাস সংক্রমণের ইতিহাস বেশি পুরোনো নয়, মাত্র ১০ হাজার বছরের। কেননা এর আগে আদিম মানুষ পরিবেশ ও বনজঙ্গলের সঙ্গে এমন এক মিথস্ক্রিয়ায় বসবাস করত যে তাদের সংক্রমণজনিত রোগ হতো না বললেই চলে। এই থিওরি এটাও প্রমাণ করেছে যে যেসব শিশু বড় পরিবার, অধিক সংখ্যক মানুষ ও প্রাণীদের সাহচর্য়ে, যেমন গ্রাম বা ফার্মের কাছাকাছি বড় হয়, তাদের অ্যালার্জি ও অটোইমিউন রোগের হার কম। তার মানে হলো, ব্যাকটেরিয়ামাত্রই খারাপ নয়। আমাদের শরীরেই আছে মিলিয়ন মিলিয়ন ব্যাকটেরিয়া, এরা আমাদের বন্ধু ও সহচর। অ্যান্টিবায়োটিক ও অ্যান্টিসেপটিকের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার এবং অতিরিক্ত 'হাইজিন সেন্স' মানুষকে পরিবেশের স্বাভাবিক ইকোসিস্টেম থেকে দূরে ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছে কি না, এটাও ভাবার বিষয়। সম্প্রতি হিউম্যান মাইক্রোবিয়ম প্রজেক্ট তাদের গবেষণার শিরোনাম দিয়েছে-ডিয়ার ব্যাকটেরিয়া,

আই ওয়ান্ট ইউ ব্যাক!

মিলেছে। ২০০৩ সালে এই

প্যাংগংয়ে ব্রিজ লালফৌজের!

নরেন্দ্র মোদিকে তোপ রাহুল গান্ধীর

নয়াদিল্লি, ৪ জানুয়ারি।। ভারত-চিন সম্পর্কে ক্রমশ প্যাংগংয়ের ঘটনা তুলে ধরে একের পর এক টুইট তাঁর। ধাকা! একদিকে ভারত যেখানে শান্তিরবার্তা দিচ্ছে অন্যদিকে একের পর এক উস্কানিমূলক কাজ চালিয়ে যাচ্ছে বেজিং। সম্প্রতি ভারতের হাতে বেশ কিছু স্যাটেলাইট ছবি এসেছে। যেখানে দেখা যাচ্ছে চিন প্যাংগং লেকের উপর ব্রিজ বানাচ্ছে। যদিও সীমান্তের ওপারে এই ব্রিজ লালফৌজ বানালেও উদ্বেগ বাডছে ভারতের। যদিও চিনের এহেন পদক্ষেপ নিয়ে ভারতের তরফে কিছুই বলা হয়নি। তবে এই ঘটনায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে আক্রমণ শানিয়েছেন রাহুল গান্ধী। শুধু তাই নয়, এই বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী কেন কোনও কথা বলছেন না তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। প্যাংগং লেকের উপর ব্রিজ! এই ঘটনা সামনে আসার পরেই উদ্বেগ প্রকাশ করেন কংগ্রেস'র শীর্ষ এই নেতা। পুরো ঘটনার খবর বিস্তারিত ভাবে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে তুলে ধরেন রাহুল গান্ধী। আর তা তুলে ধরে রীতিমত উদ্বেগ প্রকাশ করেন তিনি একই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীকে কটাক্ষ করে রাহুল লেখেন, "পিএম" "silence is deafening"। আমাদের জমি, আমাদের লোক এবং আমাদের সীমান্ত আরও ভালো থাকার দাবিদার বলেও তোপ তাঁর। শুধু রাহুল গান্ধীই নয়, এই ঘটনা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং সরকারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন কংগ্রেস মহাসচিব রণদীপ সূর্যওয়ালা।

তিনি লেখেন, চিন যত ব্রিজ বানাক...অরুণাচল প্রদেশে গ্রাম বানাক... ডোকলাম এলাকায় নির্মাণ করুক না কেন! পিএম মোদি চুপ থাকবেন। চিনকে এভাবেই লালচক্ষু দেখানোর নীতি সরকার নিয়েছে বলেও তোপ কংগ্রেস নেতার। উল্লেখ্য, প্যাংগং লেকের উপর ব্রিজ বানাচ্ছে চিন। কাজও প্রায় শেষের দিকে। সম্প্রতি স্যাটেলাইটের মাধ্যমে সেই ছবিই সামনে এসেছে। আর তা আসার পর থেকেই কার্যত বিতর্ক তৈরি হয়েছে। এই ব্রিজ চিন তৈরি করে ফেললে অনেক দ্রুত ভারতের কাছে পৌঁছে যাবে চিন। শুধু তাই নয়, সংবেদনশীল এলাকাগুলিতেও দ্রুত রসদ লালফৌজের কাছে পৌঁছে যাবে। আর এই বিষয়টিকে হাতিয়ার করেই ফের একবার বিজেপিকে তোপ রাহুলের। যদিও এর আগেও একাধিকবার এই ইস্যুতে মোদি সরকারকে আক্রমণ শানিয়েছেন রাহুল গান্ধী। সম্প্রতি ২০২২ শুরুতেই চিনের তরফে একটি ভিডিও সামনে নিয়ে আসা হয়েছিল। যেখানে গালওয়ানে দাঁড়িয়ে চিনের ফৌজকে কার্যত ভারতকে হুঁশিয়ারি দিতে দেখা যাচ্ছে। আর এই বিষয়টি তুলে ধরে মোদিকে আক্রমণ শানিয়েছিলেন রাহুল। কেন এরপরেও মোদি চুপ তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। শুধু তাই নয়, অরুণাচল প্রদেশের একাধিক জায়গার নাম বদল নিয়েও মোদিকে তোপ দাগেন রাহুল।



বরেলিতে কংগ্রেসের 'লডকি হুঁ লড় সকতি হুঁ' ম্যারাথনে পদদলিত হওয়ার মতো পরিস্থিতিতে পড়ে যাওয়া মেয়েদের সাহায্য করছেন কর্মকর্তারা।

আদিবাসী কিশোরীর পরিণতিতে চাঞ্চল্য

শব্দটা যতই নৃশংসতা বোঝাতে খুঁজে পাওয়া যায়। তার গলা ও ব্যবহৃত হোক, মাঝে মাঝেই এমন সাথায় ভয়ংকর আঘাতের চিহ্ন সব ঘটনার নজির সামনে আসে তেমন কাজ পশুদের পক্ষেও করা বিস্মিত পুলিশ।রিপোর্ট থেকে জানা সম্ভব নয়। সম্প্রতি রাজস্থানে এক যাচেছ, কিশোরীর যৌনাঙ্গে ১৬ বছরের কিশোরীকে গণধর্ষণ ৩০টিরও বেশি আঘাতের চিহ্ন করে খুন করেছিল দুষ্কৃতিরা। রয়েছে। আঘাত রয়েছে দেহের নিগৃহীতার ময়না তদন্তের রিপোর্ট পরেও তাকে ধর্ষণ করা হয়োছল! অত্যাচার। এমনকা, নিগৃহতার গত ২৩ ডিসেম্বর থেকে নিখোঁজ শ্বাসরোধ করে তাকে খুন করার ছিল রাজস্থানের বুন্দির ওই আদিবাসী পরও ধর্ষণ করেছিল অভিযুক্তরা। কিশোরী। মাঠে ছাগল চড়াতে এহেন ভয়ংকর নির্মমতা কী করে গিয়েছিল সে। তারপর থেকেই তার করা সম্ভব ভেবে পাচ্ছে না পুলিশ।

ছিল। ময়না তদন্তের রিপোর্ট দেখে আর কোনও খোঁজ মেলেনি। পরে বুন্দির পুলিশ সুপারিটেনভেন্ট জয় নগ্ন দেহের খোঁজ মেলে।

জয়পুর, ৪ জানুয়ারি।। 'পাশবিক' এক জঙ্গলে তার নগ্ন নিথর দেহ যাদব জানাচ্ছেন, "এমন ঘৃণ্য কাণ্ড আমি জীবনে দেখিনি। বৃন্দি বার আসোসিয়েশনের সদস্যরা জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁরা কেউ অভিযুক্তদের হয়ে মামলা লড়বেন না।" উল্লেখ্য, ঘটনার দিন দুই বান্ধবীর সঙ্গে ছাগল চডাতে গিয়েছিল ওই কিশোরী। পরে প্রায় সর্বত্রই। ধর্ষণের আগে ওই বান্ধবীদের দাঁড় করিয়ে রেখে দেখে শিহরিত পুলিশ প্রশাসন। কিশোরীকেওড়না দিয়ে বাঁধা হয়। প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে জানা যাচ্ছে, ওই কিশোরীর মৃত্যুর তার পর শুরু হয় নারকীয় জঙ্গলের ভিতরে যায় সে। কিন্তু দীর্ঘক্ষণ পরেও সে ফিরে আসেনি এরপর ওই দুই কিশোরী বাড়ি ফিরে এসে নিখোঁজ কিশোরীর বাবা-মা'কে বিষয়টি জানায়। এরপর শুরু হয় তল্লাশি। শেষে জঙ্গলের মধ্যে তার

টাটার কিটকে ছাড়পত্র দিলো আইসিএমআর

নয়াদিল্লি, ৪ জানুয়ারি।। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিক্যাল রিসার্চ স্বীকৃতি দিল টাটা মেডিক্যাল অ্যান্ড ডায়াগনস্টিকসের তৈরি করা 'ওমিসিওর' কিটকে। এর ফলে দেশীয় প্রয়ক্তিতেই করোনা আক্রান্তের শরীরে ওমিক্রনের উপস্থিতি চিহ্নিত করা সম্ভব হবে। ২০২১-এর ৩০ ডিসেম্বর টাটার মেডিক্যাল অ্যান্ড ডায়াগনস্টিকস লিমিটেডের মুস্কইয়ের প্রধান কার্যালয়ে এসে পৌঁছয় আইসিএমআর-এর অনুমোদন। দুনিয়া তোলপাড় করোনার নয়া রাপ ওমিক্রন সংক্রমণ ছড়াচেছ ঝড়ের গতিতে। এই অবস্থায় করোনা ধরা পড়ার পর কেউ ওমিক্রন রূপে আক্রান্ত হয়েছেন কি না, তা জানতে করতে হচ্ছে জিন পরীক্ষা (পরিভাষায় 'জিনোম সিকোয়েনিং)। এবার ওমিক্রন চিহ্নিতকরণের দেশীয় কিট বাজারে আসতে চলেছে। টাটা মেডিক্যাল অ্যান্ড ডায়াগনস্টিকসের তৈরি করা 'ওমিসিওর' কিটকে ছাড়পত্র দিল আইসিএমআর। এর ফলে এখন থেকে দেশীয় প্রযুক্তিতেই নির্ণয় করা যাবে করোনা আক্রান্তের শরীরে ওমিক্রনের উপস্থিতি। এত দিন ভারতে ওমিক্রন নির্ণয়ের জন্য যে যন্ত্রটি ব্যবহার করা হচ্ছিল, তা তৈরি করেছে আমেরিকার 'থামোঁ ফিশার' নামে একটি চিকিৎসা সরঞ্জাম প্রস্তুতকারী সংস্থা। এবার 'থার্মো

ভারতীয় বাজারে কোভিড অ্যান্টিভাইরাল ট্যাবলেট

নয়াদিল্লি, ৪ জানুয়ারি।। মৃদু ও ফার্মা এই ট্যাবলেটই 'মক্সভির' নামে মাঝারি উপসর্গযুক্ত করোনা পজিটিভ রোগীদের জরুরিকালীন চিকিৎসার জন্য ছাড়পত্র পেয়েছিল মলনুপিরাভির নামের কোভিড অ্যান্টিভাইরাল ট্যাবলেট। সেই ট্যাবলেটই সোমবার চলে এল ভারতীয় কোভিড-১৯-এর চিকিৎসায় অত্যন্ত সস্তার এই ট্যাবলেটকে

বিজ্ঞানের বিরাট সাফল্য বলেই ব্যাখা করছেন বিশেষজ্ঞরা। জানা গিয়েছে, মলনু পিরাভিরের পাঁচদিনের কোর্সের মোট খরচ ১,৩৯৯ টাকা। একাধিক ওযুধ

প্ৰস্তুত কাব ক

পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছিল। ১৫০০ থেকে ২৫০০ হাজারের মধ্যে ট্যাবলেটের দাম ধার্য করাই ছিল লক্ষ্য। এবার দেখা গেল ম্যানকাইভ ফার্মা বাজারে যে ট্যাবলেট আনলো, তার মূল্য আরও কম। ফলে নতুন দিশা পেল করোনা চিকিৎসা। এর ফলে চিকিৎসার গতি আরও বাড়বে বলেই আশা চিকিৎসক মহলের। বিডিআর ফার্মাসিউটিক্যালের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে ভারতীয় বাজারে মলনুপিরাভির আনলো ম্যানকাইন্ড ফার্মা। সোমবার রাজধানী দিল্লি-সহ কয়েকটি শহরে এসেছে এই ট্যাবলেট বলে খবর। অন্যদিকে সান

পৌঁছে দেবে আরও বিভিন্ন শহরে, যেখানে প্রতিদিনই একটু একটু করে বাডছে সংক্রমণ। এবার জেনে নেওয়া যাক, মলনুপিরাভিরের ডোজের খুঁটিনাটি। প্রতিদিন ৮০০ মিলিগ্রাম করে দু'বার খেতে হবে বাজারে। ট্যাবলেটটি। ২০০ মিলিগ্রামের মোট ৪০টি



কোম্পানি ওরাল থেরাপি নিয়ে রোগীকে। টানা পাঁচদিন চলবে কোর্স। ফলে জরুরিকালীন ভিত্তিতে ব্যবহার যোগ্য এই ট্যাবলেট রোগীদের চিকিৎসার খরচ অনেকটাই বাঁচাবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। তবে মৃদু ও মাঝারি উপসর্গযুক্ত রোগীদের চিকিৎসার ক্ষেত্রেই এই ট্যাবলেট ব্যবহৃত হবে। উল্লেখ্য, প্রতিদিনই দেশজুড়ে বাড়ছে করোনা সংক্রমণ। ঊর্ধ্বমুখী অ্যাকটিভ কেসও। তার মধ্যে দাপট দেখাচেছ ওমিক্রন। হাসপাতালে নতুন করে বাড়ছে রোগীর সংখ্যা। এমন পরিস্থিতিতে নয়া এই ট্যাবলেট বাজারে আসায় করোনা চিকিৎসার ক্ষেত্রে সামান্য স্বস্তি পেল মধ্যবিত্ত।

পশ্চিমবঙ্গে ওমিক্রন বাড়ায় উদ্বেগ সীমান্ত বন্ধের চিন্তা বাংলাদেশের

মাছুম বিল্লাহ, ঢাকা, ৪ জানুয়ারি ।। ভারতের জবাবের অপেক্ষায় রয়েছে জানিয়ে মোমেন বলেন, পশ্চিমবঙ্গে ওমিক্রনের সংক্রমণ বাড়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করে বাংলাদেশ সরকার পেট্রাপোল-বেনাপোল সীমান্ত বন্ধের চিন্তা করছে। বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী ড. একে আব্দুল মোমেন বলেছেন, 'পশ্চিমবঙ্গে যেভাবে ওমিক্রনের সংক্রমণ বাড়ছে তাতে বেনাপোল বর্ডার বন্ধ করতে হয় কি না তা নিয়ে ভাবছি।' নতুন বছরে। বাংলাদেশের বিদেশনীতির কথা জানাতে এক সংবাদ সম্মেলনে এ উদ্বেগের কথা জানান মোমেন। ওমিক্রনের কারণে ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ সীমিত করার কোনো পরিকল্পনা আছে কি-না এমন প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, আমরা সিদ্ধান্ত নিই নাই। বিভিন্ন তথ্য-উপাত্তে আমরা উদ্বেগ প্রকাশ করেছি। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে করোনার নত্ন ভ্যারিয়েন্ট ওমিক্রনের সংক্রমণ বা বিস্তারে আমরা খুবই উদ্বিগ্ন। আমরা আজকেও আলাপ করছিলাম যে, আমাদের বিদেশমন্ত্রী এন্থনি জে ব্লিনকেনকে লেখা চিঠির নীতি নিয়েছেন।

আমরা সব দেশের সঙ্গে সুসম্পর্ক চাই। কোনো কোনো দেশ আমাদের উপর (বাংলাদেশ সরকার) অসন্তুষ্ট। আমরা তার কারণ খুঁজছি, তাদের অসস্তোষ দূর করার চেস্টা করছি। আমরা আমাদের বেসিক প্রিন্সিপাল-কারও সঙ্গে শত্রুতা নয়, সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব- এটা মেনেই কাজ করছি। আমরা সেই নিরপেক্ষ পলিসিটা ধরে রাখতে চাই। আমরা সবার সঙ্গে আরও বেশি সম্পক্ত হতে চাই। বিদেশমন্ত্রী বলেন, কিছু কিছু দেশ কী কারণে অসম্ভুষ্ট সেটি আমরা রেকটিফাই করার চেষ্টা করব। তারা কোনো মিথ্যা তথ্যের ওপর ক্ষুদ্ধ হয়ে থাকলে আমরা তাদের সত্য তথ্য দিয়ে বুঝাবো। আশা করি তারা আমাদের ঝুঝবেন। কারণ ওইসব দেশের নেতৃত্বের পরিপক্কতা রয়েছে। তারা দায়িত্বশীলও বটে। তাছাড়া আমরা আমাদের দুর্বলতাগুলোও চিহ্নিত করে তা সংশোধনের চেষ্টা করবো। বিগত বছরকে সভা করা দরকার। পশ্চিমবঙ্গে যেভাবে ওমিক্রনের বাংলাদেশের বড় অর্জন এবং সাফল্যের বছর উল্লেখ সংক্রমণ বাডছে তাতে বেনাপোল বর্ডার বন্ধ করতে করে তিনি বলেন, আমরা সেটি ধরে রাখতে চেষ্টা হয় কি-না তা নিয়ে ভাবছি। তবে এখনও কোনো করবো। বিদেশে বাংলাদেশের মিশনগুলোতে সেবা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। আশা করি পরিস্থিতি বিবেচনায় এবং অন্যান্য কার্যক্রমে ইতিবাচক অনেক পরিবর্তন স্বাস্থ্য মন্ত্রক ভালো পরামর্শ দিতে পারবে। বাংলাদেশের এসেছে জানিয়ে তিনি বলেন, তবে মিশনগুলোতে শীর্ষ কর্তাদের মার্কিন নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে মার্কিন দুর্নীতির প্রশ্নে শেখ হাসিনা সরকার জিরো টলারেন্স এরপর দুইয়ের পাতায়

আমেরিকায় এক দিনে ১০ লক্ষ

ওয়াশিংটন, ৪ জানুয়ারি।। কোভিডের বিস্ফোরণ ঘটল আমেরিকায়। ওমিক্রন আবহে এক দিনে ১০ লক্ষের বেশি মানুষ আক্রান্ত হয়েছেন সেখানে। কোভিডের দু'টি ঢেউয়ের তুলনায় তিন গুণ বেশি সংক্রমণ হয়েছে বলে জানাচেছ সে দেশের স্বাস্থ্য দফতর। জন্স হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য বলছে, সোমবার আমেরিকায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ১০ লক্ষ ৪২ হাজার মানুষ। আমেরিকায় সংক্রমণে এখন চালিকাশক্তির ভূমিকায় ওমিক্রন। লাফিয়ে বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা। মাত্র চার দিনের মধ্যে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দ্বিগুণ হয়েছে। এক দিনে আক্রান্তের সর্বশেষ রেকর্ড ছিল প্রায় ছ'লক্ষ। ইতিমধ্যেই আমেরিকায় সাড়ে পাঁচ কোটি মানুষ কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন। প্রতি ছ'জনের মধ্যে এক জন কোভিডে আক্রান্ত। মৃত্যু হয়েছে আট লক্ষ ২৬ হাজার মানুষের। দেশের কোভিড পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে সোমবারই বৈঠক করেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস। যেভাবে সংক্রমণ বাড়ছে তাতে কোভিড সংক্রান্ত নির্দেশিকায় বেশ কিছু রদবদল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমেরিকা প্রশাসন।

পাঁচ মাসে দেশে রেকর্ড বেকারত্বের হার

নয়াদিল্লি, ৪ জানুয়ারি।। ২০২০ সালে লকডাউনের ধাক্কায় দেশে জন্য যথাযথ কাজের সুযোগ করে দিতে ব্যর্থ। ফলে কাজ বাড়লেও তা বেকারত্বের হাল হয়ে উঠেছিল ভয়ানক। পরিস্থিতি খানিক সামলাতে না সামলাতেই এসে পড়েছিল করোনার দ্বিতীয় ঢেউ। এবার ওমিক্রন কাঁটায় তৃতীয় ঢেউয়ের তীব্র আশঙ্কার মধ্যেই বেকারত্বের হারের সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান বুঝিয়ে দিল, সমস্যা এখনও রয়ে গিয়েছে। গত ডিসেম্বরে সারা দেশে বেকারত্বের হার ৭.৯ শতাংশ। যা গত চার মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ। এর আগে গত আগস্টে বেকারত্বের হার বেড়ে হয়েছিল ৮.৩ শতাংশ। পরবর্তী ৩ মাসে পরিস্থিতি কিছুটা শুধরোলেও ডিসেম্বরে ফের ভয় ধরালো বর্ধিত হার। এদিকে নতুন বছরের শুরু থেকেই যেভাবে নতন করে দাপাতে শুরু করেছে করোনা, তাতে যে আগামিদিনে এই হার আরও বাড়তে পারে, সেব্যাপারে আশঙ্কা প্রকাশ করছে ওয়াকিবহাল মহল। 'সেন্টার ফর মনিটরিং ইন্ডিয়ান ইকোনমি' এই নতুন হিসেব পেশ করেছে। সংস্থার কর্তা মহেশ বাস এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে পরিস্থিতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে জানিয়েছেন, ''অর্থনীতি চাকরিপ্রার্থীদের

কাজের খোঁজ করা মানুষদের তুলনায় কম। আর সেই কারণেই বেকারত্বের হার বাডছে।" ওই সংস্থার প্রকাশিত পরিসংখ্যান থেকে জানা যাচ্ছে, ডিসেম্বরে শহুরে এলাকায় বেকারত্বের হার ৯.৩ শতাংশ। অথচ সেপ্টেম্বর, অক্টোবর ও নভেম্বরে যথাক্রমে তা ছিল ৮.৬২ শতাংশ, ৭.৩৮ শতাংশ ও ৮.২১ শতাংশ। এদিকে গ্রামীণ এলাকায় সেপ্টেম্বরে বেকারত্বের হার ছিল ৬.০৬ শতাংশ। অক্টোবরে তা হয় ৭.৯১ শতাংশ। সেটাই নভেম্বরে খানিক কমে ৬.৪৪ শতাংশ হয়েছিল। কিন্তু ডিসেম্বরে সেটাও বেড়ে ৭.২৮ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। উল্লেখ্য, অর্থনীতির ওপর করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের প্রভাব আশঙ্কার থেকেও অনেক বেশি হয়ে গিয়েছিল। ফলে গত এপ্রিল ও মে মাসে বেকারত্বের ভয়াবহ রূপ দেখেছিল দেশ। কিন্তু জুন মাস থেকে পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছিল। এবার ফের যখন তৃতীয় ঢেউয়ের আশক্ষা তীব্র, সেই পরিস্থিতিতে ডিসেম্বরের বেকারত্বের হার নতুন করে ভয় জাগাচ্ছে।

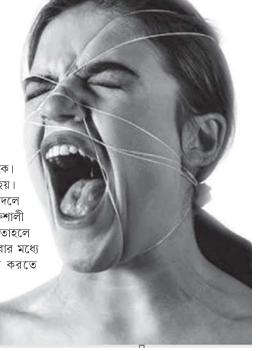
লাইফ স্টাইল

প্রাণ খুলে চিৎকার করুন

শরীরের অনেক লাভ হবে

त्तरा रात्न कि वार्यान हिल्कांत करतन? जात थरत कि चानिकछ। टाक्का नारा १ वत পিছনে বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে। বিজ্ঞান বলছে, চিৎকার করলে তার সঙ্গে সঙ্গে মানসিক চাপ কিছুটা কমে যায়। মন হাল্কা হয়। কিন্তু এটাই একমাত্র গুণ নয়। চিৎকারের অনেক গুণ আছে। সেই কারণে হালে জনপ্রিয় হয়েছে 'স্ক্রিম থেরাপি'প্রাণ খুলে চিৎকার করলে শরীরের অনেক লাভ হয়। এখান থেকেই নতুন একটি থেরাপির জন্ম হয়েছে। এর নাম 'Primal Scream Therapy'। কাইনে ওয়েস্টের মতো নামজাদা শিল্পীও বলেছেন, তাঁর এই স্ক্রিম থেরাপির ওপর ভরসা রয়েছে। তিবে নামকরণটি যতই নতুন হোক না কেন, আসলে এই থেরাপি মোটেই খুব নতুন নয়। আদি যুগে চিনেও এই পদ্ধতিতে শরীরের নানা সমস্যা সারানোর কথা বলা হত। এখনও চিনে বহু মানুষ সাতসকালে অনেকে এক জায়গায় হাজির হয়ে প্রাণ খুলে চিৎকার করেন। এতে হৃদযন্ত্র এভং লিভারের উপকার হয়। রোজ কয়েক মিনিট প্রাণ খুলে চিৎকার করলে কী কী উপকার হতে পারে? দেখে নেওয়া যাক: মানসিক চাপ কমে এর ফলে। এ বিষয়ে মনোবিদরা এক মত। সেই

কারণেই যুদ্ধের আগে বহু যোদ্ধাই চিৎকার করতেন আদি যুগ থেকে। এতে মানসিক চাপ অনেকটা কমে যায়। স্নায়ু খানিকটা ঠান্ডা হয়। চিৎকার করলে হার্টের উপকার হয়। এই কারণেই ছোট শিশুরা না কাঁদলে তাদের চিৎকার করিয়ে কাঁদানো হয়। এতে তাদের হৃদযন্ত্র শক্তিশালী হয়। বড়দের ক্ষেত্রেও কথাটা সত্যি। তাঁরা যদি চিৎকার করেন, তাহলে হার্টের উপকার হয়। রক্তচাপ কিছুটা নিয়ন্ত্রণে থাকে। চিৎকার করার মধ্যে একটা মজাও রয়েছে। মনে আনন্দ না থাকলে জোরে চিৎকার করতে পারেন। তাতে আনন্দ ফিরে আসবে বা বাড়বে। এর কারণ চিৎকারের ফলে শরীরে এমন কিছু হরমোনের ক্ষরণ বাড়ে, যেগুলো মনকে খুশি করে। ফলে মানসিক স্বাস্থ্যেরও উন্নতি হবে জোরে চিৎকারের ফলে।





রঞ্জি সহ ঘরোয়া ক্রিকেট নিয়ে সংশয়

আগরতলা, ৪ জানুয়ারি ঃ হু হু করে বাড়ছে করোনা। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন রাজ্য আংশিক লকডাউনের পথে হাঁটতে শুরু করেছে। এই অবস্থায় রঞ্জি ট্রফি সহ অবশিষ্ট ঘরোয়া ক্রিকেট আসরগুলি নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। বোর্ডের অন্দরেও এনিয়ে আলোচনা চলছে। গত বছর করোনা পরিস্থিতি যখন ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করেছিল তখনও আইপিএল চালিয়ে যাচ্ছিলো বোর্ড। তীব্র সমালোচনার মুখে পড়ে শেষ পর্যন্ত আইপিএল স্থগিত রাখতে বাধ্য হয়েছিল তারা। এই বছর যাতে সেই ধরনের পরিস্থিতির সৃষ্টি না হয় সেদিকে কড়া নজর রেখে চলেছে বোর্ড। অর্থাৎ পরিস্থিতির দিকে নজর রেখে চলবে তারা। যেসব রাজ্যে ঘরোয়া ক্রিকেট প্রতিযোগিতাগুলি হবে সেই সব রাজ্য সরকার করোনা প্রতিরোধে

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, কি ব্যবস্থা নেয় সেদিকে লক্ষ্য সময়ে রঞ্জি সহ অন্যান্য করবে। তবে ক্রিকেট মহল একটা বিষয়ে মোটামুটি একমত যে রঞ্জি সহ অন্যান্য ঘরোয়া আসরগুলি পিছিয়ে দিতেই হবে। কারণ করোনা পরিস্থিতির ক্রমশঃ অবনতি হচ্ছে।এই অবস্থায় নির্দিষ্ট

রেখেই বোর্ড পরবর্তী সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রতিযোগিতাগুলি শুরু হলেও মাঝপথে বন্ধ করে দিতে হবে সেটাও কাম্য নয়। প্রসঙ্গত, রঞ্জি টুফির ইতিহাসে একমাত্র ২০২০-২১ মরশুমে প্রতিযোগিতা হয়নি। এই বছর তাই শুরু থেকেই বোর্ড রঞ্জি সহ অন্যান্য

স্থাগতহয়ে গেল রঞ্জিট্রফি

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জানুয়ারি।। শেষ পর্যন্ত আশঙ্কাই সত্যি হলো। রঞ্জি ট্রফি সহ অন্যান্য ঘরোয়া ক্রিকেট প্রতিযোগিতা স্থগিত হয়ে গেলো। করোনা পরিস্থিতির অবনতি দেখে বিসিসিআই কোনও ঝুঁকি নিলো না। সচিব জয় শাহ

জানিয়েছেন যে, রঞ্জি ট্রফি, সিকে নাইডু ট্রফি এবং সিনিয়র মহিলা টুয়েন্টি-২০ লিগ স্থগিত করা হয়েছে। ক্রিকেটের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখেই বোর্ড এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বোর্ড পরিস্থিতির দিকে নজর রেখেই পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেবে।

অবনতি হবে। এই অবস্থায় রঞ্জি ট্রফি স্থগিত হয়ে গেলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

ঝাঁপিয়েছে। তবে হঠাৎ করেই করোনা পরিস্থিতি সবকিছু পাল্টে দিয়েছে। শুধু রঞ্জি টুফি নয়, আগামী ২৮ জানুয়ারি থেকে জয়পুরে সিকে নাইডু ট্রফিও শুরু হওয়ার কথা। তবে পরিস্থিতি যেদিকে গড়াচ্ছে তাতে রঞ্জি ট্রফির মতো সিকে নাইডু ট্রফির উপরও কোপ পড়তে পারে বলে আশঙ্কায় ক্রিকেট মহল। রাজ্যের বৰ্ত মানে সিনিয়র দল ব্যাঙ্গালুরুতে অনুশীলন করছে। আগামী ১৩ জানুয়ারি তাদের প্রথম ম্যাচে বাংলার বিরুদ্ধে খেলতে হবে। তবে শেষ পর্যন্ত কি হয় সেটাই আপাতত দেখার। কারণ চিকিৎসক মহলের বক্তব্য হলো, প্রতিদিনই করোনা পরিস্থিতির

প্রস্তুতি নিচ্ছে মহাত্মা গান্ধী প্লে সেন্টার। তার জন্য জোরকদমে দলের অনুশীলন চলছে। ১৮ ডিসেম্বর থেকে জুনিয়র ফুটবলারদের নিয়ে অনুশীলন শুরু হয়েছে। বর্তমানে দলে যোগ দিয়েছে সিনিয়র ফুটবলাররা। মূলতঃ স্পোর্টস স্কুলের এক ঝাঁক প্রাক্তনিদের এবার ময়দানে মহাত্মা গান্ধী প্লে সেন্টারের হয়ে মাঠে নামতে দেখা যাবে। দলের সিনিয়র কোচ রতন সাহা। এছাড়া দলের অনুশীলন দেখভাল করছেন সুশান্ত সাহা। তিনি জানিয়েছেন, এই বছর আমরা ভালো লড়াই উপহার দিতে চাই। যেরকম দল হাতে পেয়েছি তা লড়াই করার মতো। আশা করছি, দল হতাশ করবে না। স্পোর্টস স্কুলের প্রাক্তনি দীপালি হালাম, ধ্রুপদী দেববর্মা, কাজলতি রিয়াং, রুবিনা দেববর্মা-রা এই বছর মহাত্মা গান্ধী প্লে সেন্টারের হয়ে মাঠে নামবে। জুনিয়র এবং সিনিয়র মিলিয়ে বেশ ভারসাম্যযুক্ত দল গঠন করা হয়েছে। কোচ সুশান্ত সাহা আশাবাদী, দর্শকদের এবার উপভোগ্য ফুটবল উপহার দেওয়া যাবে। ক্লাব কর্মকর্তাদের ইতিবাচক ভূমিকায় প্রশংসা করেছেন তিনি। জানিয়েছেন, যেভাবে কর্মকর্তারা দলের পেছনে সময় দিচ্ছেন তারপর

লড়াই করতে

প্রস্তুত মহাত্মা

গান্ধী পিসি

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া

প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪

জানুয়ারি ঃ আসন্ন মহিলা লিগ

ফুটবলে লড়াই করার জন্য

সানয়র দাবায় সেরা

আগরতলা, ৪ জানয়ারি ঃ ৪৭-তম রাজ্য সিনিয়র দাবা প্রতিযোগিতায় চমক দিলো ১৪ বছরের সোহম নাগ। অনেক সিনিয়র দাবাড়ুকে টপকে খেতাব অর্জন করলো মঙ্গলবার এনএসআর সিসি - তে দিনব্যাপী এই আসর শেষ হয়। এদিন সপ্তম তথা শেষ রাউন্ডের খেলা অনুষ্ঠিত হয়। সাত রাউন্ডের পর সাড়ে ছয় পয়েন্ট পেয়ে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয়েছে এই প্রতিভাবান দাবাড়ু। প্রসঙ্গত, রাজ্য জনিয়র দাবা প্রতিযোগিতায়ও চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল সোহম। অর্থাৎ চলতি মরশুমে দ্বি-মুকুট জয় করলো এই দাবাড়। আসরে দ্বিতীয়

এবং তৃতীয় স্থান পেয়েছে বাপু দেববর্মা। এছাডা অভিজ্ঞান ঘোষ চতুর্থ, উমাশংকর দত্ত পঞ্ম, অনুরাগ ভট্টাচার্য ষষ্ঠ, অভিনয় দেববর্মা সপ্তম. অগুজিৎ পাল অস্টম, অনাবিল গোস্বামী নবম এবং অঞ্জ সরকার দশম স্থান পায়। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য দাবা সংস্থার সচিব দীপক সাহা, সভাপতি প্রশান্ত কুণ্ডু, জাতীয় যুব দলের কোচ তথা রাজ্যের একমাত্র ফিডে মাস্টার দাবাড়ু প্রসেনজিৎ দত্ত সহ অন্যান্যরা। রাজ্যের খুদে দাবাডুরা যে প্রতিনিয়ত উন্নতি করে চলেছে এবারের আসরে তারই প্রমাণ পাওয়া গেছে। অনুধর্ব ৮ বিভাগে

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি. স্থান প্রয়েছে রাজবীর আহমেদ আরাধ্যা দাস, রুদ্র মজমদার অদুজা সাহা, অনুধর্ব ১০ বিভাগে মেহেকদীপ গোপ, নিশান্ত দাস, নীলাদ্রি দেবনাথ প্রথম তিনটি স্থান দখল করে। এছাডা অন্ধর্ব ১৪ বিভাগে অর্ঘ্যদীপ দেববর্মা, বৈশালী দেবনাথ, তপোজিৎ মজ্মদার, অনুধর্ব ১৬ বিভাগে দিগন্ত রায়, দেবাঙ্কর ব্যানার্জি, অগ্নিভ রায় বর্মণ প্রথম তিনটি স্থান দখল করে। সেরা মহিলা দাবাড় নির্বাচিত হয়েছেন শিখা দাশগুপ্ত এবং ষাটোধর্ব বিভাগে সেরা দাবাড়ু হয়েছেন খোয়াই-এর রতন কুমার দে। আসর সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হওয়ায় রাজ্য দাবা সংস্থার তরফে সচিব দীপক সাহা সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

আগরতলা, ৪ জানুয়ারি ঃ চলতি সদর অনূর্ধর্ব ১৪ ক্রিকেটে নিজেদের বিজয় রথ এগিয়ে নিয়ে চলেছে চাম্পামুড়া। প্রাথমিক পর্ব থেকে শুরু করে সুপার সিক্স পর্যন্ত সবকয়টি ম্যাচেই জয় তুলে নিয়েছে। একটি ম্যাচে কিছুটা লড়াইয়ের মুখে পড়লেও বাকি ম্যাচগুলিতে এককথায় প্রতিপক্ষকে উড়িয়ে দিয়েছে। মঙ্গলবার এমবিবি স্টেডিয়ামে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটলো।জিবি-কে ৯১ রানে হারিয়ে সুপার সিক্সে জয়ের হ্যাট্রিক করলো তারা। প্রতিপক্ষ জিবি লড়াই করার চেষ্টা করেছে। তবে চাম্পামুড়ার ব্যাটিং এতটাই শক্তিশালী যে বোলারদের পক্ষে সম্ভব হয়নি তাদের আটকানো। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে চাম্পামুড়া ৩৭ ওভারে ৪ উইকেটে ২৪৬ রান করে। অর্কজিৎ সাহা, বিশাল শীল-র পর

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, তাদের আরও এক ব্যাটসম্যান এদিন শতরান করলো। মাত্র ৬২ বলে ১৪টি বাউন্ডারি এবং ৪টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১০৪ রান করে সাগর। এছাড়া অতনু রায় ৫৩ এবং অর্কজিৎ সাহা ৪১ রান করে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে জিবি সাধ্য মতো চেষ্টা করে। তবে লক্ষ্যমাত্রা এতই বিশাল ছিল যে সেটা টপকানো সম্ভব হয়নি তাদের পক্ষে। ৩৭ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ১৫৫ রান করে জিবি। উজ্জয়ন বর্মণ ৩৭ এবং ইমন পাল ৩৬ রান করে। ব্যাটসম্যান অর্ক জিৎ সাহা-র দাপট আগেই দেখা গিয়েছে। এদিন এমবিবি স্টেডিয়ামে বল হাতে চমকে দিলো অৰ্কজিৎ। মাত্র ২৪ রানে তুলে নেয় ৪টি উইকেট। জয়ের হ্যাট্রিক করা চাম্পামুড়ার ফাইনালে যাওয়া এখন কার্যতঃ নিশ্চিত।

মহিলা লিগের উদ্বোধক প্রাক্তন ফুটবলার রীতা

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা, ৪ জান্যারি ঃ আগামীকাল থেকে উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে মহিলা লিগ ফুটবল শুরু হবে। আসরের উদ্বোধন করবেন প্রাক্তন ফুটবলার রীতা কর্মকার। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন সমাজসেবী নীতি দেব। উদ্বোধনী ম্যাচে মুখোমুখি হবে চলমান সংঘ বনাম কিল্লা মর্নিং ক্লাব। দুপুর আড়াইটায় শুরু হবে ম্যাচ। আপাতত মহিলা লিগের তিনটি ম্যাচের সূচি ঘোষণা করা হয়েছে। ৫ তারিখের পর ফের ৭ এবং ৮ দুইদিন ম্যাচহরে।পরবর্তী সময়ে মহিলা লিগের ম্যাচগুলি সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে এডিনগর পুলিশ মাঠে।টিএফএ-র তরফে ইতিমধ্যেই এই ব্যাপারে আবেদন জানানো হয়েছে। কয়েকদিনের মধ্যেই তাদের আবেদন মঞ্জুর হবে বলে আশাবাদী টিএফএ।

নক্আউটের ফাইনালে প্রধান অতিথি মুখ্যমন্ত্ৰী

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জানুয়ারি ঃ আগামী ৯ জানুয়ারি দুপুর দেড়টায় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে রাখাল শিল্ডের ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। প্রথম দল হিসাবে ইতিমধ্যেই ফাইনালে পৌছে গেছে ফরোয়ার্ড ক্লাব। আগামী ৬ জানুয়ারি দ্বিতীয় সেমিফাইনালে মুখোমুখি হবে এগিয়ে চল সংঘ বনাম বীরেন্দ্র ক্লাব। ফাইনালের পর মাঠেই হবে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। সেই অনুষ্ঠানেই প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দে।

জয় পেলো জিনিয়াস সিসিসি

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৪ জানুয়ারি ঃ অনুধর্ব ১৪ ক্রিকেটে জয় পেলো জিনিয়াস সিসি। বিবিআই মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে তারা ৩৩ রানে হারালো ধর্মনগর সিসিসি-কে। টসে জিতে



জিনিয়াস প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয়। ৪০ ওভারে ৪ উইকেটে তারা ১৩৭ রান করে। জয়দীপ দত্ত ৩১, অংশুমান সরকার ২০ রান করে। ধর্মনগর সিসিসি-র হয়ে জ্যাক মালাকার ৩টি এবং তমাল পাল, সৈকত বিশ্বাস ২টি করে উইকেট নেয়। জবাবে ব্যাট করতে নেমে

ভারত: ২০২/১০

(রাহুল-৫০, অশ্বিন-৪৬) ও

৮৫/২ (পূজারা-৩৫*)

দক্ষিণ আফ্রিকা: ২২৯/১০

(পিটারসেন-৬২,

বাভুমা-৫১,শার্দূল-৬১/৭)

দ্বিতীয় দিনের শেষে ৫৮

রানে এগিয়ে ভারত

কেপটাউন, ৪ জানুয়ারি।। দ্বিতীয়

ইনিংসের শুরুতেই জোর ধাকা খেল

ভারতীয় টপ অর্ডার।দলের দুই স্তম্ভ

দুই ওপেনার কেএল রাহুল এবং

মায়াঙ্ক আগরওয়ালকে দ্রুত

প্যাভিলিয়নে ফিরিয়ে ভারতকে

রীতিমতো চাপে ফেলে দিলেন

প্রোটিয়া বোলাররা। বিরাট কোহলি

পিঠে চোট পাওয়ায় প্রথমবার

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জানুয়ারি ঃ বয়সভিত্তিক ক্রিকেটে বয়স নিয়ে জোচ্চুরি হবে এটা এখন স্বাভাবিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বেশ কিছু সেন্টার বছরের পর বছর ধরে বয়সভিত্তিক ক্রিকেটে বয়স্ক ক্রিকেটারদের অবলীলায় খেলিয়ে চলেছে। টিসিএ মাঝে মাঝে কঠোর হয়। ক্রিকেটার বা সেই সেন্টারকে সাময়িক সাসপেন্ড করে। তাতেও কোন কাজ হয় না। যথারীতি সেন্টারগুলি ফের চ্যাম্পিয়ন হওয়ার আশায় শিং ভাঙা বাছুরদের মাঠে নামিয়ে দেয়। অনূধর্ব ১৩-র পরিবর্তে এবার রাজ্য জুড়ে শুরু হয়েছে অনুধর্ব ১৪ ক্রিকেটে। যথারীতি শুরু হয়েছে বয়স নিয়ে জোচ্চুরি। কোন এক ক্রিকেটার তিন বছর আগে প্রথমবার অনুধর্ব ১৩ ক্রিকেটে অংশগ্রহণ করেছিল। এই বছরও সেই ক্রিকেটারকে দেখা যাচেছ অনুধর্ব ১৪ ক্রিকেটে খেলতে। সাত থেকে আটটি কোচিং সেন্টারের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে। প্রথম একাদশে তারা

দ্বিতীয় ইনিংসের শুরুতেই ধাক্কা

রাহুল-মায়াঙ্কের উইকেট খুইয়ে চাপে ভারত

ইনিংসে একা গড সামলেছিলেন

তিনি। দুরস্ত হাফ সেঞ্চুরি করেন

তিনি। ভারতের অন্য ব্যাটাররা

ক্রিজে টিকতে না পারলেও অবশ্য

দলকে খানিকটা এগিয়ে

দিয়েছিলেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন

ক্রিকেটার খেলাচ্ছে। সমস্যা হলো. ক্রিকেটারদের নিয়ে সঠিক বয়স জানার জন্য আধার কার্ডের আশ্রয় নেওয়া হয় না। স্ক্রলের প্রধান শিক্ষকের কাছ থেকে জাল সার্টিফিকেট নিয়ে খেলতে নেমে যায়।ওই ক্রিকেটারদের পক্ষ থেকে বলা হয় যে, তাদের নাকি আধার কার্ড নেই। আধার কার্ড না থাকলেও জন্মের শংসাপত্র আছে। এককথায় বলা যায়, দীর্ঘদিন ধরে টিসিএ-র মধ্যে বয়স নিয়ে এই বছরও অনুধর্ব ১৪ ক্রিকেট জোচ্চুরির যে একটা সিণ্ডিকেট গড়ে উঠেছে সেই সিণ্ডিকেট এখনও বয়স কমপক্ষে ১৬। অথচ কি সক্রিয়। এক প্রাক্তন ক্রিকেটার নিয়মিত বয়সভিত্তিক ক্রিকেটের ম্যাচ দেখেন। তার বক্তব্য, একজন ১২ বা ১৩ বছরের ব্যাটসম্যানের পক্ষে একটি ম্যাচে ৪-৫টি ওভার বাউন্ডারি মারা খুব কঠিন ব্যাপার। এই বয়সে ব্যাটসম্যানরা মূলতঃ টেকনিক নির্ভর ক্রিকেট খেলে। অর্থাৎ সোজা ব্যাটে খেলার চেষ্টা করে। কিন্তু যখন এই পর্যায়ে কোন ব্যাটসম্যান একের পর এক ওভার বাউন্ডারি হাঁকায় তখন বুঝতে হবে নিয়মিতভাবে বেশি বয়সের ওই ব্যাটসম্যান সঠিক বয়সের নয়। চলতেই থাকবে।

কারণ ওভার বাউন্ডারি মারতে হলে টাইমিং-র পাশাপাশি কিছুটা শক্তি প্রয়োগও করা হয়। যা ১২ বা ১৩ বছরের ছেলের পক্ষে সম্ভব নয়। কয়েক বছর আগে অনুধর্ব ১৩ ক্রিকেটে এক ক্রিকেটার ঝড়ো ইনিংস খেলার পর তার বাবা গোটা মাঠ গরম করে ফেলেছিলেন। চিৎকার করে বলছিলেন, ভারত নাকি দ্বিতীয় বীরেন্দ্র সেওয়াগ পেয়ে গিয়েছে। সেই বীরেন্দ্র সেওয়াগ (!) খেলছে। ক্রিকেট মহল জানে তার অবলালীয় শিং ভেঙে বাছুরের দলে ঢুকে গিয়েছে। টিসিএ-র কাছে অভিযোগ জমা পড়লেও তারা কিছুই করতে পারে না। কারণ তাদেরও হাত-পা বাঁধা। সাময়িক সাসপেনশন সঠিক সমাধান নয়। উপায় একটাই, সেন্টারগুলির দিকে নিয়মিত নজরদারি দরকার। শুধু সদর নয়, গোটা রাজ্যেই একই অবস্থা। সেন্টারগুলি যতদিন ত্রিকেটের স্বার্থ না দেখবে ততদিন বয়স নিয়ে জোচ্চরি

কোভিডের কবলে লক্ষ্মীরতন শুক্রা

কলকাতা, ৪ জানয়ারি।।

কোভিডের তৃতীয় ঢেউয়ের বড়সড় রাজ্যে। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের পর এবার করোনা পজিটিভ আরেক প্রাক্তন ক্রিকেটার লক্ষ্মীরতন শুক্রা। সূত্রের খবর, সোমবার রাতেই লক্ষ্মীর কোভিড রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। মৃদু উপসর্গ থাকায় বাংলা ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক আপাতত হোম আইসোলেশনেই রয়েছেন। তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল বলেই জানান চিকিৎসকরা। লক্ষ্ম ীরতন শুক্লার পাশাপাশি কোভিড পজিটিভ সিএবি প্রেসিডেন্ট অভিষেক ডালমিয়া।করোনার তৃতীয় ঢেউ, ওমিক্রনের থাবা ক্রমশই চওডা হচ্ছে। ২০২১-এর শেষ থেকেই একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তি কাবু হয়ে পড়েছেন করোনার

দাপটে। ক্রিসমাসের পরই ●এরপর দুইয়ের পাতায়

দেবজ্যোতি, ইশান্ত-র দাপটে জয়ী

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জানুয়ারি ঃ দেবজ্যোতি এবং ইশাস্ত কুমার রাওয়াত-র সৌজন্যে সদর অনুধর্ব ১৪ ক্রিকেটে মডার্ন সিএ-কে ১০৪ রানের বড় ব্যবধানে হারিয়ে দিলো এনএসআরসিসি। ফলে চাম্পামুড়ার মতোই সুপার সিক্সে

ভালো ফলাফল করার তাগিদটাই

অনেক বেড়ে গিয়েছে। প্রসঙ্গত,

লিগের ম্যাচে মহাত্মা গান্ধী পিসি

খেলবে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের

হবে বলে জানান তিনি।

বিরুদ্ধে। ম্যাচটি যথেষ্ট উপভোগ্য

আগামী ৭ সেপ্টেম্বর মহিলা

শক্তি বৃদ্ধি করতে পারে

ফরোয়ার্ড প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জানুয়ারি ঃ রাখাল শিল্ডের ফাইনালে উঠেছে ফরোয়ার্ড ক্লাব। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে মুখোমুখি হবে এগিয়ে চল সংঘ বনাম বীরেন্দ্র ক্লাব। যারাই বিদেশি সমৃদ্ধ ফরোয়ার্ড ক্লাবের বিরুদ্ধে। যতদূর খবর, ফাইনালে তারা শক্তি বৃদ্ধি করতে চলেছে। এমনিতে প্রথম দুইটি ম্যাচে দলকে বিশেষ পরীক্ষার মধ্যে পড়তে হয়নি। সেমিফাইনালে জুয়েলস অ্যাসোসিয়েশনের বিরুদ্ধে প্রথম একাদশের বেশ কয়েকজন ফুটবলারকে বিশ্রাম দিয়েও জয় পেতে অসুবিধা হয়নি। অর্থাৎ দলটির রিজার্ভ বেঞ্চ বেশ ভালো। তবু

ফাইনালে উঠুক খেলতে হবে দুই কর্মকর্তারা ফাইনাল এবং লিগের কথা ভেবে দলের শক্তি বৃদ্ধি করতে চলেছে। সম্ভবত ভিনরাজ্যের ফুটবলার আনা হবে। কথাবার্তা চলছে। সব ঠিকভাবে চললে ফাইনালের আগেই শহরে এসে যাবে তাদের নতুন ফুটবলার। ২০১৯-এ রাখাল শিল্ডে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ফরোয়ার্ড ক্লাব। তবে সিনিয়র লিগে আশানুরূপ পারফরম্যান্স করতে পারেনি। এবার দ্বি-মুকুটের লক্ষ্য নিয়েই তারা মাঠে নেমেছে। বেশ বড় বাজেটের দল গড়া হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ১২ লক্ষ টাকা বাজেট হলেও এটা আরও বাড়তে পারে এই ইঙ্গিতও দিয়ে রেখেছেন ক্লাব কর্মকর্তারা। তাই ফের নতুন ফুটবলার আনার পথে এগোবে তারা এটাই স্বভাবিক। লক্ষ্য একটাই

ব্যাটিং এবং বোলিং উভয় বিভাগেই এদিন মডার্ন-কে নিয়ে ছেলেখেলা করলো এনএসআরসিসি। নিপকো মাঠে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে এনএসআরসিসি ৩৬.১ দীপ দে ভালো বোলিং করে। তুলে নেয় ৩টি উইকেট। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ভয়ঙ্কর ব্যাটিং বিপর্যয়ের মুখে পড়ে মডার্ন। ১৮.১ ওভারে সবকয়টি উইকেট হারিয়ে মাত্র ৫৯ রান করতে সক্ষম হয় তারা। বিজয়ী দলের হয়ে

দৌড়ে অনেকটা এগিয়ে গেলো। নেয় ৩টি করে উইকেট। এদিকে, নরসিংগড় পঞ্চায়েত মাঠে এডিনগর ৬ উইকেটে হারিয়েছে ক্রিকেট অনুরাগী-কে। ভালো খেলে সুপার সিক্সে উঠলেও সেখানে ব্যর্থ ক্রিকেট অনুরাগী। ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে ১৬৩ এদিন প্রথমে ব্যাট করতে নেমে রান করে। দুর্দান্ত খেলে ৭৪ রান স্বনুরাগী ৩৫ ওভারে ৬ উইকেট জয়ের হ্যাট্রিক করে ফাইনালের করে দেবজ্যোতি পাল। এছাড়া হারিয়ে মাত্র ৮৫ রান করে। 🔼 🌏 । ইশান্ত করে ১৯ রান। মডার্ন-র 🛮 সর্বোচ্চ ২৫ রান করে অতনু মজুমদার। এডিনগরের হয়ে সৌরভ সরকার-র দখলে যায় ২টি উইকেট। জবাবে ব্যাট করতে নেমে এডিনগর ২৮.৩ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। দীপ ঘোষ ৩১ রান করে। বিজিত দলের হয়ে অতনু দেবজ্যোতি এবং ইশান্ত দুই জনেই সজুমদার তুলে নেয় ৩টি উইকেট।

কর্তারা চাইছেন না বলেই কি

টিসিএ-র ঘরোয়া ক্লাব কট বাতিলের পথে

প্রতিবাদী কলম ক্রীডা প্রতিনিধি, বড ক্রিকেট হয়নি।ওই সদস্য স্বীকার যদিও বিসিসিআই ও টিসিএ-র আগরতলা, ৪ জানুয়ারি ঃ এবারও কি বাতিল হচ্ছে টিসিএ-র ঘরোয়া ক্লাব ক্রিকেট ? জানা গেছে, জুনিয়র ক্রিকেট বা মহিলা ক্রিকেট অনুষ্ঠিত হলেও ক্লাব ক্রিকেট নিয়ে নাকি টিসিএ-র উপদেস্টা টুর্নামেন্ট কমিটির কাছে কোন নির্দেশ নেই। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন সদস্য বলেন, টিসিএ থেকে তাদের এখনও বলা হয়নি যে, ক্লাব ক্রিকেটের জন্য কোন প্রকার প্রস্তুতি নিতে। টিসিএ-র ওই সদস্য বলেন, অতীতে প্রতি বছর সেপ্টেম্বর মাসেই টিসিএ-র ক্রিকেট ক্যালেন্ডার হয়ে যেতো। সেপ্টেম্বর মাসে ক্রিকেটের দলবদলের সাথে সাথে বার্ষিক ক্রিকেট ক্যালেন্ডার হয়ে যেতো। কিন্তু গত ২৮ মাসে এসব কিছুর দেখাই নেই। গত আগস্ট মাসেই এরাজ্যে খেলাধুলা শুরু হয়েছে। বিসিসিআই তো সেপ্টেম্বর মাসে জাতীয় ক্রিকেটও শুরু করেছে। কিন্তু এরাজ্যে টিসিএ-র মনোভাব অন্যরকম। গত বছরের অসমাপ্ত সদর অনুধর্ব ১৫ ক্রিকেট, এবারের সদর অনুর্ধ্ব ১৪ ক্রিকেট এবং মহিলা টি-২০ ছাডা

করেন যে, টিসিএ থেকে টুর্নামেন্ট কমিটিকে এখনও নাকি বলা হয়নি এবারের ক্রিকেট ক্যালেন্ডার তৈরি করতে। তিনি বলেন, আসলে টিসিএ থেকে যদি কোন নিৰ্দেশ না আসে তাহলে টুর্নামেন্ট কমিটির তো কোন কাজ নেই। আগামী ৭ জানুয়ারি অনূর্ধ্ব ১৪ সদর ক্রিকেট শেষ হয়ে যাচেছ। তারপর টিসিএ-র কি খেলা হবে তা এখনও ঠিক হয়নি। তবে সদর অনুধর্ব ১৫ ক্রিকেট শুরু হলেও আপাতত ক্লাব ক্রিকেটের কোন খবর নেই।একই সঙ্গে রাজ্যভিত্তিক সিনিয়র ক্রিকেটেরও কোন খবর নেই। তিন বছর ধরে নাকি রাজ্যভিত্তিক সিনিয়র ক্রিকেট বন্ধ। তবে ২০১৯ সালে ঘরোয়া ক্রিকেটের মাত্র দুইটি লিগ টুর্নামেন্ট হয়। দীর্ঘ টালবাহানার পর অবশ্য দুইটি লিগ শেষ হয়। কিন্তু ২০২০ সালে ঘরোয়া ক্লাব ক্রিকেটের কোন খেলা যেমন হয়নি তেমনি ২০২১ সালের।তবে এক্ষেত্রে ক্রিকেট ময়দানের অভিযোগ যে, ২০১৯ ঘরোয়া ক্লাব লিগ ক্রিকেটে টিসিএ-র যুগ্মসচিব হার্ভে ক্লাবের হয়ে খেলেছিলেন। সম্ভাবনা বা ঘোষণা সম্ভব নয়।

সংবিধানে নাকি টিসিএ-র বা বোর্ডের কোন অফিস বেয়ারার কোন দলে খেলতে পারেন না। সে যাই হউক, যুগ্মসচিব মাঠে নামা সত্ত্বেও তার দলের অবনমন হয়। হার্ভে দল সুপার ডিভিশন থেকে 'এ' ডিভিশনে নেমে যায়। অভিযোগ, হার্ভে দল 'এ' ডিভিশনে নেমে যেতেই নাকি যুগ্মসচিব ঘরোয়া ক্লাব ক্রিকেট শুরু করতে রাজি হচ্ছে না। বর্তমান কমিটির মেয়াদ আগামী সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত। ফলে মনে করা হচ্ছে যে, এই কমিটি হয়তো এবারও ঘরোয়া ক্লাব ক্রিকেট বাতিল করতে চলেছে।টিসিএ-র ওই সদস্য স্বীকার করেন যে, ঘরোয়া ক্লাব ক্রিকেট নিয়ে তাদের কাছে কোন নির্দেশ নেই। একবার বলা হয়েছিল ডিসেম্বরে হতে পারে দলবদল। কিন্তু ডিসেম্বরে দলবদল হয়নি। যতদিন না দলবদল হচ্ছে ততদিন ঘরোয়া ক্লাব ক্রিকেট হচ্ছে না। আর দলবদলের দায়িত্ব বা সিদ্ধান্ত টিসিএ-র। তাই যতক্ষণ না পর্যন্ত দলবদলের ঘোষণা হবে ততক্ষণ ঘরোয়া ক্লাব ক্রিকেটের কোন

পুলিশের মহিলা ফুটবলাররা

টেস্টে নেতৃত্বের দায়িত্ব পেয়েছেন (৪৬)। তবে এদিন দ্বিতীয় ইনিংসে

রাহুল। গুরুভার কাঁধে নিয়েও গত বেসামাল ভারত। জ্যানসেন ৮

রানে ফেরালেন রাহুলকে। আর

মায়াঙ্ক ফিরলেন ২৩ রানে। দিনের

শেষে ক্রিজে রয়েছেন পুজারা

(৩৫*) ও অজিঙ্ক রাহানে (১১*)।

●এরপর দুইয়ের পাতায়

যাঁদের ফর্ম নিয়ে বারবার প্রশ্ন

প্র**তিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি**, অফিসারও খেলাধুলা সম্পর্কে ক্রিকেটার মৌচৈতি দেবনাথ এবং উজ্জ্বল করতা। টিএফএ-র এক টিএফএ-র এবারের শীতকালীন মহিলা ঘরোয়া লিগ ফুটবলে অংশ নিচেছ না ত্রিপুরা পুলিশ এবং উমাকান্ত কোচিং সেন্টার। রাজ্য মহিলা ফুটবলের ইতিহাস লিখতে গেলে ত্রিপুরা পুলিশকে কোনভাবেই বাদ দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু টিএফএ-র বর্তমান কমিটির আমলে ত্রিপুরা পুলিশই এবার মাঠে নামছে না। এছাড়া উমাকান্ত কোচিং সেন্টার তো আছেই। উমাকান্ত কোচিং সেন্টার যেহেতু ব্যক্তিগত সংস্থা তাই আর্থিক কারণে তারা মাঠে নাও নামতে পারে। কিন্তু তা বলে পুলিশ দল কেন মাঠে নেই? যেখানে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর হাতে পুলিশ দফতর। যেখানে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী খেলাধুলা নিয়ে আগ্রহী। যেখানে পুলিশের কয়েকজন শীর্ষ ত্রিপুরা পুলিশের দুই মহিলা তো মাঠে নেমে পুলিশের নামই মহলের অভিযোগ।

বছর মাঠেই নামছে না ত্রিপুরা পুলিশের মহিলা দল। বলতে দ্বিধা নেই, টিএফএ-র মহিলা ফুটবলে ত্রিপুরা পুলিশ না থাকায় আসরের আকর্ষণ কমলো। জানা গেছে, পুলিশের মহিলা ফুটবল দলের নাকি তেমন প্র্যাকটিস নেই। দলের মহিলারা নাকি ফুটবল খেলার জন্য ঠিকভাবে ছুটি পর্যন্ত পায় না। ফুটবল মহলের প্রশ্ন, রাজ্য পুলিশে যেখানে কয়েক হাজার মহিলা কর্মী কাজ করেন সেখানে কি ১৫-১৬ জন মহিলাকে ফুটবল দলের জন্য ছাড় দেওয়া সম্ভব ছিল না? অতীতে তো ত্রিপুরা পুলিশের মেয়েরা যেমন খেলার সুযোগ পেতো তেমনি তারা ভালো খেলে ত্রিপুরা পুলিশের নাম উজ্জ্বল করেছে।

হয়ে খেলে শুধু যে নিজেদের সুনাম কুড়াচ্ছেন তা নয়, তাদের সাফল্যে তো পুলিশেরও সুনাম হচ্ছে। এছাড়া ত্রিপুরা পুলিশের মহিলা ফুটবলাররাও রাজ্যের সুনাম যেমন এনে দিয়েছেন তেমনি ত্রিপুরা পুলিশের। কিন্তু রাজ্যে একজন ক্রীড়াপ্রেমী মুখ্যমন্ত্ৰী থাকা সত্ত্বেও কি না পুলিশের ১৫-১৬ জন মেয়ে এবার মাঠে নামার সুযোগ পেলো না। এটা শুধু যে টিএফএ-র ব্যর্থতা তা নয়, এটা পুলিশ দফতরেরও ব্যৰ্থতা। প্ৰশ্ন, পুলিশে এত এত মহিলা কর্মী কাজ করেন। ফুটবল দলের জন্য ১৫-১৬ জন মহিলাকে কি ছাড়া যেতো না? অনেক

আগরতলা, ৪ জানুয়ারি ঃ ওয়াকিবহাল সেখানে কি না এই সুলক্ষণারায় তোক্লাব এবং রাজ্যের কর্তা বলেন, অনেক চেস্টা করেও পুলিশের মহিলা দলকে মাঠে লিগ ফুটবলে পুলিশের ছেলেদের দল হয়তো খেলবে, কিন্তু মেয়েরা খেলতে পারলে কেন মহিলাদের ফুটবল দল এই বছর খেলতে মহিলা খেলোয়াড়দের খেলাধুলার হয়তো বন্দুক হাতে বা লাঠি হাতে পুলিশ কর্মী তো বসে বসে বেতন মহিলা ফুটবলার দের প্রতি পান। পুলিশের মহিলা ফুটবলাররা অবিচার করা হলো বলে ফুটবল

নামানো গেলো না। টিএফএ-র বাদ। এখানেও কিন্তু ফুটবল মহলের প্রশ্ন, টিএফএ-র ঘরোয়া ফুটবলে পুলিশের ছেলেদের দল পারেনি বা পারছে না? প্রশ্ন তোলা হচ্ছে, তাহলে কি পুলিশের সুযোগ সঙ্কুচিত করা হচেছ? ছেলেরা যখন মাঠে নামছে তখন পুলিশের মহিলা ফুটবলারদের ডিউটি করতে হবে। এখানে

এই বছর তো টিসিএ-র অন্য কোন

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক ও সম্পাদক অনল রায় টৌধুরী কর্তৃক চৌধুরী ভবন, হরিগঙ্গা বসাক রোড, মোলারমাঠ, আগরতলা, ব্রিপুরা - ৭৯৯০০১ থেকে প্রকাশিত এবং প্রতিবাদী কলম প্রিন্টার্স, চৌধুরী ভবন, মেলারমাঠ, হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা, (৭৯৯০০১) পশ্চিম ব্রিপুরা থেকে মুদ্রিত। ফোন ঃ (০৩৮১) ২৩৮-০৪৮৫ / ৭০৮৫৯১৭৮৫১

দ্বি-মুকুট জয়।

© 9436940366 Highest display & Biggest Furniture Shopping Mall of Tripura Near Old Central Jail, Agartala & Dhajanagar, Udaipur

কর্মচারীর মৃত্যু ঘিরে বিল্রান্তি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

আগরতলা, ৪ জানুয়ারি।। বন্য হাতির আক্রমণে মারা গেলেন একজন ক্ষুদ্র সবজি ব্যবসায়ী। তেলিয়ামুড়ার কালিঞ্জয় সিপাইপাড়ায় রাত আটটা নাগাদ ঘিলাতলী পঞ্চায়েতের বাগবেড় এলাকার সুকুমার দেবনাথ হাতির কবলে পড়েন। সেখানেই মারা যান তিনি। বয়স পঞ্চাশের সুকুমার উত্তর মহারানি বাজার থেকে ব্যবসা শেষে বাইসাইকেলে ফিরছিলেন। প্রায় একই জায়গায় গতবছর আরেকজন মারা পড়েছিলেন হাতির আক্রমণে। কল্যাণপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গেছে খবর পেয়ে, গেছে বন দফতরের কর্মীরাও। গভীর রাত পর্যন্ত দেহ নিয়ে পুলিশ ফিরে আসেনি। তেলিয়ামুড়ার এক বিশাল এলাকা জুড়ে বন্য হাতির সমস্যা রয়েছে।

প্রায় প্রতিবছরই মানুষ মারা পড়েন।

দিনভর পুলিশের

নজরবন্দিতে

আশিস দাস

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

আগরতলা, ৪ জানুয়ারি ।।

দিনভর পুলিশের নজরে থাকতে

হলো সুরমার বিজেপি বিধায়ক

আশিস দাসকে। আগরতলায়

সরকারি আবাসেই আশিসকে

পুলিশ দিনভর ঘরে আটকে

রাখে। সকাল থেকে ঘর থেকে

বের হতে পারেননি আশিস। ঘরে

এবং বাইরে পুলিশ এবং

টিএসআর সকাল থেকেই

পরিষ্কারভাবেই বিধায়ক আশিস

দাসকে বলে দেওয়া হয় এদিন

তিনি বাড়ি থেকে বের হতে

পারবেন না। যথারীতি প্রধানমন্ত্রী

নরেন্দ্র মোদি রাজ্য ছাড়ার আগ

পর্যন্ত নিজেব সবকাবি আবাসেই

নজরবন্দিতে ছিলেন আশিস

দাস। এরপর তিনি সাংবাদিকদের

জানান, রাজ্যের মানুষকে

বিপদের পথে ঠেলে দিতে কিছু

জনবিরোধী সিদ্ধান্ত নেওয়া

হয়েছে। এগুলিতেই সিলমোহর

দিতে রাজ্যে এসেছেন দেশের

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

অধিকার সুরক্ষা লড়াই মঞ্চ থেকে

আমরা শিক্ষার বেসরকারিকরণের

বিরুদ্ধে আন্দোলন করে

আসছিলাম। সার্কিট হাউসের

সামনে বেসরকারিকরণের

বিরুদ্ধে ধর্না করে আসছি। কিন্ত

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং

ত্রিপুরার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিপ্লব দেবের

নির্দেশে পুলিশ তাকে ধর্নায়

যেতে দেয়নি। আশিসের দাবি,

তার আন্দোলনকে ভয়

পেয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি

আগেই বলেছেন, রক্তের

শেষবিন্দু দিয়ে আন্দোলন

বেসরকারিকরণের নামে

বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পে দেশের

প্রধানমন্ত্রী সিলমোহর দিলেন।

রাজ্যের মানুষের কাছে আমাদের

আবেদন আপনারা জাগুন,

निरक्रापत (ছालार प्रापत

ভবিষ্যৎ • এরপর দুইয়ের পাতায়

কর বেন।

শিক্ষার

ছিলেন।

মোতায়েন

প্র**িতবাদী কলম প্রতিনিধি**, গত চার বছরে এমন কোনও বছর আনাগোনা। এখন সারা বছরই যায়নি সেই এলাকায় কেউ না কেউ সমস্যা থাকে। মহারানি, উত্তর মারা পড়েননি। বছরে একজনের মহারানি, চাকমাঘাট, ইত্যাদি

কাউন্সিলিংয়ের নামে বঞ্চিতদের

থানায় আটকে রাখলো পুলিশ

সন্ধ্যায় বিলোনিয়া সাগরের খোঁজে

পুলিশ গিয়ে তার বাড়িতে হাজির।

তখনও সাগর ঘরে ফিরেননি। এই

কারণে তার বিজেপির পৃষ্ঠপ্রমুখ

বাবা খোকন দত্তকে আটক করে

নিয়ে যায় পুলিশ। রাত পর্যন্ত চলে

জিজ্ঞাসাবাদ। রাতে থানা থেকে

ছেড়ে দেওয়া হয় খোকনকে।

তাকে বলা হয় সকাল ৮টার মধ্যে

যাতে সাগর থানায় যায়। সাগরের

মা'র অভিযোগ, বাম আমলে

পলিশের নিয়োগ র্যালিতে অংশ



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সাগরকেও গ্রেফতার করেছিল।

বেশিও মৃত্যু হয়েছে। খোয়াই জেলার তেলিয়ামুড়া, মুঙ্গিয়াকামী, কল্যাণপুর বুক এলাকার নানা জায়গায় বন্য হাতির জঙ্গলে লাকড়ি আনতে গিয়ে

বিলোনিয়া, ৪ জানুয়ারি ।।

টিএসআর -এ অফার বঞ্চিতদের

কাউন্সিলিংয়ের নামে দিনভর

থানায় আটকে রাখলো পুলিশ।

বঞ্চিত এক যুবককে না পেয়ে

সোমবার রাতেই তার বাবাকে

আটক করে নিয়েছিল পুলিশ।

দিনভর থানায় আটকে রাখা হয়

বঞ্চিতদের। পুলিশের এসডিপিও,

অতিরিক্ত পুলিশি সুপার,

থানারওসি-সহ নানাস্তরের পুলিশ

কর্মীরা তাদের জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে

যায়। আন্দোলন দমাতে পুলিশের

এই কঠোরতা বলে অভিযোগ

উঠেছে। পুলিশ আটক করে নিয়ে

গিয়েছিল বিলোনিয়ার বিজেপির

প্রমুখ খোকন দত্তকেও। খোকনের

ছেলে সাগর চন্দ্র দত্ত এবছর

টিএসআর-এ'র নিয়োগ র্যালিতে

ছিলেন। কিন্তু তার ঘরে অফার

যায়নি। এরপরই ত্রিপুরা উচ্চ

আদালতে মামলা করতে

গিয়েছিলেন সাগর। সোমবার

সকালে ত্রিপুরা হাইকোর্ট চত্বর

থেকে অন্যদের সঙ্গে প্রলিশ

জায়গায় মানুষের বাড়িঘরে আক্রমণ, ক্ষেতের ফসল নম্ভ করা নিয়মিত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

হাতির পায়ের নীচে মারা যাওয়ার ঘটনাও আছে। বসতি বেড়েছে, বেড়েছে মানুষের আনাগোনা, অন্যদিকে বড়মুড়ার পাদদেশ থেকে আঠারমুড়া পর্যন্ত হাতিদের চলাফেরার জায়গা ছোট হয়ে পড়ছে। রাস্তা বড় হচ্ছে, নানা জনপদ গড়ে উঠেছে, হাতিরা একই জায়গায় আটকা পড়ে যাচ্ছে প্রায়। একবছর কুনকি হাতির সাহায্য নিয়ে হাতিদের দূরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, কিন্তু সেটা নিয়মিত হয়নি। অন্যদিকে হাতি তাড়ানোর জন্য নির্দিস্টভাবে বনকর্মীর অভাব আছে। একটি ক্যাম্প থেকে এত বড় এলাকা সামাল দেওয়াও সম্ভব হয় না। বনকর্মীদের কাছে উপযুক্ত জিনিসপত্রেরও অভাব আছে। মানুষ এইসব ক্ষোভ উগড়ে দিয়ে বলেছেন, একটা স্থায়ী সমাধান অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে।

নিয়েছিল তার ছেলে। কিন্তু বিরোধী

দল করায় সাগরের নামে অফার

যায়নি। এখন শাসকদলের কর্মী

হয়েও অফার থেকে বঞ্চিত হলেন।

উল্টো পুলিশ এসে তুলে নিয়ে

যাচ্ছে। এদিন কাউন্সিলিংয়ের নামে

সাগর ছাডাও অজয় দত্ত, দীপক

আচার্য নামে দু'জনকে বিলোনিয়া

থানায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা আটকে রাখা

মদ খেতে নিষেধ আত্মঘাতী স্বামী

করছেন এলাকাবাসী।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জানুয়ারি ।। শ্বশুরবাড়িতে অ্যাসিড পান করে মারা গেলেন স্বামী। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনা খোয়াইয়ের চাম্পাহাওড় এলাকায়। মৃত স্বামীর নাম সুরজিৎ কলয় (৩৫)। জিবিপি হাসপাতালে আনার পর তার মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পর তার পরিজনদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। জানা গেছে, সুরজিতের বাড়ি জিরানিয়া থানা এলাকায়। প্রথম স্ত্রীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হওয়ার পর চাম্পাহাওড়ে দ্বিতীয় বিয়ে করে। বিয়ের পরই শ্বশুরবাড়িতে থাকতে শুরু করে সুরজিৎ। সোমবার সুরজিৎকে তার স্ত্রী মদ খেতে বারণ করে। এই কারণেই অভিমানে রাবার বাগানে ব্যবহার করা অ্যাসিড পান করে 💿 এরপর দুইয়ের পাতায়

পর পর আক্রান্ত দুই এসেছিল। ঘটনাটি দেখে মেলায়

উদয়পুর, ৪ জানুয়ারি।। মৎস্য দফতরের কর্মচারী প্রবীর দে'র মৃত্যু ঘিরে এলাকায় বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর লোকনাথ আশ্রম এলাকার কৈলাসহর/তেলিয়ামুড়া, ৪ বাসিন্দা প্রবীর দে নিজ বাড়িতেই জানুয়ারি।। আবারও পেশাগত মারা যান। কিন্তু কে বা কারা ফায়ার দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে প্রকাশ্যে সার্ভিসের কর্মীদের ফোন করে দুই সাংবাদিককে মারধরের ঘটনা। অভিযোগ করেন সেই ব্যক্তি প্রথম ঘটনা কৈলাসহরে এবং পরে বিষপান করেছেন। তাই তাকে তেলিয়ামুড়াতেও একই ধরনের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। দুটি ঘটনার যেতে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা পর পুলিশের কাছে অভিযোগ ঘটনাস্থলে ছটে আসেন। কিন্তু সেই জানানো হলেও এখনও পর্যন্ত ব্যক্তির বাড়িতে এসে তারা জানতে কাউকে গ্রেফতারের খবর নেই। পারেন অনেক সময় আগেই তিনি তেলিয়ামুড়ার ঘটনায় সাংবাদিকের গাড়ি পর্যন্ত ভাঙচুর করা হয়েছে বলে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছেন। বিষপানের বিষয়টিও পরিবারের অভিযোগ। আর কৈলাসহরের লোকজন অস্বীকার করেছেন। সেই ঘটনা সংহতি মেলা চত্ত্বরে। কারণেই ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা কৈলাসহরের পদ্মেরপাড় এলাকায় সেখান থেকে খালি হাতেই চলে গত ২৮ ডিসেম্বর থেকে দশ আসেন। কারণ, ওই ব্যক্তির মৃত্যু দিনব্যাপী সংহতি মেলা শুরু নিয়ে যদি কোনো অভিযোগ থাকে হয়েছে। গত ৩ জানুয়ারি ছিলো তাহলে বিষয়টি পুলিশ তদন্ত করবে। মেলার সপ্তম দিন। কৈলাসহরের এদিনের ঘটনার মধ্য দিয়ে আবারও স্থানীয় সাংবাদিক তথা কৈলাসহর ফায়ার সার্ভিসের কর্মীদের হয়রান প্রেস ক্লাবের সদস্য সাংবাদিক হতে হয়েছে। এর আগেও ফায়ার দেবাশিস দত্ত গত ৩ জানুয়ারি রাত সার্ভিসের কর্মীদের বিভিন্ন সময় ভুল প্রায় দশটা নাগাদ মেলায় খবর খবর দিয়ে বিভ্রান্ত করা হয়েছিল। সংগ্রহ করতে গিয়েছিলেন। প্রবীর দে'র মৃত্যু নিয়ে কে ফায়ার অভিযোগ ওই সময় মামন মিয়ার সার্ভিসকে ফোন করেছিল তা স্টলের সামনে কৈলাসহরের বের করা প্রয়োজন বলে মনে দুর্গাপুর এলাকার মনোরঞ্জন পালের ছেলে সুরজিৎ পাল বাইক চালিয়ে এসে সাংবাদিককে মারতে শুরু করে। সুরজিৎ টিআর০৫এ৭৩১০ নম্বরের বাইকে স্বাস্থ্য দফতরের এক কর্মীকে নিয়ে

উপস্থিত সবাই হতভম্ব হয়ে পড়েন। সাংবাদিক দেবাশিস দত্তকে মেরেই বাইক এবং স্বাস্থ্য দফতরের কর্মীকে রেখেই দৌড়ে পালিয়ে যায়

পরিষদের চেয়ারপার্সন চপলা দেবরায়ের ঘনিষ্ঠ বলে সে সবার কাছে পরিচয় দেয়। এমনকি গত কিছু দিন পূর্বে কৈলাসহর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন চপলা দেবরায়'কে পুর পরিষদের চেয়ারপার্সনের রুমেই তাকে সংবর্ধনা জানায় অভিযুক্ত। গত দুই বছর আগে কৈলাসহরের দুর্গানগর এলাকায় স্থানীয় লোকজনের হাতে একবার গণধোলাই খেয়েছিল সে। পরবতী সময় তাকে পুলিশের হাতেও তুলে দেওয়া হয়েছিল। পরে কৈলাসহরের পিডব্লিউ



সুরজিৎ। এই ঘটনার পর মঙ্গলবার দুপুরে সাংবাদিক দেবাশিস দত্ত কৈলাসহর থানায় সুরজিৎ পালের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ করেছেন। উল্লেখ্য, সুরজিৎ পাল বিজেপি কর্মী হিসেবে পরিচিত। দলের সব মিটিং, মিছিলে সবার আগেই থাকে। কৈলাসহর পুর

সাংবাদিক দেবাশিস দত্তের উপর আক্রমণের ঘটনায় কৈলাসহর প্রেস ক্লোব উদ্বেগ প্রকাশ করে এবং সমাজদ্রোহী সুরজিৎ পালকে অবিলম্বে থেফতারের দাবি জানিয়েছে। বুধবার এই বিষয়ে ঊনকোটি জেলার পুলিশ সুপারের এরপর দুইয়ের পাতায়

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জানুয়ারি ।। টিএসআর-এর নিয়োগে বঞ্চিতদের আন্দোলনের চাপে পুলিশের হাস্যকৌতৃক কার্যকলাপে বিরক্ত সাধারণ নাগরিকরা। অফিসে আসা এক কর্মচারীকেও শুধুমাত্র কালো কোট পরে আসায় গ্রেফতার করে নিলো পুলিশ। ছাড়া হয়নি বিজেপির এক কার্যকর্তাকেও। বঞ্চিত যুবকদের ভেবে মঙ্গলবার শহরের বিভিন্ন এলাকা থেকে ৩৫জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। বেশিরভাগ গ্রেফতার হয়েছেন সিটি সেন্টার, টিপিএসসি'র অফিস এবং উচ্চ আদালতের সামনে থেকে।

মামন মিয়ার স্টলের সামনে

তাদের গ্রেফতার করে সন্ধ্যা পর্যন্ত কর্মীদের নিয়ে এক কার্যকর্তা আটকে রাখা হয় এডিনগর পুলিশ মাঠে। প্রধানমন্ত্রীর রাজ্য সফরের দিনে পুলিশের এই ভূমিকায় অনেকেই বিরক্ত। আবার অনেকে বঞ্চিত যুবকদের আন্দোলনে প্রশাসনের ভয় পাওয়াকে নিয়েও হাসছেন। এদিন টিপিএসসি অফিসের সামনে এক কর্মচারী সকালে কালো কোট পড়ে গিয়েছিলেন। তাকে শুধুমাত্র কালো কোট পড়ায় পুলিশ গ্রেফতার করে নেয়। এই কর্মচারীর দাবি, যদি অফিসে না-ই আসতে দেওয়া হয় তাহলে ছুটি দিয়ে দিলেই হতো। বিনা কারণে পুলিশকে দিয়ে হেনস্থা করানো হচ্ছে। এদিন ধর্মনগর

আগরতলায় এসেছিলেন। সকাল সকালই এসে যাওয়ায় ভেবেছিলেন টিপিএসসি বোর্ডে গিয়ে চাকরির ফর্ম জমার বিষয়ে কথা বলে আসবেন। কিন্তু সেখানে যাওয়ার পরই পুলিশ গ্রেফতার করে নেয়। তিনি কাগজও দেখিয়েছিলেন। কিন্তু পুলিশ কথা শুনতে নারাজ। ওই যুবকের দাবি, অনেক স্বপ্ন ছিল প্রধানমন্ত্রীকে দেখার। পাগলের মতো ভোরে ট্রেন ধরে এসেছিলেন। কিন্তু পুলিশের জন্য দেখা হলো না। টিপিএসসি অফিসের সামনে গ্রেফতার হওয়া আরও এক যুবকের দাবি, অ্যাডমিট

হোম টিচার

বাংলা মাধ্যমের

নবম/দশম-সহ ২০২২

সালের মাধ্যমিক

পরীক্ষার্থীদের সব বিষয়

বাড়িতে গিয়ে পড়ানো হয়

নোট তৈরী করে দেওয়া হয়।

-ঃ মোবাইল ঃ-

9862464960

নেতার শাস্তির দাবিতে থানা ঘেরাও

হয়। পুলিশের অফিসাররা থানায়

রেখে তাদের টানা জিজ্ঞাসাবাদ

চালিয়ে যায়। তাদের সরকার

বিরোধী ষড়যন্ত্র এবং সামাজিক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৪ জানুয়ারি।। ১৩ বছরের নাবালিকা ধর্ষণের অভিযুক্ত প্রাণেশ রুদ্রপালকে তিনদিন নিজ বাডিতে লকিয়ে রেখেছিলেন এক বিজেপি নেতা। সুভাষ রুদ্রপাল নামে ওই নেতা সম্পর্কে অভিযুক্তের কাকা। পুলিশ যখন অভিযুক্তকে গ্রেফতারের জন্য হন্যে হয়ে ঘুরছিল, তখন অভিযুক্ত তার কাকার বাড়িতে আরাম আয়েশে ছিল। অপরাধমূলক ঘটনার অভিযুক্তের সাহায্যকারীকেও আইনের চোখে অভিযুক্ত বলে দেখা হয়। তাই গোটা এলাকার মানুষ মঙ্গলবার তেলিয়ামুড়া থানায়



সাহায্যকারী তার কাকা সূভাষ হবে।তাদের অভিযোগ, সেই নেতা প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে।

এসে দাবি জানায় প্রাণেশকে রুদ্রপালকেও গ্রেফতার করতে এই ঘটনার তদন্ত প্রক্রিয়াকে

মালাকার নামে আরও এক যুবক ঘটনার সাথে জডিত বলে তাদের অভিযোগ। প্রসেনজিৎ মালাকার এখন পলাতক বলে তারা জানিয়েছেন। গত শনিবার তেলিয়ামুড়ায় স্কুল থেকে ফেরার পথে নির্যাতনের শিকার হয়েছিল ১৩ বছরের এক ছাত্রী। ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসতেই জনমনে প্রচণ্ড ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। দাবি উঠে অভিযুক্তের কঠোর শাস্তি হোক। এদিন তেলিয়ামুড়া থানা ঘেরাও করে এলাকার মহিলারা সেই একই দাবি জানিয়েছেন। তাদের মতে ফাঁসির এরপর দুইয়ের পাতায়

প্রাণেশের সাথে প্রসেনজিৎ

সোনার বাজার দর

১০ গ্রাম ঃ ৪৭,৮০০ ভরি ঃ ৫৫.৭৬৬

থেকে সকালের ট্রেনেই দলীয়

Flat Booking Ramnagar Road No. 4. Opposite Sporting Club. 2

BHK, 3 BHK Flat

booking চলছে। Mob - 8416082015

Tuition

Sub Psychology Class XI & XII (TBSE/ CBSE) Single or Small Group. More details please contact -

Mob - 7085589942 Mob - 9612904391

VISION CONSULTANCY Admission Point MBBS/BDS/BAMS **MEDICAL COLLEGES IN INDIA** Kolkata, Uttar Pradesh, Bangalore, Tamilnadu Puducherry, Haryana , Bihar, Orissa & Other) LOW PACKAGE 45 LAKH **NEET QUALIFIED STUDENTS ONLY** Call Us: 9560462263 / 9436470381 Address: Officelane, Opp. Siksha Bhavan, Agartala, Tripura (W)

হএলএস-এ **প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি**, অজিত লাল সাহা। তার বাড়ি অপারেশনের আগে চিকিৎসকদের সাহা। এদিন সকালেও হাসপাতালে

আগরতলা, ৪ জানুয়ারি ।। ভুল চিকিৎসার কারণে রোগীর মৃত্যুর অভিযোগ উঠলো আইএলএস হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। ৭২ বছরের অবসরপ্রাপ্ত সরকারি চিকিৎসা না করিয়েই মৃত রোগীর দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনায় মঙ্গলবার উত্তেজনা দেখা দেয় রাজ্যের প্রধান বেসরকারি

শহরের লালবাহাদুর চৌমুহনি এলাকায়। গত ৩১ ডিসেম্বর আইএলএস হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। তার ডান হাতে সংক্রমণ হয়। এই কর্মচারীকে একপ্রকার বিনা কারণেই চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা চিকিৎসায় হাসপাতালে মারা হয়েছে হয়েছিল। অজিতের ছেলে অতনু বলে অভিযোগ। কোনও ধরনের সাহার বক্তব্য, তার বাবার ডায়ালেসিসও করতে হয়। ডান জন্য দেড় লক্ষ টাকার বিলও ধরিয়ে হাতেই সংক্রমণের কারণে ফুলে যাওয়ায় ৩১ ডিসেম্বর আইএলএস হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বলেছিল এক সন্ধ্যায় অজিত লাল সাহার ৩টা ৫৫ মিনিট নাগাদ আইএলএস

হবে।আগের মতোই সুস্থ হয়ে যাবে অপারেশনের পর। কিন্তু হাসপাতালে ওই সময় সার্জিকেলের চিকিৎসক ডা. অমিত কুমার সিং রাজ্যের বাইরে ছিলেন। তার এক জুনিয়র বাবাকে দেখেছিলেন। তিনি প্রথমে বলেছিলেন, অপারেশন লাগবে না। মেডিসিনে সুস্থ হয়ে যাবেন তার বাবা। এইভাবে তিনদিন কেটে যায়।ডা. অমিত কুমার সিং সোমবার রাজ্যে আসেন। আইএলএস কর্তৃপক্ষ দাবি করেন সোমবার

সাথে কথা বলতে চান অতনু। ৩৫ হাজার টাকা জমা করেন যথারীতি অপারেশনের আগে ডা. অমিত কুমার সিংয়ের সাথে কথা বলেন অতনু সাহা। অতনু'র দাবি চিকিৎসক রোগী না দেখে কিছুই জানাতে চাননি প্রথমে। পরবর্তী সময়ে তিনি রোগী দেখার পর বলেন, অপারেশন করা ঝুঁকিপূর্ণ হবে। দু'দিন বাঁচবেন কিনা এই রোগী সন্দেহ রয়েছে। যদি দু'দিন কেটে যায় তাহলে আমরা পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেবো। মঙ্গলবার বিকাল হাসপাতালটিতে। মৃত রোগীর নাম দুর্ণিনের মধ্যেই রোগীর অপারেশন অপারেশন হবে। কিন্তু হাসপাতালে মারা যান অজিত লাল সোমবার দুপুরেও আইএলএস

অতনু। সব মিলিয়ে অপারেশনের আগেই এদিন পর্যস্ত দেড় লক্ষ টাকার বিলও ধরিয়ে দেওয়া হয়। অতনুর দাবি যদি আইএলএস হাসপাতালে অপারেশন না-ই করা যেতো তাহলে পাঁচদিন কেন অপেক্ষা করানো হলো? আগেই যদি বলা হতো তাদের সার্জেন্ট নেই তাহলে এমআরআই করিয়ে অন্য ব্যবস্থা করতেন। কিন্তু হাসপাতালে রেখে তার বাবাকে মৃত্যুর পথে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। এমনকী

হাসপাতালের এক চিকিৎসক ডা. অনুপম মজুমদারের সঙ্গে কথা বলানো হয়েছিল। তিনিও বলেছিলেন তেমন বড় সমস্যা নেই। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বলেছিল চিস্তার কারণ নেই। ছোট্ট অপারেশন হলে অজিত লাল সাহা সুস্থ হয়ে যাবেন। কিন্তু কোনও ধরনের চিকিৎসা ছাড়াই মঙ্গলবার মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে অজিত লালকে। এই অভিযোগ তুলেছেন মৃতের ছেলে অতনু সাহা। তিনি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে পরবর্তী সময়ে মামলা

করার কথাও জানিয়েছে।

অভিজ্ঞ লোক চাই একটি নবনির্মিত খামার

দেখাশোনার জন্য পুরুষ কর্মী চাই। বেতন আলোচনা সাপেক্ষে।সঙ্গে পরিবার থাকলেও কোনে অসুবিধা নেই। থাকা ও খাওয়ার সুবিধা থাকবে স্থানঃ জোলাইবাড়ি, দক্ষিণ ত্রিপুরা,